চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

নিশ্চিন্তের প্রতীক
সিস্টার
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 19 February, 2020 ■ আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারী , ২০২০ ইং ■ ৬ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

তিনটি পিস্তলসহ জিরানীয়া স্টেশনে গ্রেপ্তার দুই যুবক আগরতলায় ইয়াব বাজেয়াপ্ত, মহিলাসহ আটক তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারী।। রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে বিভিন্ন মহল থেকে। নেশা কারবারীদের পাশাপাশি আগ্নেয়াস্ত্র চোরাচালানের মতো ঘটনাও বেড়ে চলেছে। বহিঃরাজ্য থেকে ট্রেনে করে আগ্নেয়াস্ত্র চোরাচালান ও নেশা সামগ্রী আমদানীর ঘটনা ঘটেই চলেছে। মঙ্গলবার শিলচর-আগরতলা ট্রেনে তল্লাসী চালিয়ে জিরানীয়া স্টেশনে আটক করা হয়েছে দুই যুবককে। তাদের কাছ থেকে তিনটি পিস্তল ও ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি আগরতলায় এনসিসি থানার পুলিশ বিপুল পরিমাণে নেশার টেবলেট সহ তিনজনকে আটক করেছে। তাদের মধ্যে এক মহিলাও রয়েছে।

মঙ্গলবার গোপন খবরের ভিত্তিতে একযোগে অভিযান চালায় ধলাই, উত্তর ও জিরানীয়া মহকুমার পুলিশ। পুলিশের কাছে আগাম খবর ছিল ট্রেনে করে পিস্তল আনা হচ্ছে। সেই মোতাবেক পরিকল্পনা নিয়ে অভিযানে নামে পুলিশ। শিলচর- আগরতলা গামী ট্রেনে তল্লাশি চালিয়ে জিরানীয়া ষ্টেশন থেকে আটক করা হয় দুই ব্যক্তিকে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৩ টি নাইন এম এম পিস্তল। একই সঙ্গে উদ্ধার হয় প্রায় ৩ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট। আটক করা ইয়াবা ব্যক্তির নাম নরেশ চাকমা (৪০) বাড়ি শিলাছড়ি। আটক অপর ব্যক্তির নাম বেসিক দেববর্মা (৩৪), বাড়ি করবুক। ধৃতদের কাছ থেকে ট্যাবলেটের বাজার মূল্য প্রায় ২ লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে। আটক দুই আরো বেশ কিছু সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। তাদের জিরানীয়া থানায় জানতে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা নিয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেছে পুলিশ।

জিরানীয়া স্টেশনে পিস্তল ও নেশা সামগ্রী সহ গ্রেপ্তার করা হয় দুই যুবককে (বাঁয়ে) এবং আগরতলায় উজান অভয়নগরে বিস্তর নেশা সামগ্রী উদ্ধার ও এক মহিলা সহ তিনজন গ্রেপ্তার (ডানে)। মঙ্গলবার তোলা ছবি নিজস্ব।

প্রসঙ্গত, এর আগেও আগরতলা রেল স্টেশন থেকে বিস্তর পরিমাণে তাজা কার্তুজ সহ পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছিল। তখনও ধৃতদের বাড়ি দক্ষিণ ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায়। সেই সাথে দক্ষিণ ত্রিপুরার আরও কয়েকটি স্থানে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কয়েকজনকে। কিছুদিন অন্তর অন্তর রাজ্যে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। একটি সূত্রে জানা গিয়েছে বহিঃরাজ্য থেকে এই পিস্তল ও আগ্নেয়াস্ত্র রাজ্যে আনা হচ্ছে। পুলিশের তরফ থেকে তদন্ত করা হচ্ছে। কিন্তু, এই আগ্নেয়াস্ত্র চোরাচালান চক্রের মূল পান্ডাদের জালে তোলা সম্ভব হচ্ছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্রানজিট রিমান্ড মঞ্জুর ধৃত ওয়াই পি সিংকে আজ আনা হবে রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারী।। রাজ্যের পূর্ত ঘোটালায় অভিযুক্ত প্রাক্তন প্রধানসচিব তথা প্রাক্তন মুখ্যসচিব ওয়াই পি সিঙের ট্রানজিট রিমান্ড মঞ্জুর হয়েছে। তাঁকে আগামীকাল সকাল সাড়ে আটটায় আগরতলায়

গাজিয়াবাদে ধৃত ওয়াই পি সিংয়ের ট্রানজিট রিমান্ড মঞ্জুর হয়েছে।

নিয়ে আসবে ক্রাইম ব্রাঞ্চ। গতকাল তাঁকে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের ইন্দিরাপুরমে আইআরএস অ্যাপার্টমেন্ট থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পূর্ত ঘোটালায় তিনি অন্তিম ব্যক্তি মামলা রুজু হওয়ার পর থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় সর্ববৃহৎ বহু কোটি টাকার আর্থিক ঘোটালায় ইতিপূর্বে প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক বাদল চৌধুরী এবং প্রাক্তন পূর্তকর্তা সুনীল ভৌমিক গ্রেফতার হয়েছেন এবং জেল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি ভোট ঃ ২৮টি আসনে ১৬জন রিটার্নিং অফিসার নিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারী।। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জিলা পরিষদের (টিটিএএডিসি) নির্বাচনের লক্ষ্যে রিটার্নিং অফিসারদের নিযুক্তি দিয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এডিসির ২৮টি আসনে ১৬জন রিটার্নিং অফিসারকে নিযুক্ত করা হয়েছে। জেলা পরিষদের নির্বাচন কমিশনার এম এল দে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন।

এডিসি নির্বাচনের খুব সামান্য দিন বাকি রয়েছে। ফলে, নির্বাচনে যাবতিয় প্রস্তুতি শুরু করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। দামছড়া-জম্পুই, দশদা কাঞ্চনপুর, মাছমাড়া, করমছড়া, ছাওমনু, মনু-ছৈলেংটা, দামছড়া-কচুছড়া, গঙ্গানগর-গন্ডাছড়া, রাইমাভ্যালী, কুলাই-চাম্পাহাওয়র, হালহালি-আশারামবাড়ি, রামচন্দ্রঘাট, মহারানীপুর-তেলিয়ামুড়া, সিমনা-তামাকারি, বোধজংনগর-ওয়াকিনগর, জিরানীয়া, মন্দাইনগর-পুলিনপুর, পেকুয়ারজলা-জন্মেজয়নগর, টাকারজলা-জম্পুইজলা, আমতলি-গোলাঘাটি, কিল্লা-বাগমা, কাঠালিয়া মির্জা-রাজাপুর, মহারানী-চেলাগাং, অম্পিনগর, নতুনবাজার-মালবাসা, বীরচন্দ্রনগর-কলসি, পূর্ব মুহুরিপুর-বুড়াতলি এবং শিলাছড়ি-মনুবনকুল আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ওই নির্বাচনের দায়িত্বে কাঞ্চনপুর, কুমারঘাট, লংতরাইভ্যালি, গন্ডাছড়া, আমবাসা, খোয়াই, তেলিয়ামুড়া, মোহনপুর, জিরানীয়া, জম্পুইজলা, বিশালগড়, উদয়পুর, অমরপুর, করবুক, শান্তিরবাজার এবং সাব্রুমের মহকুমা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর নিগমের উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে উত্তেজনা ৭৯ টিলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারী।। আগরতলা শহরের সৌন্দর্যায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শহরের চাপ কমাতে বর্ধিত করা হচ্ছে এলাকা। বর্ধিত পুর নিগম এলাকায় রাস্তা ও সহ যাবতীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলতে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

রাজধানীর জিবি বাজার থেকে ৭৯ টিলা হয়ে এস ডি ও চৌমুহনী যাওয়ার রাস্তাটি প্রসস্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। তাঁর জন্য ২০০১ সালে জায়গা অধিগ্রহণও হয়। কিন্তু তাঁর পর আর কাজ এগুয়নি। বর্তমানে পুনরায় সেই রাস্তা প্রশস্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই পুর নিগমের চিহ্নিত জায়গার উপর যে সমস্ত অবৈধ নির্মাণ রয়েছে সেগুলিকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। রাস্তাটি প্রশস্ত হলে এই পথ ধরে যান বাহন চলাচল করতে সুবিধা হবে। ঠিক তেমনি ভাবে যানজট মুক্ত হবে। এই বিষয়টি নিয়েই ক্ষতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার ৭৯ টিলা এলাকায় যান বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ।

তাঁর সঙ্গে ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব সহ আগরতলা পুর নিগমের আধিকারিকেরা। রাস্তার দুপাশের অধিগৃহীত জমির বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখেন তারা। কথা বলেন স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে। রাস্তা প্রশস্ত করতে গিয়ে রাস্তার দুপাশে প্রায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজ্ঞান স্নাতক শিক্ষকদের নোটিশ খারিজ করল উচ্চ আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারী।। ত্রিপুরা হাইকোর্ট ২০১২ সালে নিযুক্ত বিজ্ঞান স্নাতক শিক্ষকদের নোটিশ জারি করার আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। ১০৩২৩ শিক্ষকদের একাংশের আবেদনের আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টে শুনানি হয়েছে। ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অকিল কুরেশি এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধের ডিভিশন বেঞ্চ আজ ওই আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন।

এ বিষয়ে এডভোটেক জেন্যারেল অরুণ কান্তি ভৌমিক জানান, ২০১২ সালে নিযুক্ত বিজ্ঞান স্নাতক শিক্ষকদের নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ত্রিপুরা হাইকোর্টে পিটিশন দাখিল হয়েছিল। জাতীয় শিক্ষা নীতির নানা বিধান তুলে ধরে তাদেরও চাকুরি বাতিল হওয়া উচিত বলে ওই পিটিশনে উল্লেখ করা হয়েছিল। আজ ত্রিপুরা হাইকোর্ট ওই পিটিশনের ভিত্তিতে বিজ্ঞান স্নাতক শিক্ষকদের নোটিশ জারি করার আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। তবে, হাইকোর্ট রাজ্য সরকারের জবাব চেয়ে নোটিশ জারি করেছে।

উচ্চ আদালতের নির্দেশে ৩১মার্চ থেকে চাকরীচ্যুত ১০,৩২৩ এডহক শিক্ষকদের এক প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার মহাকরণে শিক্ষামন্ত্রী তথা আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার হত্যা মামলায় অভিযুক্তদের জামিন নাকচ হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারী।। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বুধিসত্ব হত্যা মামলায় ত্রিপুরা হাইকোর্ট খুনের মামলায় অভিযুক্তদের জামিন নাকচ করেছে।

এ বিষয়ে বরিষ্ঠ আইনজীবি পিযুষ কান্তি বিশ্বাস বলেন, ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধ আজ বুধিসত্ব হত্যা মামলায় চার অভিযুক্তের জামিন বাতিল করেছেন। রাজ্য সরকার তাদের জামিন বাতিলের আবেদন জানিয়েছিল। তিনি বলেন, সুমিত চৌধুরী, সুমিত বণিক, ত্রিপুরা পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর সুকান্ত বিশ্বাস এবং অমর সরিফ উরফে সোয়েব বুধিসত্ব হত্যা মামলায় বর্তমানে জেল হেপাজতে রয়েছেন। গত ৪ আগস্ট রাতে বুধিসত্ব দাস খুন হয়েছিলেন।

গত ১১ নভেম্বর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত চার অভিযুক্তের জামিন নাকচ করে দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে গত ডিসেম্বরে আদালত ওই চারজনের জামিন মঞ্জুর করে। আদালতের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার ত্রিপুরা হাইকোর্টে পৃথক দুটি মামলা করে। ওই মামলায় নিম্ন আদালতের জামিনের রায়ে স্থগিতাদেশ জারি করেছিল ত্রিপুরা হাইকোর্ট।

আইনজীবি পিযুষ কান্তি বিশ্বাস জানিয়েছেন, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বুধিসত্ব দাস হত্যা মামলায় খুব শীঘ্রই বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবে। তদন্তকারী অফিসার ৯০ দিনের মধ্যেই আদালতে চার্জশিট জমা দিয়েছেন। ভারতীয় ফৌজদারি দন্ডবিধি ৩০২ ও ৩৪ ধারায় আদালতে চার্জশিট জমা পড়েছে।

রাজ্যে আর্মি স্কুল ও সেনা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারী।। আর্মি স্কুল স্থাপনের পাশাপাশি ত্রিপুরাতেই সেনা নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সাথে দেখা করে ওই দুই দাবি আদায় করেছেন।

এক টুইট বার্তায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিঙের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি আনন্দের সাথে জানান, মোহনপুরে একটি আর্মি স্কুল স্থাপনে ত্রিপুরার দাবি প্রতিরক্ষামন্ত্রী গ্রহণ করেছেন। তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরাতেই সেনা নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার দাবি জানিয়েছিলাম। প্রতিরক্ষামন্ত্রী সেই দাবিও গ্রহণ করেছেন।

টুইটে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার জনগণের পক্ষ থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন মঙ্গলবার।

ওই দাবিগুলি পূরণের ফলে ত্রিপুরার জনগণের অনেক সহায়ক হবে। এদিকে, প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কার্যালয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের সঙ্গে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সাক্ষাতের এক ছবি টুইট করেছে।

দু'টি পিস্তল ও ৫২৮ রাউন্ড গুলিসহ এনএলএফটির তিন জঙ্গীর আত্মসমর্পণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারী।। নিষিদ্ধ ঘোষিত এন এল এফ টি জঙ্গি সংগঠনের তিন কট্টর সদস্যের আত্মসমর্পণ। মঙ্গলবার সকালে বি এস এফ-ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের গকুলনগর স্থিত ক্যাম্পে আত্মসমর্পণ করে এই তিন কট্টর সদস্য। আত্মসমর্পণ কালে তারা দুটি পিস্তল, দুটি ম্যাগজিন এবং ৫২৮ রাউন্ড গুলি জমা দেয়।

এন এল এফ টি-র আত্মসমর্পণকারীরা হল জঙ্গীদলের স্বঘোষিত সেকেন্ড ইন কামান্ড স্বর্ণ কুমার ত্রিপুরা (২৯), জর্মরাম ত্রিপুরা (২২)। তাদের দুজনের বাড়ি দক্ষিন জেলার মনু বাজার থানার অন্তর্গত ছোট শাঁখবাড়ি এলাকায়। আত্মসমর্পণকারী তৃতীয় সদস্যর নাম সুদর্ম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অভিনেতা ও রাজনীতিক তাপস পালের জীবনাবসান

কলকাতা,১৮ ফ্রেব্রুয়ারি (হি.স.)।। রূপোলি জগতের নায়ক থেকে জনপ্রতিনিধি। বলা যেতেই পারে টলিউডের সুপারস্টার। তিনি হলেন অভিনেতা তাপস পাল। প্রথম থেকেই একের পর এক ছবিতে বাজিমাত করেছিলেন অভিনেতা ৬১ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন অভিনেতা তাপস পাল। অভিনেতার মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ শিল্পীমহল থেকে রাজনৈতিক মহল। ১৯৫৮ সালের ২৯ শে সেপ্টেম্বর হুগলির চন্দননগরে জন্ম তাপস পালের। ছোটবেলা থেকেই অভিনয়ের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাত-পা ছিন্নমুণ্ড শিশুর পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার কদমতলায়, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারী।। হাত-পা ছিন্নমুণ্ড পচাগলা একটি লাশ উদ্ধারের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে পুলিশি তদন্তে বেরিয়েছে, কবর খুঁড়ে মৃতদেহটি শিয়াল-কুকুরে খুবলে খেয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, কবর থেকে মৃতদেহ তুলে নিয়ে ছড়ার জলে ফেলেছে মাংসাশী পশুরা। জানালেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানাধীন ধর্মনগর সড়কের লালছড়া বাজার এলাকার ব্রিজের নিচে ইছাই ছড়ার জলে ভাসমান অবস্থায় সাতসকালে পথচারী স্থানীয় জনগণ হাত-পা-মুণ্ডু বিহীন পচাগলা একটি লাশ দেখতে পান। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় কদমতলা থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজীব সূত্রধর, কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার-সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। ঘটনাস্থলে ভিড় জমান শতশত স্থানীয় জনগণ। প্রথমে মুণ্ডুবিহীন মৃতদেহ শনাক্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে পুলিশের। অবশেষে মৃতদেহটি ইছাই বড়ুয়াকান্দি ২ নম্বর ওয়ার্ডের জনৈক মকবুল আলির মেয়ে রুমানা বেগম (৭)-এর বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, ৪/৫ দিন আগে ইছাই বড়ুয়াকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ ওয়ার্ডের বাসিন্দা মকবুল আলির সাত বছরের মেয়ে রুমানা বেগমের জলে পড়ে মৃত্যু হয়েছিল। রীতি মেনে মেয়ের মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়। কিন্তু গতকাল রাতে কবরের পাশের বাড়ির একটি কুকুর মুখে করে একটি কাটা হাত বাড়িতে নিয়ে আসে। এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ওই বাড়ির লোকজন। বিষয়টি মকবুল আলিকে জানানো হয়। তিনি এসে হাতটি নিয়ে আবার কবরে দাফন করে দেন। কিন্তু আজ সকালে হাত-পা মুণ্ডবিহীন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজেটের প্রতিবাদে আগরতলায় সিপিএমের মিছিল, সভা করতে না দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারী।। কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিবাদ জানিয়ে মঙ্গলবার আগরতলায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করেছে সিপিআইএম সদর বিভাগীয় কমিটি। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিল শেষে জমায়েতে বক্তব্য রাখেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস, সদর জেলা সম্পাদক পবিত্র কর প্রমুখ। মিছিলে অংশ নিয়ে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস কেন্দ্রীয় বাজেটের তীব্র সমালোচনা করেন। বাজেট প্রস্থাবের বিরুদ্ধে গোটা দেশে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করার আহ্বান জানান। তিনি অভিযোগ করেন বাজেট বিরোধী মিছিল ও সভা করতেও বাধা দিচ্ছে পুলিশ। আগাম অনুমতি নেওয়া স্বত্বেও পুরানো মোটর স্ট্যান্ডে সভা করতে দেওয়া হয়নি। কামান চৌমুহনিতেই মিছিল আটকে দেওয়া হয়েছে। বিশালগড়েও বিক্ষোভ জমায়েত করতে দেওয়া হয়নি। দুবৃত্তরা আক্রমণ সংগঠিত করেছে, পেট্রোল বোম বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ করেন।

মঙ্গলবার কামান চৌমুহনীতে সিপিএমের মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। ছবি নিজস্ব।

কৈলাসহরে স্কুটির টুলবক্স ভেঙ্গে টাকা ছিনতাই দিনদুপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৮ ফেব্রুয়ারী।। প্রকাশ্যে দিনের আলোয় ছিনতাইয়ের ঘটনায় শহরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কিছুদিন পূর্বেও একের পর এক ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছিল কৈলাসহরে। মাঝখানে মাস দুয়েক ছিনতাই ঘটনা না ঘটলেও মঙ্গলবার আবার ছিনতাইয়ের ঘটনায় আতঙ্কগ্রস্ত সাধারণ মানুষ।

এদিন বিকালে কৈলাশহর টিলা বাজারের এলাকার বাসিন্দা মাহমুদ আলী নিজের হাত ব্যাগ বাইকের টুলবক্স এ রেখে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করার জন্য দোকানে ঢোকে। কিছু ক্ষণপর দোকান থেকে বের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ১৩১ ▫ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ইং ▫ ৬ ফাল্গুন ▫ বুধবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ক্যাডার সার্ভিসে উকিল নিয়োগ

সরকারী আইনজীবীরা অনেকটাই ভাসমান জলের মতো। সরকারের বদলের সঙ্গে তাঁহাদের দিন পাল্টায়। ইহাই এতকাল চলিয়া আসিতেছে। রাজ্যের বিজেপি জোট সরকার এক্ষেত্রে ক্যাডার সার্ভিস চালুর চিন্তা ভাবনা করিতেছে। বর্তমান অবস্থায় সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী আইনজীবীদের পরিবর্তনের রেওয়াজ কি তাহা হইলে তুলিয়া দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হইবে? এতকাল তো কর্তা ভজা নীতিই চালু ছিল। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী আইনজীবীদেরও পরিবর্তন ঘটে। তাঁহাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে অঘোষিত নিয়ম হইল শাসক দলের ঘনিষ্ঠরাই এই পদে নিযুক্তি পান। তাঁহাদের কাজকর্ম দক্ষতা ইত্যাদি নিয়া প্রশ্ন থাকিলেও দীর্ঘকাল যাবৎ এই ব্যবস্থাই চলিয়া আসিতেছে। গেরুয়া আমলে নতুন চিন্তাধারা যে জাগিয়াছে তাহাকে সাধুবাদ দিতে হয়। দক্ষতা ও মেধাকে যদি গুরুত্ব দেওয়া না হয় তাহা হইলে বিভিন্ন মামলায় সরকারকে কত বেশী খেসারত দিতে হয় তাহার প্রমাণের কি অভাব আছে? ক্ষমতাসীন দলের কাছের লোক হইলেই মেধা দক্ষতাকে দূরে সরাইয়া দেওয়ার পরিণতি তো প্রতি মুহুর্তেই দেখা যাইতেছে। বিজেপি জোট সরকারের চিন্তা ভাবনা আক্ষরিক অর্থেই জনতার স্বার্থ সুরক্ষিত হইতে পারে। সরকারী চাকুরীর মতো সরকারী আইনজীবী নিয়োগ ক্যাডার সার্ভিস চালুর চিন্তা ভাবনা নিশ্চয়ই স্বাগত। স্বাগত এই কারণে যে, তাহা হইলে দক্ষতা ও মেধাকে মূল্য দেওয়ার সুযোগ আসিবে।

রাজ্য সরকারের অনুমোদিত আর আর (নিয়োগ বিধি) মানিয়া সরকারী আইনজীবী নিয়োগ করা হইবে। রাজ্যে হাইকোর্ট হইতে মহকুমা কোর্ট পর্যন্ত ১৪০ জন সরকারী আইনজীবী নিয়োগের সুযোগ রহিয়াছে। বর্তমানে রাজ্যে ১২৩জন সরকারী আইনজীবী রহিয়াছেন। তাঁহারা পিপি, এপিপি, গভঃ এডভোকেট, অ্যাডিঃ গভঃ এডভোকেট প্রভৃতি পদে কর্মরত। বর্তমান অবস্থায় তাহাদের মাসিক বেতন নাই। মামলার সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া প্রতি মাসে বিল জমা দিলে আইন দপ্তর হইতে অর্থ বরাদ্দ হয়। কোনও সরকারী আইনজীবী এক মাসে সর্বাধিক কত টাকা বিল করিতে পারিবেন তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আছে। এই সরকারী আইনজীবীদের বিল মিটাইতে প্রতি বছরে রাজ্য সরকারের ব্যয় হয় প্রায় তিন কোটি টাকা। রাজ্য সরকারের দীর্ঘদিনের প্রচলিত প্রথা ভাঙ্গিয়া নতুন ক্যাডার সার্ভিস কি আগামী দিনে সমস্যা ডাকিয়া আনিবে না? সরকারী আইনজীবীরা সরকারী কর্মচারীর মতোই ভূমিকা পালন করিবেন। যে সরকার ক্ষমতায় আসিবে সেই সরকারেরই কাজ করিবেন। এক্ষেত্রে সমস্যা হইবার তো কথা নহে। রাজ্যের নতুন সরকার এক্ষেত্রে কতখানি অগ্রণী হইতে পারিবেন এবিষয়ে সংশয় সন্দেহ নাই এমন বলা মুশকিল। রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই সংস্কারের যে উদ্যোগ নেওয়া হইতেছে তাহার সুফল কতখানি তাহা আগামী দিনগুলিতেই বলা যাইবে।

রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা যদি লক্ষ্য হয় তাহা হইলে রাজ্য সরকারকে আইনের সঙ্গে জড়িতদের বিষয়ে আধুনিক ও বাস্তাব সম্মত পদক্ষেপ নেওয়াই বড় কথা। লক্ষ্য করা গিয়াছে, পুলিশ ও সরকারী আইনজীবীর অদক্ষতার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধীরা ছাড়া পাইয়া যায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের বহুমুখী পদক্ষেপের কারণেই বিঘ্নিত হয়, চ্যালেঞ্জ হয়। সেখানে সরকারের মূল লক্ষ্য জনকল্যাণের ক্ষেত্রে গৃহীত কর্মসূচী ইত্যাদির ক্ষেত্রে আইনের সঠিক পথ খুঁজিয়া নেওয়াই বড়। রাজ্য সরকার সরকারী আইনজীবী নিয়োগে ক্যাডার সার্ভিস চালুর চিন্তা ভাবনাকে স্বাগতই জানাইতে হয়। আইনের শাসন ও আইন রক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী আইনজীবীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সরকারী আইনজীবীদের ক্যাডার সার্ভিসভুক্ত করিলে রাজ্যে আইন ও আদালতের ইতিহাসে নতুন নজীর গড়িবে সন্দেহ নাই।

কারা ভাল মানুষকে খারাপ করছেন বোঝা উচিত, তাপস পালের মৃত্যুতে প্রতিক্রিয়া দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অভিনেতা তথা তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ তাপস পালের মৃত্যুতেও অব্যাহত রইল রাজ্য কেন্দ্রের কোন্দল। একদিকে যখন তাপস পালের মৃত্যুতে সিবিআই তদন্তকে দায়ী করেছে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ঠিক তখনই অপরদিকে এই অভিনেতার মৃত্যুর জন্য তৃণমূলের রাজনীতিকে দুষলেন বঙ্গ বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

মঙ্গলবার ভোর চারটে নাগাদ মুম্বইয়ের হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জীবনাবসান হয়েছে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা তাপস পালের।মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর । মঙ্গলবার বিকেলে কলকাতায় নিয়ে আসা হবে অভিনেতার মরদেহ।

বুধবার রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে অভিনেতা তাপস পালের। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ মুম্বই থেকে কলকাতায় আনা হবে অভিনেতা তাপস পালের মরদেহ।

তাপস পালের মৃত্যুতে শোক বার্তা জানিয়ে ফের ঘাসফুল শিবিরকে একহাত নিলেন দিলীপ ঘোষ। তিনি জানান, 'তাপস পাল অসময়ে অভিনয় ছেড়ে দিলেন। অসময়ে চলে গেলেন। কিভাবে তাঁর তার মৃত্যু হল যে কষ্ট তিনি পেলেন যাদের সঙ্গে তিনি মিশতেন তাদের জন্যই আজ তাঁর এই অবস্থা হল'। দীলিপবাবু আরও বলেন, 'তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার দেখে সাধারণ মানুষের শিক্ষা নেওয়া উচিত যে এখানে কারা রাজনীতি করছেন। বোঝা উচিত সকলের কারা ভাল মানুষকে খারাপ করছেন।'

বলা যায় বকলমে রাজ্য বিজেপি সভাপতি তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে টাকা তছরুপের অভিযোগকেই ফের একবার সামনে আনলেন।

উল্লেখ্য রোজভ্যালি কাণ্ডে ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে গ্রেফতার হয়েছিলেন তৎকালীন তৃণমূল সাংসদ তাপস পাল। ২০১৮-র ফেব্রুয়ারিতে রোজভ্যালি মামলায় তিনি জামিন পান। তবে এরপর থেকে অবশ্য তাঁকে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে আর দেখা যায়নি। গত লোকসভা নির্বাচনেও প্রার্থী হননি তিনি।

প্রশান্তকে জেড ক্যাটেগরির নিরাপত্তা কেন, টুইটারে প্রশ্ন সুজনের

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোরকে জেড ক্যাটেগরির নিরাপত্তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতর। প্রশান্তকে জেড ক্যাটেগরির নিরাপত্তা দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী। টুইট করে রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনাও করেছেন সুজন চক্রবর্তীউ মঙ্গলবার সুজনবাবু টুইটারে লিখেছেন, ''প্রশান্ত কিশোরকে কি জেড ক্যাটেগরির সুরক্ষা দেওয়া হচ্ছে? তাও আবার রাজ্য সরকারের টাকায়? কেন? এর সঙ্গে তো বাংলার সাধারণ মানুষের কোনও সম্পর্ক নেই। এটা কি অমিত শাহর জন্য করা হয়েছে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্য কি একজন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন! অত্যন্ত শোচনীয়!''

উল্লেখ্য, প্রশান্ত কিশোর এখন এ রাজ্যে শাসক তৃণমূলের নির্বাচনী পরামর্শদাতা। লোকসভা ভোটের পর থেকে তৃণমূলের এই কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। মাস ছয়েক তাঁর পরামর্শেই রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মসূচি চালাচ্ছে তৃণমূল। তাঁর নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করেই পুলিশ থেকে এই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে সরকারি সূত্রের খবর। পরামর্শদাতা হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরেই তিন বিধানসভা আসনের উপ-নির্বাচনে শাসকদলকে জয় এনে দিয়েছেন দেশের অন্যতম সফল ভোট কুশলী। তৃণমূলের আশঙ্কা, রাজ্যে আগামী বিধানসভা ভোটের আগেই আক্রান্ত হতে পারেন তিনি। এমনকি প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তাই কোনও ঝুঁকি না নিয়ে তাঁকে বিশেষ নিরাপত্তা দিতে চলেছে রাজ্য।

কেজরিওয়ালের রাজনীতির এক নতুন ধারা

অপূর্ব দাস

দিল্লী খুদে হাফ রাজ্য (পুলিশ, আমলার ওপর নিয়ন্ত্রণ ও জমির অধিকার নেইঃ হলেও অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গদিচ্যুত করে শাসন হাতে নিতে বিজেপি সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়েছিল। কিন্তু তাদের স্বপ্ন অধরা থেকে গেলে বাইশ সাল পরও। অথচ আট মাস আগেও লোকসভা ভোটে শাসক দল আম আদনি পার্টিকে রাজধানীতে মাথা তুলে দাঁড়ানোর সুযোগই দেননি নরেন্দ্র মোদি। দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন থেকে রাজনীতির ময়দানে পা রাখা প্রাক্তন আমলা তখন মোদিজ ঝড়ে উড়ে যাওয়ার দাখিলহন। যেমন পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপি তৃণমূলের মুঠো থেকে ১৮টা আসন ছিনিয়ে নেওয়ায় গেল গেলে রব ওঠে। সে সময় কেজরিওয়াল ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভা ভোটে বিপর্যস্ত হয়ে কারচুরি অভিযোগ তুলে ব্যালট পেপার ফিরিয়ে আনার জন্য আন্দোলনের ডাক দেন। নির্বাচন কমিশনেও দরবার করেন। এখন আর ইভিএম নিয়ে কোনও সাড়াশব্দ শোনা যাচ্ছে না। বিজেপির মতো বিশ্বের বৃহত্তম দলকে হারাতে 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য' পথেই কার্যসিদ্ধি করলেন কেজরিওয়াল।

যদিও মোদি শাহের অপ্রতিরোধ্য জুটি থেকেই টের পান লড়াইটা সহজ হবে না, তাই তাঁরা ফাঁদ পাতেন কেজরিওয়ালকে বেকায়াদায় ফেলতে। বুঝতে পেরেছিলেন কেজরিওয়ালকে উস্কে দিয়ে বেফাঁস কিছু বলাতে পারলে তাঁর সাধের বাগান ঘেঁটে ঘণ্ট হবে। দক্ষ যোদ্ধার মতো বিজেপির মতে াবড় দলের সঙ্গে টক্কর নিয়ে শত্রুপক্ষের পাতা ল্যান্ডমাইনে পা দেননি কড়গপুর আইআইটির প্রাক্তনী। সযত্নে এড়িয়ে গেছেন সিএএ বিতর্ক, শাহিনবাগ অবরোধ, দিল্লী ও জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষোভ ও হাঙ্গামা। তিনি ওসব পুলিশের সামলানোর দায়িত্ব বলে দায় সেরেছেন। আর পুলিশ তাঁর অধীন নয়, কেন্দ্রে। ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর তাঁকে সামলেসুমলে থাকতে বলে অনেক ক্ষেত্রে টেনে ধরে ফাঁদ থেকে বাঁচান। মোদির প্রবল জনপ্রিয়তা বুঝে তাঁর সম্পর্কে একটি শব্দও উচ্চারণ করতে মানা করেন। কেজরিওয়াল অক্ষরে অক্ষরে সেই পরামর্শ পালন করেছেন। কানে তুলো দিয়ে বিজেপির ব্যক্তিগত কুৎসার পাল্টা জবাবে বিনয়ের রাস্তা ধরেন, কেজরিওয়ালকে যখন জঙ্গি আখ্যা দেয় বিজেপি তখনও তিনি কাজ দেখে বিচার করার আবেদন রেখেছেন।

লোকসভা ভোটে বিজেপি ৫৬ শতাংশ ভোট পেয়ে দিল্লির ৭টি আসনই দখল করে নেয়। ৭০টি বিধানসভার মধ্যে ৬৫টিতে এগিয়ে থাকে বিজেপি, বাকি ৫টিতে কংগ্রেস। তৃতীয় স্থান চলে যায় আপ। কেন্দ্রে একটা মজবুত সরকার থাকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই মোদিকে ঢেলে সমর্থন দিতে কার্পম্য করেননি ভোটাররা। মোদির প্রচার কৌশলও ছিল অব্যর্থ, ক্যারিশ্মাও। তাঁকে আক্রমণ করে জেকরিওয়াল নিজের পায়ে কুড়ুল মারেন তখন। লোকসভা ভোট ও বিধানসভা ভোটের মধ্যে চিরকালই পার্থক্য থাকে। এর আগে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ভোটেও একই কারণে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি সব আসনে জিতলেও বিধানসভায় পর্যুদস্ত হয়। রাজ্যের ভোটে মানুষ নিজেদের ছোটখাটো পাওনা, শান্তিতে থাকা, স্বাচ্ছন্দের খতিয়ান কষে। বিহারে নীতীশ কুমার কিংবা ওড়িশায় নবীন পট্টানায়ক একই কারেণ মানুষের মন জয় করেছেন। কেই জেতে দিয়েথুয়ে কেউ জেতে কৌশলে। ভোটারের মন জয়ের জাদুকাঠি হল দক্ষ সুশাসন ও সুষ্ঠু নাগরিক পরিষেবা দেওয়া। কেজরিওয়াল লোকসভার ভোট থেকে শিক্ষা নিয়ে স্ট্র্যাটেজি পাল্টে ফেলেন। অবশ্য এ ব্যাপারে ভোটগুরু প্রশান্ত কিশোরের হাতযশ রয়েছে। একইরকমভাবে ম্যাজিক পথ ধরেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরাসরি সংঘাত নয়, কৌশল করে বিবাদ এড়িয়ে মানুষের আস্থা অর্জন করার কায়দা। ভাবাবেগ জাগিয়ে পরিষেবাকে সামনে ধরে নিজেকে কাছের মানুষ ও ঘরের ছেলে বলে তুলে ধরা। এই কেরামতিই কাজে দিয়েছে কেজরিওয়ালের। পোড়খাওয়া রাজনীতিক না হলেও দেশের রাজধানীতিতে একটা নতুন ধারা প্রবর্তন করতে চেয়েছে তিনি। তাঁর রাজনীতির বয়স এক দশকও নয়। কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টির জন্ম সমাজকর্মী আন্না হাজারের সংস্পর্শ থেকে বেরিয়ে আসার পর। দুর্নীতি বিরোধী মুখ হিসেবে নিজেও তাঁর দলের ভাবমূর্তি তৈরি করতে রাজনীতির ময়দানে ঝাঁপান। কংগ্রেস ও বিজেপির সঙ্গে টক্কর দিয়ে তাঁর এক সময়ের সহযোদ্ধাদের হাত থেকে দলের প্রতীক ঝাঁটা হাতিয়ে মোদি অমিতের মতো ঝানু দাপুটে নেতাদের ঘোল খাওয়ানোর কৌশল আয়ও করে ফেলেছেন অনায়াসে যা কিনা অন্য রাজনীতিকদের কাছে ঈর্ষণীয় হতে পারে। নাগরিকত্ব ইস্যুতে বিজেপির ধর্মীয় বিভাজনের প্রয়াস এবং হিন্দুত্ব তাসে ভোট সমীকরণের চেষ্টাকে বরবাদ কারে দিয়ে তিনি যে জয়ডঙ্কা বাজালেন তার প্রকৃত কারণ নিহিত রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কাজের সাফল্যে। কাজের মানুষ হিসাবে গত পাঁচ বছরে মানুষের মন জয় করেছেন বিশেষত নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের সুষ্ঠু সরকারি প্রশাসন ও পরিষেবা দিয়ে। বিনামূল্যে বা সস্তায় বিদ্যুৎও জল, মহল্লা ক্লিনিকে ওষুধ ও চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করা, সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াত, নিরাপত্তার জন্য বাসে মার্শাল নিয়োগ ও রাস্তায় সিসি ক্যামেরা বসানো, সরকারি স্কুলে বিনামূল্যে উন্নত পড়াশোনার ব্যবস্থা ও বেসরকারি স্কুলের

বর্ধিত বেতন কাঠানো সহ একাধিক কাজের সুবাদে তিনি দিল্লীবাসীর চোখে হিরো হয়ে ওঠেন। এসব দানখয়রাতের জন্য কোষাগারের তহবিল কমেছে, প্রকৃত উন্নয়নের কাজে কিছুটা টান পড়েছে এবং তার জন্য বিরোধী পক্ষের তোপের মুখে পড়েছেন কেজরিওয়াল, কিন্তু আখের তা কাজ দিয়েছে। ফের পাঁচ বছর মেয়াদি কুর্সি নাগালে এসে গেছে। কৌশলগত অবস্থান নিয়ে সিএএ সম্পর্কে মধ্যপন্থা নেন, নরম হিন্দুত্ব লাইন ধরেন। কংগ্রেসকে প্রতিপক্ষ বলে পাত্তা না দিয়ে বিজেপির সঙ্গে পাঙ্গা নিতে তাদের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার মতো কেউ নেই বলে চ্যালেঞ্জ ছোড়েন। এসকময় তাঁর অ্যাজেন্ডা ছিল কেন্দ্র তথা মোদি শাহের বিরুদ্ধে লাগাতার বিরোধিতা করা। সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের প্রমাণ চাওয়া, মোদিকে মানসিক রোগী ও কাপুরুষ বলে তোপ দেগে তাঁকে কাজ করতে দিচ্ছেন না বলে অভিয়োগ করতেন নিত্যদিন।। কিন্তু গত কয়েকমাসতিনি নিজেকে আমূল পাল্টে মোদি বিরোধিতা থেকে সরে আসেন। তাঁকে ডায়াবেটিক ওষুধ ও ইনসুলিন নিতে হয় চারবার এবং তাঁকে প্রতিপক্ষ জঙ্গি বলায় তাঁর বাবা, মা কষ্ট পেয়েছেন বলে সহানুভূতি আদায় করতেও ভোলেননি। তিনি ভোটারদের ওপর বিচারের ভার ন্যস্ত করেন। বয়স্কদের বিনামূল্যে তীর্থভ্রমণের ব্যবস্থা করা হনুমান মন্দিরে গিয়ে হনুমান চালিশা কীর্তিন গাওয়া, মুসলিমদের অনুষ্ঠানে যোগাদানের মধ্যে তাঁর সুকৌশলী পদক্ষেপের ছবি ধরা পড়েছে। তাঁর কৌশলের কাছে বিজেপির বাঘা বাঘা নেতাদের কায়দা বরবাদ হয়ে গেছে। তাই কেজরিওয়ালের জয় যে সুনিশ্চিত তা নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ ছিল না বহু আগে থেকেই।তবুও তিনি ফাঁক না রেখে বৈতরণী পার হতে ছক বেঁধে প্রচারে নেমে তাঁর সরকারের সাফল্য মানুষের ঘরে সবিস্তারে পৌঁছনোর ব্যবস্থা করেন। ব্যক্তিগতভাবে ১৫ হাজার বিশিষ্ট ভোটারেরকাছে চিঠি দিয়ে জনসংযোগ গড়ে তাঁর কাজেরহিসেবে দিয়েছেন। পাঁচ বছরের রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করে বলেছেন, 'ভোট নাম পে আর কাম পে' বেছে নিন আপনারা। অন্যদিকে মরিয়া বিজেপি ২০০ সাংসদ,১১ জন মুখ্যমন্ত্রী, অমিত শাহ, মোদ সহ পুরো নেতৃত্ব ঝাঁপিয়ে পড়লেও আগামী পাঁচ বছর চাঁদের রাজধানীর বুকে গোঁজ নিয়েই কাটাতে হবে। যদিও বিজেপি ভোটে জিতেত কৌশল করে কলোনিগুলিতে বাসিন্দাদের জমির মালিকানা স্বত্ব দিতে আইন পাশ করায়। তবে বিজেপির তুলনায় কেজরিওয়াল পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিতে অনেকটাই এগিয়ে য়ান। গেরুয়া দখল যখন হিন্দুত্ব ও সংখ্যালঘু প্রশ্নে তাঁকে জাঁতাকলে ফেলার ফন্দি করেছে তখন তিনি নরম হিন্দুত্ব লাইন নিয়ে বার বার তিনি কাজের নিরিখে ভোটবিক্ষা করেছেন। তাঁর ফলে আপ ২০১৫ সালের প্রাপ্ত ভোট (প্রায় ৫৪ শতাংশ) অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছে। যদিও ৫টি আসন কমে ৬২ হয়েছে। বিজেপি আদর্শগত অবস্থান বজায় রেখে দলের অ্যাজেন্ডা থেকে বিন্দুমাত্র সরে না এসে ধর্মীয় লাইনে ভোট সমীকরণ ও হিন্দুরাষ্ট্রে লক্ষ্য থেকে না সরে এসে অনেকটা সফল। বিধানসভা ভোটে তেমন ফসল ঘরে তুলতে না পারলেও এবারে ভোটের শেয়ার ৬ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৯ শতাংশ। আসনও ৩টি থেকে বেড়ে ৮টি হয়েছে। বিজেপি কিছুটা জমি পেলেও কংগ্রেস একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সবচেয়ে লজ্জারকথা, কংগ্রেস ৬৬টি আসনে প্রার্থী দিলেও ৬৩ জনের জামানত জব্দ হয়েছে। যে রাজ্যে টানা ১৫ বছর শীলা দীক্ষিতের নেতৃত্বে ক্ষমতায় থেকেছে কংগ্রেস, মাত্র সাত বছরের মধ্যে সাইনবোর্ড হয়ে যাওয়ার দশ্য দেশের সবচেয়ে প্রাচীন সেই দলের। রাহুল গান্ধির নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করতে গিয়ে বেকার যুবকরা ছয় মাস পরে মোদিকে 'ডান্ডা' পেটাবে বলে বেফাঁস সমনত্ব্য করে সব গুবলেট করে ছেড়েছেন। ভোটের হার নেমে হয়েছে মাত্র ৪.২৬ শতাংশ। হারের পর পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে দোয়ারোপের পালা চলছে। পদত্যাগের নাটক হচ্ছে।

পাগলও নিজের ভালমন্দ বোঝে বিজেপিকে ভোকাট্টা করায় কেজরিওয়ালকে শাবাশি দিয়ে পি চিদম্বরম উদ্বাস্থ নৃত্য করায় প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শর্মিষ্ঠা বিনীত সুরে জানতে চান, বিজেপিকে হারাতে কংগ্রেস ছোট দলকে দায়িত্ব দিয়েছে কিনা, তা যদি হয় তো দলের ঝাঁপ ফেলে দিলেই তো হয়। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের রাহুল দশা একনও কাটেনি। নানা রোগ বাসা বেঁধেছে শরীরে কিন্তু দাওয়াই দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। দলীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত নিতে গড়িমসি, ছোটবড় নেতাদের মধ্যে অন্তর্দন্দ্ব ও বসে যাওযা কর্মীদের মধ্যে উৎসাহের অভাব ও জনসংযোগহীনতা অন্যতম ব্যাধি। বিজেপি মনে করে, কংগ্রেস দাগ কাটাতে না পারায় তাদের হাল এতটা খারাপ হয়েছে। ফায়দা লুটেছে আম আদমি পার্টি। সিএএ বিরোধী প্রতিবাদে সংখ্যালঘুদের হয়ে সওয়ালনা করেও,শাহিনবাগে একবারের জন্য না গিয়েও কজরিওয়াল তাঁদের কাছের মানুষ হয়ে উঠেছেন। কংগ্রেসকে বিমুখ করে রক্ষাকর্তা দেওয়াই শ্রেয় মনে করেছে।

বিজেপির মতো বিশাল দল দিল্লির মতো ছোট্ট একটা আধা রাজ্যের দখল নিতে কেন মরিয়া হয়ে উঠেছিল? সিএএ বিরোধিতার জবাব দেওয়া পরপর কয়েকটি রাজ্যে হারের পর প্রতকূল হাওয়ার মুখ ঘোরাতে বিজেপি এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নেয়। এটা ঠিক যে এই রায় মোদির বিরুদ্ধে নয়। মোদির ক্যারিশ্মা এখনও অটুট,তাঁর ধারেকাছে কেউ নেই। সম্প্রতি এক সমীক্ষাতেও এই তথ্য ফুটে উঠেছে। অরবিন্দ কখনই মোদির চ্যালেঞ্জার হয়ে ওঠেননি। তবে সে ধাক্কা দিয়েছেন তাতে অমিত শাহ ভোটকুশলী চাণক্য বলে যে তকমা পেয়েছিলেন সেটা বোধহয় এবার মুছে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। বিজেপি এখন ১৩টি রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় এবং ৪০ শতাংশ ভোটের ভাগীদার। বিজেপির কাছে দিল্লির ভোট একটা শিক্ষা। মোদিকে দেখিয়ে জাতীয় ইস্যু খাড়া করে বিধানসভা ভোটযুদ্ধে জেতা যাবে না। অন্যান্য দলকেও এটা বুঝিয়ে দিয়েছে যে রাজ্যের ভোট জাতীয় স্তরে ভোট এক ছাঁচের নয়। রাজ্যের মানুষও বুঝিয়ে দিয়েছে যে তারা নিজেদের ভালমন্দ বুঝে নিতে চায়। এটা রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে একটা চেতাবনিও এই রায় সিএএ বিরোধিতারও নয়। রাজনীতিতে একটা নতুন ধারা আনার চেষ্টা করেছেন কজরিওয়াল। একটা কৌশল করেছেন যার মধ্যে নরম হিন্দুত্ব ও ধর্মের ছোঁয়া, বোটারদের তুষ্টিবিধান, নিরপেক্ষতা, গান্ধিগিরির বিনম্রতা সব মিলিয়ে একটা সের মকটেল সেই মকটেলে ভোটররা বেশি আকৃষ্ট হয়েছে তুলনায় বিজেপির টোটকা (ব্যক্তিকেন্দ্রিক আক্রমণে , কটুক্তি, শাহিনবাগ হুমকি) কাজে আসেনি। কেজরিওয়ালকে কেন্দ্র করে ও তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি ধরে রাজ্যে পরিষেবা দিতে চেষ্টা করবে যা আখের মানুষের জন্য কল্যাণকর হবে। রাজনীতিতে কাদা ছোড়াছুড়ি কমতে পারে। তার জেরে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের রাজনীতিতে আমদানি হতে পারে নতুন নীতি, অভ্যুদয় হবে নবদিগন্ত যেখানে জাতপাত, ধর্মান্ধতা, বিভাজন, নির্বাচনী হিংসা সহ কালো দিকগুলি নির্মূর্ল হবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

রাজধানীর ভোট পুরভোটের 'সমতুল'

সুতীর্থ চক্রবর্তী

দিল্লী বিধানসভা ভোটের ফল দেখে দেশের রাজনীতি নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া বড় ভুল হবে। যদিও এই ভোটের ফল প্রকাশের পর রাজনৈতিক মহলেনানা ব্যাখ্যা শুরু হয়েছে। ফলে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে কথাটা বলা শুরু হয়েছিল---মেরুকরণ নয়, মানুষ উন্নয়নের প্রতিই আস্থা দেখাচ্ছেন---এমনকী, এ কথাটা বলাও কতটা উচিত, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। দিল্লীর ভোটকে কোনওভাবে 'সিএএ-এর বিরুদ্ধে গণভোট বলে তকমা দেওয়া কি আদৌ সঠিক হবে?

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দিল্লির ভোট নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। একাধিকবার টুইট করে দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে তিনি জয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। কিন্তু বিজেপির পরাজয়ের কারণে নিয়ে সরাসরি কিছু বলেননি। কেজরির শপথের সময় বারাণসীতে নিজের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে মোদি দিল্লীর ফল -কে ইঙ্গিত করে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন। তিনি জানান, চাপের মুখেও 'সিএএ' বা জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা অর্থাৎ ৩৭০ ধারা লোপের সিদ্ধান্ত থেকে সরকার সরবে না। দিল্লির ফল নিয়ে সরাসরি মুখ খুলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রচারের বিজেপি নেতাদের কারও কারও আক্রমণাত্মক মন্তব্য যে আখের দলের ক্ষতি করেছে, কার্যত সে কথা স্বীকার করেছেন শাহ। তবে শাহও জানিয়েছেন 'সিএএ' থেকে সরে আসার কোনও প্রশ্ন নেই।

দিল্লী ভোটের ফলের পর বঙ্গ বিজেপির মধ্যে প্রচারের কৌশল নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে বলে কোনও কোনও সংবাদমাধ্যমের 'খরব'। এই খবরের কোনও বাস্তবতা রয়েছে কি না, জানা নেই। কিন্তু দিল্লী ভোটের ফল দেখে যদি প্রচারের কৌশল নিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর চেষ্টা করেন, তাহলে যে সেটা হারিকিরির শামিল হবে, তা বলেই দেওয়া যায়। কারণ দিল্লির ভোটকে কোনও 'সিরিয়াস' রাজনৈতিক লড়াই হিসাবে দেখাই ঠিক নয়। এটা ঘটনা যে, গণতন্ত্রে সমস্ত নির্বাচনই রাজনৈতিক লড়াই। কিন্তু প্রতিটি নির্বাচনেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পুরভোট বা পঞ্চায়েত ভোটের সঙ্গে বিধানসভা বা লোকসভা ভোটের সুস্পষ্ট তফাত থাকে। রাজনৈতিক লড়াই ও প্রচার দু'ধরনের ভোটেই হয়। কিন্তু তার মাত্রা ভিন্ন থাকে। পুরভোট বা পঞ্চায়েত ভোটের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রচারে যতটা দৈনন্দিন জীবনাযাত্রার সমস্যা, সরাসরি নানা পরিষেবা পাওয়া না পাওয়ার বিষয়টি প্রাধান্য পায়, ততটা লোকসভা বি ধানসভা ভোটে হয় না। লোকসভা বা বিধানসভা ভোটে রাজনৈতিক দর্শন ও আর্দশ এবং তাকে ঘিরে আবেগের বিষয়টি সবসময় প্রাধান্য পায়। গুণগত বিচারের দিল্লীর বিধানসভা ভোট অনেকটাই পুরভোটের মতো। ফলে এই ভোটের রাজনৈতিক তাৎপর্য বিচার করার আগে সেটা অবশ্যই মাথায়

রাখতে হবে। গুণগত বিচারে দেশের রাজধানীর ভোটকেন পুরভোটের 'সমতুল' বলছি, তার কারণ বুঝতে কোনও বৌদ্ধিক কসরতের প্রয়োজন নেই। দিল্লী এমন একটি রাজ্য, যার পুলিশ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। যে রাজ্যের রাস্তাঘাট তৈরি করে কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতর। দেশে রাজধানী শহর কেন্দ্রিক এই রাজ্যের নিজস্ব অর্থনীতি বলেও সেরকম কিছু নেই। বস্তুত, দেশের রাজধানীতে যাঁরা বাস করেন, তাঁদের আশা ভরাসা, ভাল বন্দ, ভাবনা চিন্তা বহুলাংশে জুড়ে থাকে দেশের শাসকদের সঙ্গে। দিল্লীতে যাঁরা বাস করেন তাঁদের চোখের সামনে সর্বদা কেন্দ্রীয় সরকারের অস্তিত্ব প্রবলভাবে বিরাজমান। রাজ্য সরকার কিন্তু তাঁদের কাছে পুরসভার মতো। দিল্লীবাসীর রাজ্য সরকারের কাছে প্রত্যাশা অনেকটা পুর পরিষেবা পাওয়ার মতো। জল বিদ্যুৎ, মহল্লা ক্লিনিক, স্কুল, বাস মেট্রোয় মহিলাদের ফ্রি ইত্যাদি পরিষেবা সাধারণভাবে পুরভোটের ইস্যু।দিল্লির বিধানসভা ভোটে কিন্তু এসবই কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি তথা আপ এর প্রধান ইস্যু। দিলীবাসী দেশের রাজনীতির কথা ভাবেন। একমাত্র লোকসভা ভোটে। সেই ভোটে কেজরিওয়াল মার্কা রাজনীতি খুঁজে পাওয়া যায় না। (সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

রাত পোহালেই শিব চর্তুদশী। তাই সেজে উঠছে আগরতলা স্থিত শিববাড়ি। ছবি- নিজস্ব।

চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে যেতে জামিন চাইলেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ১৮।।জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় জামিন চেয়ে হাইকোর্টে আবারো আবেদন করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা। জামিন আবেদনে উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে যাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় খালেদা জিয়ার আইনজীবী সগীর হোসেন লিয়ন এ আবেদন করেন।পরে সগীর হোসেন লিয়ন বলেন, উন্নত চিকিৎসার নিতে লন্ডন যাওয়ার যুক্তি দেখিয়ে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া জামিন চেয়ে আবারো হাইকোর্টে আবেদন করেছেন।জামিন আবেদনে যুক্তিতে বলা হয়েছে, খালেদা জিয়া গুরুতর অসুস্থ এবং তার উন্নত চিকিৎসা প্রয়োজন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে তার উন্নত চিকিৎসা হচ্ছে না। তাই জামিন পেলে তিনি উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে যাবেন।তবে এর আগেও চ্যারিটেবল মামলায় ২০১৯ সালের ৩১ জুলাই হাইকোর্টের বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি এস এম কুদ্দুস জামানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন খারিজ করেছিলেন। এরপর তারা আপিল করেন। ওই আপিলও খারিজ করেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ।এরপর ২০১৯ সালের ১৪ নভেম্বর হাইকোর্টের খারিজাদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করেন তার আইনজীবীরা। আপিল বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় ১৪'শ ১ পৃষ্ঠার ওই আপিল আবেদন দাখিল করা হয়। ওই আপিলের শুনানি নিয়ে খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য পরীার প্রতিবেদন চেয়ে আদেশ দেন আপিল আদালত। তবে, শুনানি শেষে খালেদা জিয়ার জামিন মঞ্জুর করেননি আপিল বিভাগ।এর আগে ২০১৯ সালের ৩০ এপ্রিল জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় সাত বছরের দণ্ডের বিরুদ্ধে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার আপিল শুনানির জন্য গ্রহণ করেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে, অর্থদণ্ড স্থগিত এবং সম্পত্তি জব্দের ওপর স্থিতাবস্থা দিয়ে দুই মাসের মধ্যে ওই মামলার নথি তলব করেছিলেন।এরপর ২০ জুন বিচারিক আদালত থেকে মামলার নথি হাইকোর্টে পাঠানো হয়। গত বছরের ১৮ নভেম্বর হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় আপিল করা হয়।

২০১৮ সালের ২৯ অক্টোবর পুরান ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রশাসনিক ভবনের সাত নম্বর কে স্থাপিত ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিচারক মো. আখতারুজ্জামান জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় খালেদা জিয়াকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দেন।

উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে কারাবন্দি বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে বিদেশে নিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) উপাচার্যের কাছে আবেদন করেছেন তার পরিবারের সদস্যরা। গত ১১ ফেব্রুয়ারি দুপুরে খালেদা জিয়ার ছোট ভাই শামীম ইস্কান্দার স্বজনদের প থেকে এ আবেদন করেন।

এদিকে খালেদা জিয়ার জামিনের বিষয়ে সরকারকে 'নমনীয়' হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরকে ফোন করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ওবায়দুল কাদের নিজেই সাংবাদিকদের বিষয়টি জানিয়েছেন।যদিও বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানিয়েছেন তারা খালেদা জিয়ার জামিন চাইলেও প্যারোল নিয়ে কোনো কথা বলেননি।এরমধ্যেই জামিন চেয়ে ফের উচ্চ আদালতে আবেদন করলেন কারাবন্দি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া।

সীমান্তে হতাহতের ঘটনা শূন্যের কোটায় আনতে সরকারকে লিগ্যাল নোটিশ

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ১৮।।বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে হতাহতের ঘটনা শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনার আহ্বান জানিয়ে সরকারের তিন মন্ত্রণালয় ও বিজিবি মহাপরিচালককে লিগ্যাল নোটিশ পাঠিয়েছেন সুপ্রিমকোর্টের এক আইনজীবী।

নোটিশ পাওয়ার সাতদিনের মধ্যে এ বিষয়ে পদপে না নিলে হাইকোর্টে রিট করার কথা জানিয়েছেন ওই আইনজীবী।রোববার ডাক ও রেজিস্ট্রিযোগে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট আশরাফ উজ-জামান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব, প্রতিরা মন্ত্রণালয়ের সচিব, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) মহাপরিচালককে এ নোটিশ পাঠিয়েছেন। নোটিশের বিষয়টি মিডিয়াকে নিশ্চিত করেন আইনজীবী আরিফ হোসেন।

নোটিশ পাঠানোর বিষয়ে আইনজীবী আশরাফ-উজ-জামান বলেন, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রা এবং জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা রায় যথাযথ পদপে নিবে সরকার। সরকারের সংশ্লিষ্টরা এ বিষয়ে পদপে না নিলে হাইকোর্টে রিট করা হবে।এর আগে গত ১০ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. মাহমুদুল হাসান মামুন সীমান্তে বিএসএফের (ভারতীয় সীমান্তরী বাহিনী) হাতে বাংলাদেশি হত্যা, নির্যাতন বন্ধ এবং নিহতের স্বজন ও নির্যাতিতদের জন্য তিপূরণের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন।এতে স্বরাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র সচিব, প্রতিরা সচিব, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) মহাপরিচালকসহ সাতজনকে বিবাদী করা হয়েছে।

আবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নিহতের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকারে'র প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০০০ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বিএসএফের হাতে এক হাজার ১৪৪ বাংলাদেশি নিহত ও ১ হাজার ৩৬৭ জনকে অপহরণ করা হয়েছে।

মানবাধিকার সংস্থা আসকের (আইন ও সালিশ কেন্দ্র) প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বিএসএফের গুলিতে ৩৩ জন ও নির্যাতনে ৫ বাংলাদেশি নিহত হয়েছে।এতে আরও বলা হয়, ভারতের সঙ্গে ছয়টি দেশের সীমান্ত রয়েছে। যুদ্ধ ছাড়া ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সীমান্তে হত্যাকাণ্ড প্রায় শূন্য।

আবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশিদের অপহরণ ও বাংলাদেশের সীমানার অভ্যন্তরে বাংলাদেশিদের গুলি করে বিএসএফ সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৩১ ও ৩২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, 'আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার' ও 'জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা রণ' প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রতিটি নাগরিকের যথাযথ বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। েসেত্র সীমান্তে কোনো বাংলাদেশি অপরাধ করলেও তার আইনগত ও বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

রিটকারী আইনজীবী জানান, আবেদনে সীমান্তে নিহত ও নির্যাতিতদের জন্য যথাযথ তিপূরণ চাওয়া হয়েছে। েএত্র তিপূরণের অঙ্ক নির্ধারণে যুক্তরাষ্ট্র ও লিবিয়ার মধ্যে সম্পাদিত 'লকারবি সেটেলম্যান্ট'র কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেক পরিবারের জন্য ১ কোটি মার্কিন ডলার ও নির্যাতিতদের জন্য ৫০ লাখ ডলার তিপূরণ চাওয়া হয়েছে।

ধূসর তালিকায় থেকে যেতে পারে পাকিস্তান, প্রমাণে সন্তুষ্ট নয় এফএটিএফ

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সন্ত্রাসীদের অর্থ জোগান ও অর্থ জালিয়াতির উপর নজরদারি চালানো আন্তর্জাতিক সংস্থা ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ) দ্বারা পাকিস্তানকে মুক্তি দেওয়া হবে বলে মনে হয় না। সূত্রের খবর এফএটিএফ বর্তমানে পাকিস্তানকে ধূসর তালিকার বাইরে রাখতে অস্বীকার করেছে। মঙ্গলবার ফরাসী রাজধানী প্যারিসে চলা এফএটিএফ বৈঠকে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করা হয়, সেখানে পাকিস্তানকে ধূসর তালিকায় রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয়।

সূত্রের খবর অনুযায়ী বৈঠকে পাকিস্তান তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়ে বিশদ প্রতিবেদন উপস্থাপন করে। বৈঠকে সন্ত্রাসবাদীদের অর্থায়ন বন্ধ করার দাবিতে বেশ কয়েকটি প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছিল, তবে এফএটিএফ তাতে সন্তুষ্ট বলে মনে হয় না। সম্প্রতি ২৬/১১ মুম্বাই হামলার মূল ষড়যন্ত্রকারী হাফিজ মহম্মদ সইদকে দেওয়া ১১ বছরের সাজা এখন পাকিস্তানের একমাত্র আশা। এই বৈঠকে ২০৫টি দেশের ৮০০ এরও বেশি প্রতিনিধি এই বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন। এ ছাড়াও রয়েছে আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংক সহ আরও অনেক বড় বড় সংস্থা। তুরস্ক ও মালয়েশিয়াও ধূসর তালিকা থেকে পাকিস্তানকে বেড় করতে ব্যর্থ হয়েছে। এটি লক্ষণীয় যে এফএটিএফ ২০১৮ সালে পাকিস্তানকে ধূসর তালিকায় রেখেছে। গত বছরের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে এটি ২০২০ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল।

থাইল্যান্ডে ফের বন্দুকধারীর হামলা, নিহত ১ জন

ব্যাংকক, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): থাইল্যান্ডে ফের বন্দুকধারীর হামলা ঊ মঙ্গলবার থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের একটি শপিং মলে এক বন্দুকধারী এলোপাথাড়ি গুলিতে একজন নিহত ও আরও একজন আহত হয়েছেন।

মাত্র ১০ দিনের ব্যবধানে ফের বন্দুকধারীর হামলা থাইল্যান্ডে ঊ স্থানীয় সময় মঙ্গলবার বিকেলে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের সেঞ্চুরি মুভি প্লাজা নামক শপিং মলের ভেতরে একটি বিউটি ক্লিনিকে আচমকা এলোপাথাড়ি গুলি চালায় এক বন্দুকধারী ঊ বন্দুকধারীর এলোপাথাড়ি গুলিতে একজন নিহত ও আরও একজন আহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তি ওই ক্লিনিকের কর্মী বলে প্রাথমিক ধারণা করা হচ্ছে।

ঘটনাস্থলে হামলাকারী অন্তত সাত রাউন্ড গুলি ছুড়েছে বলে জানিয়েছে থাই পুলিশ। তবে হামলাকারীকে পুলিশ আটক করেছে, নাকি পালিয়েছেন সে বিষয়ে কোন তথ্য জানান হয়নি।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ৮ ফেব্রুয়ারি দেশটির সামরিক বাহিনীর সদস্য ৩২ বছর বয়সী জাকরাপাথ থোম্মা থাইল্যান্ডের একটি শপিং মলে এলোপাতাড়ি গুলি চালালে ওই ঘটনায় অন্তত ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন উহানের হাসপাতালের পরিচালক

উহান, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : এবার মারন করোনাভাইরাসের বলি হলেন চিনের উহানের শীর্ষ হাসপাতালের পরিচালক। লিউ ঝিমিং নামের ওই চিকিৎসক এতদিন রোগীদের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করলেও শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে নিজেই হেরে গেলেন।

মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকালে উহান উচাং হাসপাতালের ওই পরিচালক করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যান বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে।

চিনের চিকিৎসা সেবা দিতে গিয়ে কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়েছেন ৩ হাজার ১৯ জন স্বাস্থ্যকর্মী। তাদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনের। চিনের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের (সিসিডিসি) তথ্য অনুযায়ী, কোভিড-১৯ এ সবচেয়ে ঝুঁকিতে রয়েছেন অসুস্থ ও বয়স্ক ব্যক্তিরা। এছাড়া, ভাইরাস আক্রান্তদের ৮০ শতাংশ কেইসই গুরুতর ছিল না।

শেষ খবর পর্যন্ত চিনের মূল ভূখণ্ডে এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় ৭২ হাজার ৪৩৬ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১৮৬৮ জনের। একদিনে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৮৮৬ জন, যাদের মধ্যে ১৮০৭ জনই হুবেই প্রদেশের। নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৯৮ জনের। চীনা কর্তৃপক্ষের মতে, ১২ হাজারেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হওয়ার পর সুস্থ হয়েছেন।

করোনায় ডায়মন্ড প্রিন্সেস ক্রুজ জাহাজে নতুন করে আক্রান্ত ৮৮

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে জাপানের ইয়োকোহামা বন্দরে থাকা ডায়মন্ড প্রিন্সেস ক্রুজ জাহাজে করোনোভাইরাসে নতুন করে আক্রান্ত হল আরও ৮৮জন যাত্রী। ফলে সব মিলিয়ে জাহাজে মারণ এই ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৫৪২। যার মধ্যে ৬ জন ভারতীয় রয়েছে। মঙ্গলবার জাপানের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফ থেকে এমনই জানানো হয়েছে।

জাপানি প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার থেকে করোনায় আক্রান্তদের জাহাজ থেকে নামানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। জাহাজে থাকা প্রত্যেক যাত্রীদের শারীরিক পরীক্ষা শেষ করা হয়েছে। করোনায় সংক্রামিতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে বিলাসবহুল ওই জাহাজে ২৬৬৬ জন অতিথি রয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে ১০৪৫ জন ক্রু। ৩ ফেব্রুয়ারির থেকে জাপানের উপকূলবর্তী শহর ইয়োকোহামায় বন্দরে রয়েছে জাহাজটি। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত থাকবে জাহাজটি। প্রসঙ্গত এই জাহাজের মধ্যে ১৩৮ ভারতীয় নাগরিকও রয়েছে।

শান্তি মিছিলের নামে অশান্তি ! ডিমা হাসাওয়ের যৌথ সমন্বয়রক্ষী সমিতিকে নোটিশ জেলাশাসকের

হাফলং (অসম), ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ সংগঠনগুলিকে নিয়ে গঠিত যৌথ সমন্বয়রক্ষী সমিতির কার্যনির্বাহী সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ জারি করেছেন জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়া।

ডিমা হাসাও জেলাকে দ্বিখণ্ডিত করে পৃথক দুই জেলা ও স্বশাসিত পরিষদ গঠনের দাবিতে গত ১১ ফেব্রুয়ারি ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরাম আহূত অনির্দিষ্টকালের ডিমা হাসাও জেলা বনধের নামে হিংসাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। সেদিনের হিংসার পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল ১৭ ফেব্রুয়ারি ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীকে নিয়ে গঠিত যৌথ সমন্বয় রক্ষী সমিতি হাফলং সাংস্কৃতিক ভবন থেকে এক শান্তি মিছিল বের করেছিল। কিন্তু এই শান্তি মিছিল বের হওয়ার পরই তা প্রতিবাদী রূপ নেয়। মিছিলে মাইক ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের উস্কানিমূলক স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে আয়োজকদের বিরুদ্ধে।পাহাড়ি জেলার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীকে নিয়ে গঠিত যৌথ সমন্বয় রক্ষী সমিতি শান্তি মিছিল করার জন্য জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে আগাম অনুমতি নিয়েছিল। জেলাশাসক শোকজ নোটিশে লিখেছেন, ডিমা হাসাও জেলার পুলিশ সুপার বীরবিক্রম গগৈয়ের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সোমবার শান্তি মিছিলের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শান্তি মিছিলের আয়োজকরা তা অমান্য করে প্রতিবাদী মিছিলে পরিণত করেছিলেন শান্তি মিছিলকে। এতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হতে পারতো। তাই আগামী তিনদিনের মধ্যে জেলাশাসক এই শোকজ নোটিশের জবাব চেয়েছেন যৌথ সমন্বয় রক্ষী সমিতির কার্যনির্বাহী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কাছে।শোকজ নোটিশে জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়া আরও লিখেছেন, জেলা প্রশাসনের অনুমতিকে অবজ্ঞা করে শান্তি মিছিলের বদলে প্রতিবাদী মিছিল করার জন্য আপনাদের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসন কেন আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না, আগামী তিনদেনের মধ্যে জানান।

ট্রাম্পের সফরের আগে কান্ডলায় স্যাটেলাইট ফোন বাজেয়াপ্ত

আহমেদাবাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প দুইদিনের সফরে আহমেদাবাদ সফরে আসবেন। সেই জন্য গুজরাটের উপকূলবর্তী এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। এরই মধ্যে কান্ডলা বন্দর থেকে একটি স্যাটেলাইট ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এরপরে এটিএস সহ অন্যান্য তদন্তকারি এজেন্সিগুলি রাজ্য পুলিশের সঙ্গে একযোগ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ছয়ের পাতায়

করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণ করার জন্য চিন যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছে, দাবি সুন উইডং

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : করোনাভাইরাস চিন সহ গোটা বিশ্বের কাছে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এই ভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে পুরোপুরি নির্মূল করা যাবে। মঙ্গলবার রাজধানী দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমন জানিয়েছেন ভারতে নিযুক্ত চিনের রাষ্ট্রদূত সুন উইডং।

এদিন দিল্লির চিনে দূতাবাস চত্বরে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে চিনা রাষ্ট্রদূত সুন উইডং বলেন, এই মহামারীকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য চিন যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছে। জনগণের সহযোগিতায় সরকার এই রোগকে নির্মূল করতে পারবে। হুবেইয়ের বাইরে চিনের বাকি অংশে আক্রান্তের সংখ্যা কমছে। চিকিৎসকেরাও সাফল্য পাচ্ছে। চিকিৎসা সাড়া দেওয়ার হার ১.৩ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮.২ শতাংশ। ১২ হাজারের অধিক মানুষ করোনাভাইরাস থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে। তাদেরকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

করোনার প্রভাবে চিনের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, করোনাভাইরাসের দাপটে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ছোট, মাঝারি এবং পর্যটন শিল্প। বর্তমানে চিনের আর্থিক পরিস্থিতি কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।

করোনায় মোকাবিলায় চিনে পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছে ভারত। তা নিয়ে চিনা জনমানস যে ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞ তা ব্যক্ত করেছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে চিনা রাষ্ট্রদূত জানিয়েছেন, 'ভারত যে ভাবে চিনের পাশে দাঁড়িয়েছে।তাতে ডাঃ কোটনিস কথা মনে পড়ে গিয়েছে।'

করোনার উৎপত্তিস্থল কোথায় তা নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, করোনা নিয়ে এখনও কিছু অজানা রয়েছে। প্রকৃতি এই ভাইরাস তৈরি করেছে। মানুষ নয়। ভাইরাস বিপদজনক। কিন্তু গুজব তার থেকে ভয়াবহ জিনিস।

পিডিপির দায়িত্ব নেওয়ার ইঙ্গিত দিলেন মেহবুবা কন্যা ইলতিজা

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতির কন্যা ইলতিজা মুফতি পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (পিডিপি) দায়িত্ব নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। মঙ্গলবার ভারতীয় মহিলা প্রেস কোর্পসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ইলজিতা বলেন, রাজনীতিতে বিশেষ আগ্রহ নেই তবে আমার মা এবং আমার দাদু এই এই দলে বহু ঘাম-রক্ত ঝড়িয়েছেন। তাই দলের স্বার্থে যে কোনও কাজ করতে প্রস্তুত।

পিএসএর অধীনে মেহবুবা মুফতিকে আটক করার প্রশ্নে ইলতিজা বলেন, এটি কেবল আমার মায়ের ঘটনা নয়, পুরো কাশ্মীরের। কাশ্মীর স্বাভাবিক রয়েছে বলে, যা দেখান হচ্ছে বাস্তব পরিস্থিতি তা নয় ঊ ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের পর থেকে কাশ্মীর সাত মাস ধরে পুরোপুরি স্থবির ছিল। সেখানকার ব্যবসা ভেঙে গেছে, কিন্তু কেউ তাদের কণ্ঠস্বর খুলতে পারে না। সাত মাস ধরে ইন্টারনেট পরিষেবা পুনরুদ্ধার করা হয়নি, তাই আমরা যদি আন্তর্জাতিক আদালতে না যাই, কোথায় যাব?

সেইসঙ্গে মায়ের মুক্তির জন্য প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক আদালতে যাওয়ার হুমকিও দিয়েছেন ইলতিজা ঊ এদিন মাকে হেফাজত থেকে মুক্ত করার জন্য আইনী সাহায্য চেয়ে তিনি জানান, এই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের কড়া নাড়তে পারেন। তবে দেশের বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থায় তার খুব বেশি বিশ্বাস নেই, প্রয়োজন হলে তিনি আন্তর্জাতিক আদালতের কড়া নাড়বেন।

ব্রিটেন থেকে বিদেশী প্রতিনিধি দলের কাশ্মীরে আসা এবং তাঁদের রিপোর্ট নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে ইলতিজা বলেন, সবকিছুই কেন্দ্রীয় সরকারের ভান। সরকার যারা তাদের ভাষায় কথা বলে তাদের সঙ্গে প্রতিনিধি দলেরই পরিচয় করিয়ে দিয়েছে এবং সাধারণ কাশ্মীরি জনগণের আওয়াজ চেপে রাখা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার ইন্টারনেট সেবার জন্য ৫০০ কোটি ব্যয় করার কথা বলছে কিন্তু সেখানে ইন্টারনেট পরিষেবা পুনরুদ্ধার করা হয়নি। মানুষ টুইট করতে পারে না তবে এখন আমি কাশ্মীরে গিয়ে সেখানে টুইট করব এবং সেখানকার মানষের কণ্ঠ হয়ে উঠব।

শিশুপুত্রকে হত্যা করে জেল হাজতে ঘাতক বাবা রাণু

কাটিগড়া (অসম), ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নিজের ঔরসজাত শিশুপুত্রকে হত্যার অভিযোগে কাছাড় জেলার পশ্চিম কাটিগড়ার অন্তর্গত গুমড়া পুলিশ ইনভেস্টিগেশন সেন্টার (পিআইসি)-এর অধীন জালালপুর সংলগ্ন বলেশ্বর গ্রান্টের বাসিন্দা রাণু নায়েককে গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠিয়েছে পুলিশ। গত রবিবার বাবা রাণু নায়েকের হাতে মার খেয়ে মৃত্যু ঘটেছিল বছর ছয়ের শিশুপুত্র রাজ নায়েকের। মঙ্গলবার ঘাতক বাবাকে গ্রেফতার করে শিলচরে বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করেছিল পুলিশ। শুনানি শেষে বিচারক তাকে জেলহাজতে পাঠিয়েছেন।

গুমড়া পিআইসি ইনচার্জ মনোজ রাজবংশী জানিয়েছেন, রবিবার রাতে মৃত্যু ঘটেছিল শিশু রাজ নায়েকের। ঘটনা সম্পর্কে রাজের মায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে পুলিশ অফিসার বলেন, রবিবার রাতে খাবার খেয়ে ঘুমিয়েছিল রাজ। গভীর রাতে বাবা রাণু বাড়ি এসে রাজকে ঘুম থেকে উঠিয়ে ফের তার সঙ্গে ভাত খাওয়ার কথা বলে। বাবার নির্দেশে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘুম থেকে উঠে রাজ ভাত খেতে বসে। এরই মধ্যে বাবা রাণু ছেলের কাছে কোনও এক বিষয়ে কয়েকবার জিজ্ঞেস করলে রাজ উত্তর দেয়নি। তখনই ক্ষেপে গিয়ে এক টুকরা কাঠ দিয়ে রাজকে বেধড়ক মারতে শুরু করে বাবা। কাঠের টুকরোয় লোহা ছিল। ফলে গুরুতর জখম হয় রাজ। এই অবস্থায় জল দিয়ে রাজের শরীর মুছে শুইয়ে দেওয়া হয়। ওই রাতেই রাজ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

সোমবার রাজের মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। এদিকে পিআইসি ইনচার্জ মনোজ রাজবংশী মঙ্গলবার জানান, রাজের মা ঘটনা সম্পর্কে সোমবার এজাহার না দিলেও মঙ্গলবার এক অভিযোগ দায়ের করেন। এজাহারের ভিত্তিতে এক মামলা নিয়ে আজই ঘাতক রাণু নায়েককে গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করা হয়েছিল।

২৬/১১ হামলা নিয়ে গভীর চক্রান্ত করা হয়েছিল দাবি রাকেশ মারিয়ার

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) ২৬/১১ মুম্বই হামলাকে হিন্দু সন্ত্রাসবাদের রূপ দেওয়ার গভীর চক্রান্ত করেছিল লস্কর-ই-তৈবা। এমনকি আজমল কাসভের নাম পাল্টে তারা সমীর দীনেশ চৌধুরী নাম দিয়েছিল। এমনই না জানা তথ্য উঠে এসেছে মুম্বইয়ের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাকেশ মারিয়ার লেখা বই 'লেট মি সেয় ইট নাও'তে।

সদ্য প্রকাশিত এই বইতে প্রাক্তন আইপিএস অফিসার লিখেছেন যে ২৬/১১ মুম্বই হামলার সঙ্গে যুক্ত সকল জঙ্গিদেরই হিন্দু নাম দিয়ে পরিচয় পত্র বানিয়েছিল লস্কর-ই-তৈবা। ধৃত জঙ্গি কাসভের নাম তারা সমীর দীনেশ চৌধুরী রেখেছিল। তার বাড়ি বেঙ্গালুরুতে বলে প্রচার করার চেষ্টা হয়েছিল। এমনকি কাসভের কব্জিতে লাল সুতোও দেওয়া হয়েছিল।

লস্কর-ই-তৈবা চেয়েছিল মুম্বই হামলার সকল জঙ্গি মারা গেলে তাদের হিন্দু বলে চালিয়ে দেওয়াযাবে। কিন্তু তা হয়নি। আজমল কাসভ ধরা পড়ে এবং জানা ওই জঙ্গি পাকিস্তানের ফরিদকোটের বাসিন্দা।

সপরিবারে কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে পাকিস্তানেই মাসুদ আজহার

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সপরিবারে কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে পাকিস্তানেই আছে জৈশ-ই-মহম্মদের প্রতিষ্ঠাতা মাসুদ আজহার ঊ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ইসলামাবাদের দাবি নাকচ করে দিল ভারতীয় গোয়েন্দারা। ভারতীয় গোয়েন্দারা বলছেন, কোথাও উধাও হয়নি মাসুদ আজহার। বরং পাকিস্তানে সপরিবারে কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপেই রয়েছে জৈশ-ই-মহম্মদের ওই চাঁই।

প্যারিসে ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টার্স ফোর্স (এফএটিএফ)-এর বৈঠকের আগে সোমবার পাকিস্তান দাবি করেছিল, জৈশ-ই-মহম্মদের প্রতিষ্ঠাতা মাসুদ আজহারের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ইসলামাবাদের দাবি নাকচ করে দিল ভারতীয় গোয়েন্দারা। ভারতীয় গোয়েন্দারা বলছেন, কোথাও উধাও হয়নি মাসুদ আজহার। বরং পাকিস্তানে সপরিবারে কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপেই রয়েছে জৈশ-ই-মহম্মদের ওই চাঁই।

ভারতীয় গোয়েন্দাদের দাবি, মুম্বই হামলার মূল চক্রীদেরঅন্যতম মারকাজ উসমান ও আলি বাহাওয়ালপুর-করাচি রোডের একটি বাড়িতে রয়েছে। আসলে সেটা জৈশ-ই-মহম্মদের হেড কোয়ার্টার। সেখানেই রয়েছে মাসুদ। ওই জঙ্গি নেতার সঙ্গে রয়েছে তার পরিবারও। তার জন্য কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সুত্র আরও জানিয়েছে যে, বাহাওয়ালপুর ও খাইবার-পাখতুনখোয়া প্রদেশের দু'টি বাড়িতে মাঝে মাঝেই দেখা যায় মাসুদ আজহারকে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

তাপস পালকে জড়িয়ে ধরেই একদিন কেঁদে ছিলেন মাধুরী দীক্ষিত

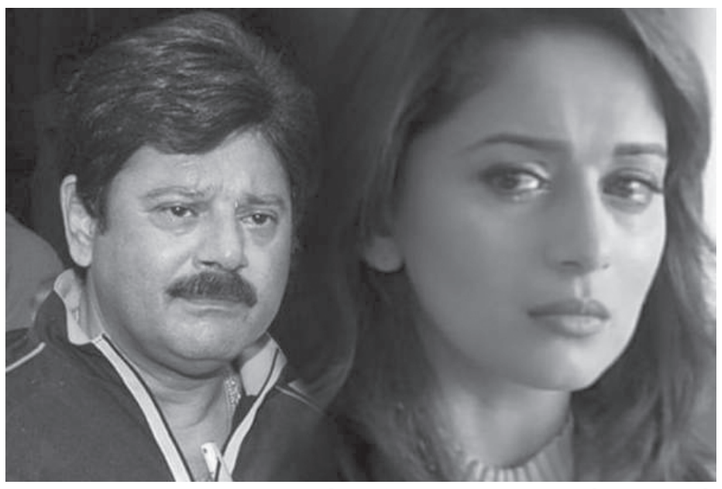

মঙ্গলবার ভোর রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মুম্বইয়ের এক বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। তার পর থেকেই চলচ্চিত্র জগতে শোকের ছায়া। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। বাংলা ছবির জগতে তাঁর অবদান মাপা যায় না। দাদার কীর্তি, গুরুদক্ষিণা, ও সাহেব ছবির জন্য বাঙালির মনে চিরকালের জন্য জায়গায় করে নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ বয়সে যেমন শরীর ভালো ছিল না, তেমনই মানসিক শান্তিও ছিল না। এমনকী, শেষের দিকে ফের অভিনয়ে ফিরতে চেয়ে কাজ খুঁজছিলেন তাপস পাল। জানিয়েছেন পরিচালক অরিন্দম শীল ও অভিনেত্রী ইন্দ্রাণী হালদার। অরিন্দম শীল অভিনেতার ম্যুতে শোক প্রকাশ করে বলেছেন, খুব বড় অভিনেতা ছিলেন উত্তম কুমারের পরে তারকা হিসেবে তাঁকে ধরা যায়। কিন্তু মাস দুয়েক আগে কাজের খোঁজ করে ফোন করেছিলেন। আমি অবাক হয়েছিলাম যে তাপস পালের মতো অভিনেতা আমায় ফোন করে কাজ চাইছেন! অভিনেত্রী ইন্দ্রাণী হালদারকেও কাজের খোঁজ করতে বলেছিলেন তাপস পাল। অভিনেত্রী বলছেন, তাপসদার মতো অভিনেতা চলে যাওয়া বড় ক্ষতি। তিনি একজন ভালো মানুষও ছিলেন। আমাকে বলেছিলেন আবার কাজে ফিরতে চাই। কোনও প্রযোজকের সঙ্গে কথা বলে দেখিস কোনও কাজ আছে কি না। আমি বলেছিলাম, আরে তুমি তাপস পাল। তোমার মতো অভিনেতা দরকার। নন্দিনীদিও ফোন করে বলেছিলেন, দেখ তোর দাদাকে একটু ব্যস্ত করা যায় কি না।প্রসঙ্গত, অভিনয়ের পাশাপাশি রাজনীতিতেও জায়গা করেছিলেন তিনি। বাংলার রাজনীতিতে দু'বারের বিধায়ক, দু'বারের সাংসদ তিনি। আর কোনও বাঙালি অভিনেতা এতটা সাফল্য এখনও দেখাতে পারেননি নির্বাচনী রাজনীতিতে। কিন্তু তার পর "ট্র্যাজেজি নায়ক" হয়েই থাকলেন তিনি।একের পর এক বিতর্কে ক্রমশ "খলনায়ক" হয়ে উঠছিলেন তাপস পাল। প্রচণ্ড মানসিক পীড়াতেই হোক বা শারীরিক কারণে, শেষ দিকটায় অসুস্থও ছিলেন খুবই। ভুবনেশ্বরে দীর্ঘ বন্দিদশা থেকেই সম্ভবত তাঁর মানসিক ও শারীরিক সমস্যা শুরু হয়। স্নায়ুর সমস্যা বেড়েছিল বন্দি থাকাকালীন।১৯৮৬ সালে রাজশ্রী প্রোডাকশনের ছবি "অবোধ"-এ নায়কের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তাপস পাল। বলিউডে তখন স্ট্রাগল করছিলেন আজকের সুপারস্টার ও বলিউডের "ধক ধক গার্ল" মাধুরী দীক্ষিত। তাঁর বলিউডে পা রাখা কিন্তু তাপস পালের হাত ধরেই। "অবোধ" ছবিতে তাপস পালের সঙ্গে জুটি বেঁধেছিলেন মাধুরী। ছবিটি বক্স অফিসে তেমন না চললেও, তাপস ও মাধুরীর জুটি প্রশংসা পায় সমালোচকদে কাছে। এবং বলা হয় তাপস পালের সঙ্গে বলিউডের এই নায়িকার প্রেমও জমে উঠেছিল একটা সময়। ছবি ফ্লপ হয়েছে বলে মাধুরী দীক্ষিত খুব কান্নাকাটিও করছিলেন। সে সময় একদিন তাপস পালের সঙ্গে দেখা হলে তাপস পাল তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে বুঝিয়ে দেন যে এই ইন্ডাস্ট্রীতে এমনটাও হতে পারে। তাতে ভেঙে পড়ার কিছু নেই।প্রয়াত অভিনেতা তাপস পাল। মুম্বই বিমানবন্দরে বুকে ব্যথা অনুভব করেন। তাকে জুহুর হলিক্রস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ভোর ৩:৩৫ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় প্রাক্তন সাংসদের। ৬১ বছর বয়সে প্রয়াত। বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি।দাদার কীর্তি, সাহেব, গুরুদক্ষিণা, অনুরাগের ছোঁয়া, ভালবাসা ভালবাসা, আগমন, মঙ্গলদীপ-সহ তাঁর একাধিক ছবি দর্শকের মন জয় করেছে। ১৯৮০ সালে তাপস পালের প্রথম ছবি। "দাদার কীর্তি" ছবিতে প্রথম অভিনয় করেছিলেন। বলিউডে অভিষেক ১৯৮৪ সালে। মাধুরী দীক্ষিতের বিপরীতে "অবধ"। শেষ ছবি ২০১৩ সালে "খিলাড়ি"।

মোবাইল কী ভাবে কাজ করে?

সাধারণত কল করা, মেসেজ পাঠানো, ছবি শেয়ার করার মতো কাজই ফোনে রোজ করা হয়ে থাকে। এই কাজগুলি করার সময়ে রেডিয়োওয়েভ এবং মাইক্রোওয়েভ নির্গত ও গ্রহণ করে মোবাইল। এই ওয়েভের রেঞ্জ প্রায় ৮০০ থেকে ২৬০০ মেগাহার্টজ। অবশ্য দেশ ও ফোনের নেটওয়ার্কের উপরে নির্ভর করে এই মাত্রার ওঠানামা। এই মাইক্রোওয়েভ থেকেই কিন্তু সমস্যার সূত্রপাত। সহজ ভাবে বলতে গেলে 'বেনীআসহকলা'কে উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। বেনীআসহকলার লালের ওয়েভলেংথ সবচেয়ে বেশি। ফলে তা অনেক নিরাপদ। অন্য দিকে বেগুনির ওয়েভলেংথ কম। ফলে এর প্রভাবে ক্ষতির আশঙ্কা বেশি। আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি থেকে আমাদের শরীরে ক্ষতি বেশি হয়।

সলমনের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন পূজা হেগড়ে

২০২১-এর সলমনের ঈদের রিলিজের মুখ্য চরিত্রে কে আসছে তাই নিয়ে এতদিন জল্পনা ছিলই। অবশেষে খোলসা হল, সলমনের বিপরীতে দেখা যাবে পূজা হেগড়েকে। ঠিকই ধরেছেন মহেঞ্জোদারো খ্যাত পূজা হেগড়ে প্রথমবার জুটি বাঁধতে চলেছেন ভাইজানের সঙ্গে। কভি ঈদ কভি দিওয়ালি-ছবিতে একসঙ্গে দেখা যাবে সলমন-পূজাকে।কভি ঈদ কভি দিওয়ালি-র প্রযোজক সাজিদ নাদিয়াওয়ালা জানিয়েছেন এই খবর। ফারহাদ সামঝি-র পরিচালনায় সলমন খান ও পূজা হেগড়ে রয়েছেন মুখ্য ভূমিকায়। সাজিদ বলেছেন, "হাউসফুল ৪-এর পূজার সঙ্গে কাজ করার পর আমাদের মনে হয়েছে কভি ঈদ কভি দিওয়ালি-র জন্য পূজা একদম ঠিক।"তিনি আরও বলেন, "সলমনের সঙ্গে একটা পূজার প্রথম ছবি, যা গল্পে একটা ঝকঝকে দিক নিয়ে আসবে। স্ক্রিনে অত্যন্ত ভাল এবং কাজের বিষয়ে ও ভীষণ সিরিয়াস।" একটি বিবৃতিতে সাজিদ নাদিয়াওয়ালা বলেছেন, কভি ঈদ কভি দিওয়ালি-র অক্টোবরে শুটিং শুরু হচ্ছে।তিনি লিখেছেন, "জুড়ুয়া শুধুমাত্র সলমনের নয়, বলিউডের জন্যও প্রথম ঈদ রিলিজ। এমনকী আমার পরিচালনায় কিক-ও ঈদে মুক্তি পেয়েছিল। কভি ঈদ কভি দিওয়ালি-র বিষয় এবং ছবিটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ২০২১ এর জন্য ছবিটা করতে পেরে আনন্দিত।"

জানেন কি, অতিরিক্ত লবণ হাড়ের কতটা ক্ষতি করে দেয়!

অতিরিক্ত কোন কিছুই ভালো নয়। আর এটি লবণ খাওয়ার বেলাতেও সত্য। প্রতিদিন শরীরে সামান্যই লবণ দরকার সোডিয়ামের জন্য। সোডিয়াম শরীরের কিছু নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে। তবে অতিরিক্ত সোডিয়াম গ্রহণ দেহের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিদিন পাঁচ গ্রাম লবণ খাওয়াই যথেষ্ট। আর এক চা চামচেই থাকে প্রায় ছয় গ্রাম লবণ। প্রতিদিন পাঁচ গ্রামের বেশি খাওয়া শরীরের জন্য মোটেই সুখকর নয়। অতিরিক্ত লবণ খাওয়ার কতগুলো ক্ষতিকর দিক রয়েছে। আসুন আজ তা আমরা তাহলে জেনে নেই-কিডনির ক্ষতি : শরীরে তরলের ভারসাম্য ঠিকঠাক রাখতে সামান্য পরিমাণ সোডিয়াম গ্রহণই যথেষ্ট। তবে বাড়তি সোডিয়াম কিডনিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ কিডনির ওপর চাপ বাড়িয়ে দেয় এবং কিডনির কার্যক্রম নষ্ট করে।রক্তচাপ বাড়ায় : হৃদরোগ বা কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজের অন্যতম কারণ উচ্চ রক্তচাপ। আর উচ্চ রক্তচাপের অন্যতম কারণ অতিরিক্ত লবণ খাওয়া। অতিরিক্ত সোডিয়াম গ্রহণ রক্তনালিকে সংকুচিত করে দেয় এবং রক্ত প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। এতে রক্তচাপ বাড়ে।পাকস্থলীর ক্যানসার : বেশি পরিমাণে লবণ খাওয়া পাকস্থলীর ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়। এমনকি ওয়ার্ল্ড ক্যানসার রিসার্চ ফান্ড অ্যান্ড আমেরিকান ইন্সটিটিউট ফর ক্যানসার রিসার্চ নিশ্চিত করেছে যে অতিরিক্ত লবণাক্ত খাবার পাকস্থলীর ক্যানসার তৈরি করতে পারে। খাবারে বেশি পরিমাণ লবণ থাকলে এটি পাকস্থলীর ব্যকটেরিয়া হেলিকোব্যাকটার পাইলোরিকে প্রভাবিত করে। এমনকি ক্যানসারের চিকিতসার উন্নতিকেও ধীর গতির করে দিতে পারে বেশি লবণ গ্রহণ।দুর্বল হাড় : অতিরিক্ত লবণ খাওয়া হাড়কে দুর্বল করে দেয়। বেশি লবণ খেলে হাড় থেকে ক্যালসিয়াম কমে যায়। শক্তিশালী হাড়ের জন্য ক্যালসিয়াম খুব জরুরি। ক্যালসিয়ামের অভাবে হাড় দ্রুত ভঙ্গুর হয়ে পড়ে এবং এতে অস্টিওপরোসিস রোগের ঝুঁকি বাড়ে।এ ছাড়া অতিরিক্ত লবণ খাওয়া শরীরের জলের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় ; স্থূলতা ও অ্যাজমার ঝুঁকি বাড়ায়। তাই লবণ কম খাওয়ার পরামর্শই দেন চিকিতসাবিদরা।

এনআরসি, এনপিআর-এর বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ সৌমিত্রর

সিএএ, এনআরসি, এনপিআর-এর বিরুদ্ধে সই করলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেন সৌমিত্র। অনুষ্ঠান শেষে ছাত্ররা তাঁকে জানান, সিএএ-র বিরোধিতায় একটি বোর্ড করা হয়েছে সেখানে সই করতে। ছাত্রদের অনুরোধে সেই বোর্ড সই করেন তিনি। কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতির বিরোধিতা করেন সৌমিত্র। তাঁর মতে, ভারতের সর্বধর্মের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করছে ওই সব নীতি।

আবার আসতে চলেছে মিস্টার ইন্ডিয়া

কাল্ট ফিল্ম "মিস্টার ইন্ডিয়া"কে নিয়ে ট্রিলজি তৈরির পরিকল্পনা করে ফেলেছেন পরিচালক আলি আব্বাস জাফর। এই সুপারহিরো ট্রিলজি প্রজেক্টের জন্য জি স্টুডিয়োর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন তিনি। এই নতুন সুপারহিরো ইউনিভার্স তৈরির নেপথ্য কাহিনি লিখছেন আলি নিজেই। তাঁর নিজের কথায়, 'সকলের প্রিয় এই রকম একটা আইকনিক চরিত্র নিয়ে কাজ করার দায়িত্ব অনেক। স্ক্রিপ্টের প্রথম ড্রাফ ফাইনাল হওয়া এখনও বাকি।' সেটা চূড়ান্ত হয়ে গেলেই শুরু হয়ে যাবে ছবির কাস্টিং, জানিয়েছেন আলি। এর আগে মিস্টার ইন্ডিয়ার চরিত্রে রণবীর সিংহ এবং মোগ্যাম্বোর চরিত্রে শাহরুখ খানের নাম উঠে এসেছিল বিভিন্ন জল্পনায়। শ্রীদেবীর জায়গায় ক্যাটরিনা কাইফের নামও শোনা যাচ্ছিল, যিনি এমনিতেই আলির বেশ পছন্দের। তবে পরিচালক নিজেই তাঁর টুইটে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কাস্টিং এখনও শুরুই হয়নি।মিস্টার ইন্ডিয়া" এমন একটি সিনেমা যেটি এক সময়ে সুপারহিট সিনেমার মধ্যে অন্যতম। এবার এই অন্যতম সিনেমা মিস্টার ইন্ডিয়ার ট্রিলজি তৈরী করার পরিকল্পনা করে ফেলেছে পরিচালক আলি আব্বাস জাফর।জি স্টুডিয়োর সাথে হাত মিলিয়েছেন তিনি সুপার হিরো ট্রিলজি বানানোর জন্য। এই প্রজেক্টের জন্য কাহিনী লিখছেন পরিচালক নিজে খোদ। পরিচালক আলী জানান ,"সবার পছন্দের এমন একটা আইকনিক চরিত্র কে নিয়ে কাজ করা খুবই দায়িত্বসম্পূর্ণ। স্ক্রিপ্টের কাজ এখনও একটু বাকি আছে ,স্ক্রিপ্টের কাজ সম্পূর্ণ হলেই শুরু হবে ছবির ক্যাসিং এর কাজ। বেশকিছু দিন আগে শোনা গেছিল মিস্টার ইন্ডিয়ার চরিত্রে অভিনয় করবেন রণবীর সিংহ। মোগ্যাম্বোর চরিত্রে দেখা যাবে শাহরুখ খানের এবং শ্রীদেবীর চরিত্রে দেখা যাবে ক্যাটরিনা কাইফকে কিন্তু এই কথা শুধুই জল্পনা মাত্র। তবে পরিচালক টুইটারে স্পষ্ট করে লিখেছেন এখনও কাস্টিং এর তিনি দেখুন শুরু করেননি।

কারা কারা পাচ্ছেন পুরস্কার

গত বছরের মত এবারেও কোন রকম উপস্থাপিকা ছাড়াই হয়েছে অস্কারের অনুষ্ঠান। তবে উপস্থাপিকা না থাকলেও চোখ ধাঁধানো মঞ্চ সহ একাধিক তারকা কেনু রিবস, পেনলপি ক্রুজ, জেমস করদেন নজর কেড়েছেন সকলের। এবারের অস্কারের মঞ্চে ইতিহাস রচনা করল কোরিয়ান ছবি প্যারাসাইট। ওই ছবির চিত্রনাট্যকারের দখলে গিয়েছে অরিজিনাল স্ক্রিনপ্লে পুরস্কার। প্রথম বারের জন্য ইংরেজী সিনেমাকে হারিয়ে পুরস্কার পেল কোরিয়ান সিনেমা।পাশাপাশি এই বছরে প্রথম অস্কার জিতলেন অভিনেতা ব্র্যাড পিট। এবারে কার দখলে যাবে এই পুরস্কার তা নিয়ে কলাকুশলী এবং দর্শকদের মধ্যেও ছিল চূড়ান্ত উন্মাদনা। আকর্ষণের তালিকাতে ছিল জোকার, প্যারাসাইট, ম্যারেজ স্টোরি, ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন হলিউডের মত ছবি।

সিদ্ধার্থ জেতায় খুশি নন সলমন, আর বিগবসে দেখা যাবে না সুপারস্টারকে

মুম্বই- টেলিভিশনের সবচেয়ে জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো বিগবস ভাবাই যায় না সলমন খানকে ছাড়া। কিন্তু পরের সিজন থেকে নাকি সঞ্চালকের ভূমিকায় দেখা যাবে না তাঁকে। সলমনের ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর অনুযায়ী, সলমনও মনে করছেন এবারের সিজনে সিদ্ধার্থ শুক্লাকে জেতানোর জন্য পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে।বিগবস ১৩-র বিরুদ্ধে একাধিকবার পক্ষপাতিত্বর অভিযোগ উঠেছে। এমনকী, এই শোয়ের প্রাক্তন সদস্যরাও বলেছেন সিদ্ধার্থ শুক্ল যে জয়ী হবেন তা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। এবার সেই একই অভিযোগ নাকি সলমনের তরফ থেকেও। উইকেন্ড কা বার-এও এই নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন সলমন।পিঙ্কভিলার কাছে সলমনের এক ঘনিষ্ঠ সূত্র জানাচ্ছেন, সলমন খান মনে করছেন এবারের গোটা সিজন জুড়ে সিদ্ধার্থ শুক্লার জেতানোর জন্য পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে। এমনকী, সিদ্ধার্থকে বিজেতা ঘোষণা করা নিয়ে নাকি চ্যানেলের উপরেও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন সুপারস্টার। আর তাই ১২ টা বেজে যাওয়ার পরে বিজেতা কে, তা ঘোষণা করা হয়েছে। আর তাই সলমন পরের সিজন থেকে এই শোয়ের অংশ হবেন না।তবে এই প্রথম নয়। এর আগেও শোনা গিয়েছিল, সলমন খান এই শোয়ের অংশ থাকতে চান না। তবে সিদ্ধার্থ শুক্লার জয় নিয়ে খুশি নন অনেকেই। এমনকী, কালার্স টিভিরই এক কর্মী ফেরিহাও দাবি করেন আসিম ও সিদ্ধার্থ একই পরিমাণ ভোট পেলেও সিদ্ধার্থকেই জয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। যদিও কালার্স টিভি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং জানিয়েছে ওই তরুণী তাদের সংস্থার অংশ নন।

শরীরে বিভিন্ন জায়গার তিলের মাহাত্ম্য

তিল নিয় জ্যোতিষ বিজ্ঞান বলছে, শরীরে বিভিন্ন জায়গায় তিলের মাহাত্ম্য ভিন্ন। কোনওটি শুভ। আবার কোনওটি অশুভ। জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত। খনার বচনেও তিলতত্ত্বের উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়, পুরুষের শরীরে ডান দিকে ও মেয়েদের শরীরে বাঁ দিকে তিল থাকা শুভ।কোনও ব্যক্তির শরীরে ১২টির বেশি তিল থাকলে তা অশুভ ইঙ্গিত দেয়। অজীবনে সুখ-শান্তি থাকে না সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের। পদে পদে অর্থকষ্টে পড়তে হয়। আপনার ভ্রু-তে তিল আছে? খেয়াল করে দেখুন। ডান ভ্রুতে তিল থাকলে দাম্পত্য জীবন ভালো হয়।বাঁ ভ্রুতে তিল থাকলে দাম্পত্য কলহ বাঁধে। তবে ভ্রু-তে তিল থাকার একটি শুভ লক্ষণ হল, এঁরা প্রায়ই ভ্রমণ করেন।মাথার মাঝখানে তিল থাকা ভালোবাসার প্রতীক। ডান দিকে তিল থাকলে সেই ব্যক্তি কোনও একটি বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। যাঁদের মাথার বাঁ দিকে তিল আছে তাঁরা অর্থের অপচয় করেন। মাথার ডান দিকের তিল ধন ও বুদ্ধির চিহ্ন। বাঁ দিকের তিল নিরাশাপূর্ণ জীবনের ইঙ্গিত দেয়।যাঁদের চোখের মণিতে তিল থাকে, তাঁরা ভাবুক হন এবং সৃষ্টিশীল হন। ডান চোখের মণিতে তিল থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিচারধারা উচ্চমার্গের হয়।চোখে পাতায় তিল আছে? যদি ডান পাতায় তিল থাকে, তাঁরা অনেক বেশি সংবেদনশীল হন।কানে তিল থাকা ব্যক্তি দীর্ঘায়ু হন। স্ত্রী বা পুরুষের মুখমণ্ডলের আশপাশে তিল থাকলে, তাঁরা সুখী ও ভদ্র হন। মুখে তিল থাকলে ব্যক্তি ভাগ্যে ধনী হন। তাঁর জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী খুব সুখী হন। নাকে তিল থাকলে ব্যক্তি প্রতিভাবান হন এবং সুখী হন। যে নারীর নাকে তিল রয়েছে তাঁরা সৌভাগ্যবতী হন। যাদের ঠোঁটের উপরের দিকে তিল রয়েছে তাদের হৃদয় ভালোবাসায় ভরপুর। এঁদের যৌনইচ্ছে প্রবল হয়। তবে তিল ঠোঁটের নীচে থাকলে সে ব্যক্তির জীবনে দারিদ্র্য থাকে। গালে লাল তিল থাকা শুভ। বাঁ গালে কালো তিল থাকলে, ব্যক্তি নির্ধন হয়। কিন্তু ডান গালে কালো তিল থাকলে তা ব্যক্তিকে ধনী করে।ডান কাঁধে তিল থাকলে সেই ব্যক্তি দৃঢ়চেতা।আবার যাদের বাঁ কাঁধে তিল থাকে তারা অল্পেই রেগে যান। গালে লাল তিল থাকা শুভ। বাঁ গালে কালো তিল থাকলে, ব্যক্তি নির্ধন হয়। কিন্তু ডান গালে কালো তিল থাকলে তা ব্যক্তিকে ধনী করে।ডান কাঁধে তিল থাকলে সেই ব্যক্তি দৃঢ়চেতা।আবার যাদের বাঁ কাঁধে তিল থাকে তারা অল্পেই রেগে যান।

যার হাতে তিল থাকে তারা চালাক-চতুর হন। ডান হাতে তিল থাকলে, তারা শক্তিশালী হন। আবার ডান হাতের পিছনে তিল থাকলে তারা ধনী হয়ে থাকেন। বাঁ হাতে তিল থাকলে সেই ব্যক্তি অনেক বেশি টাকা খরচ করেন। আবার বাঁ হাতের পিছনের দিকে তিল থাকলে সেই ব্যক্তি কৃপণ প্রকৃতির হন।যে ব্যক্তির ডান বাহুতে তিল থাকে তারা প্রতিষ্ঠিত ও বুদ্ধিমান। বাঁ বাহুতে তিল থাকলে ব্যক্তি ঝগড়াটে স্বভাবের হন। তাঁ বুদ্ধিতে খারাপ বিচার থাকে। যাদের তর্জনীতে তিল থাকে তারা বিদ্বান, ধনী এবং গুণী হয়ে থাকেন। তবে তারা সব সময় শত্রুদের কারণে সমস্যায় থাকেন। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে তিল থাকলে ব্যক্তি কর্মঠ, সদ্ব্যবহার এবং ন্যায়প্রিয় হন। মধ্যমায় তিল থাকলে ব্যক্তি সুখী হন। তার জীবন কাটে শান্তিতে।যে ব্যক্তির কনিষ্ঠায় তিল রয়েছে তারা ধনী হলেও জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়। যাঁর অনামিকায় তিল থাকে, তাঁরা জ্ঞানী, যশস্বী, ধনী ও পরাক্রমী হন।যে স্ত্রীর থুতনিতে তিল থাকে তিনি সহজে মেলামেশা করতে পারেন না। এরা একটু রুক্ষ স্বভাবের হন। গলার সামনের দিকে তিল থাকলে ব্যক্তির বাড়িতে বন্ধু-বান্ধবের আনাগোনা লেগে থাকে। গলার পিছনে তিল থাকলে সেই ব্যক্তি কর্মঠ হয়।যে ব্যক্তির কোমরে তিল থাকে, তার জীবনে সমস্যার আনাগোনা লেগেই থাকে। ডান দিকের বুকে তিল থাকা শুভ। এমন স্ত্রী খুব ভালো হয়। পুরুষ ভাগ্যশালী হয়। বা দিকের বুকে তিল থাকলে স্ত্রীপক্ষের তরফে অসহযোগিতার সম্ভাবনা থাকে। বুকের মাঝখানের তিল সুখী জীবনের সঙ্কেত দেয়। যে জাতকের পায়ে তিল রয়েছে তারা অনেক ভ্রমণ করেন। যে ব্যক্তির পেটে তিল আছে তারা খুব খাদ্যরসিক হয়। মিষ্টি তাদের অত্যন্ত প্রিয়।

জয়েন্টের ব্যথা বাড়িয়ে দেয় ৩ টি খাবার

জয়েন্টে ব্যথা বেশ প্রচলিত একটি সমস্যা। আর্থ্রাইটিস ও গাউট জয়েন্টে ব্যথা হওয়ার অন্যতম দুটি কারণ। এ ছাড়া মাসেল স্ট্রেইনস, লিউকেমিয়া, বুরসাইটিস ইত্যাদি সমস্যার কারণে জয়েন্টে ব্যথা হতে পারে।কিছু খাবার রয়েছে, যেগুলো ব্যথাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তাই জয়েন্টের ব্যথা হলে এ খাবারগুলো এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। জয়েন্টের ব্যথা বাড়িয়ে তোলে এমন কিছু খাবারের নাম জানিয়েছে স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইট টপ টেন হোম রেমেডি।১. প্রক্রিয়াজাত মাংস ও লাল মাংসপ্রক্রিয়াজাত মাংস ও লাল মাংসের মধ্যে রয়েছে পিউরিন নামের প্রোটিন। এটি গাউটের লক্ষণকে বাড়িয়ে তোলে।এ ছাড়া প্রক্রিয়াজাত খাবারে এমন কিছু বিষাক্ত পদার্থ রয়েছে, যেগুলো প্রদাহ বাড়িয়ে তোলে। এমনকি মাংস খেলেও শরীরের প্রদাহ বাড়ে। তাই জয়েন্টে ব্যথা হলে এ ধরনের খাবার খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়াই ভালো।এ ছাড়া পরিশোধিত লবণের মধ্যে রয়েছে অ্যাডিডিটিভ ও রাসায়নিক। এগুলো শরীরের তরলের ভারসাম্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পরিশোধিত এর বদলে পিংক সল্ট বা সি সল্ট খেতে পারেন। ক্যালরি থাকার কারণে এটি ওজনকেও বাড়িয়ে তোলে। অতিরিক্ত ওজন জয়েন্টের ওপর চাপ ফেলে এবং ব্যথা বাড়ায়।৩. পরিশোধিত লবণপরিশোধিত লবণকে টেবিল সল্টও বলা হয়। এটি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। বিশেষ করে আপনি জয়েন্টের ব্যথায় ভুগে থাকলে এটি কম পরিমাণে খাওয়াই ভালো।এ ছাড়া পরিশোধিত লবণের মধ্যে রয়েছে অ্যাডিডিটিভ ও রাসায়নিক। এগুলো শরীরের তরলের ভারসাম্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পরিশোধিত এর বদলে পিংক সল্ট বা সি সল্ট খেতে পারেন।

ফিরছে অক্ষয়-ভূমি জুটি

বছর কয়েক আগে "টয়লেট এক প্রেম কথা" ছবিতে দর্শকের মন কেড়েছিল অক্ষয় কুমার-ভূমি পেডনেকর জুটি। তারপর থেকে এই দুই অভিনেতা-অভিনেত্রীকে একসঙ্গে পর্দায় আর দেখা যায়নি। এবার বোধহয় সেই খরা কাটতে চলেছে। তবে এবার ছবির প্রধান চরিত্র ভূমি। তাঁকে যে চরিত্রে দেখা যাবে তার নাম দুর্গাবতী। চরিত্রের নামেই ছবির নাম- "দুর্গাবতী"। ছবিটি একটি স্কেয়ারি থ্রিলার।সম্প্রতি "দুর্গাবতী" ছবির কথা টুইটারে ঘোষণা করেছেন অক্ষয় কুমার। সেখানে প্ল্যাকার্ড হাতে তাঁকে ও ভূমিকে দেখা গিয়েছে। অক্ষয়ের হাতে যে প্ল্যাকার্ডটি রয়েছে, সেখানে লেখা আছে "প্রেজেন্টার"। আর ভূমির হাতে যেটি রয়েছে, সেখানে লেখা "হিরো"। অর্থাত দুর্গাবতীর ভূমিকায় দেখা যাবে ভূমিকে। ছবিটি পরিচালনা করবেন অশোক। পরের বছর জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে শুরু হবে ছবির শুটিং।ভূমি পেডনেকর এখন "পতি পত্নী অউর উয়ো" ছবির প্রোমোশনে ব্যস্ত। ৬ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে ছবিটি। ছবিতে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করবেন কার্তিক আরিয়ান ও অনন্যা পাণ্ডে। ১৯৭৮ সালের "পতি পত্নী অউর উয়ো" ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল। সেই ছবিটিকেই এ যুগের মতো করে বানিয়েছেন পরিচালক মুদ্দাসর আজিজ। অন্য দিকে অক্ষয় কুমারের ছবি "গুড নিউজ" মুক্তি পাবে ২৭ ডিসেম্বর। শুক্রাণুর অদলবদল নিয়ে দুই পরিবারের গল্প উঠে এসেছে ছবিতে। ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশনের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে "গুড নিউজ"। এই ছবিতে অক্ষয়ের বিপরীতে অভিনয় করেছেন করিনা কাপুর খান।

বাবা-মেয়ের নিখাদ সম্পর্কের চিত্রনাট্য "আংরেজি মিডিয়াম"

বৃহস্পতিবারই ইরফান খান ও রাধিকা মাদানের "আংরেজি মিডিয়াম"-এর ট্রেলার প্রকাশ্যে আনলেন নির্মাতারা। করিনা কাপুর খান, দীপক দোবরিয়াল, ডিম্পল কপাডিয়া, রণবীর শোরে, পঙ্কজ ত্রিপাঠী এবং কিকু শারদা অভিনীত এই ছবিতে ইরফান খান ও রাধিকা মাদানের মিষ্টি সম্পর্কের কথাই বলা হয়েছে। ২০১৭ সালে তৈরি "হিন্দি মিডিয়াম" ছবির সিক্যুয়েল "আংরেজি মিডিয়াম" মেয়ের স্বপ্নপূরণের জন্য যে কোনও কিছু করতে রাজি বাবা। ইরফান ও দীপক পর্দায় হাসির ঝড় তুলবেন, যেখানে করিনা কাপুর ও ডিম্পল কিছুক্ষণের পর্দায় উপস্থিতি দর্শকের নজর কাড়বে।"আংরেজি মিডিয়াম"-এ প্রথমবার একসঙ্গে কাজ করছেন ইরফান খান ও করিনা কাপুর খান। পূর্বে আইএএনএস-কে দেওয়া একটি সাক্ষাতকারে করিনা বলেছিলেন, তিনি এই প্রজেক্টটি নিয়ে ভীষণ উত্তেজিত।করিনা বলেছিলেন, "ইরফান মহীরুহ, প্রত্যেকেটা খানের থেকে অনেক ভাল অভিনেতা এবং তিনি আমার কাছে সবথেকে বড় খান। সুতরাং, ইরফানের সঙ্গে অভিনয় করলে আমার অভিনয়ের মাত্রা বাড়াতে হবে। জানি ছোট চরিত্র, কিন্তু সেটা বিষয় নয়। আমি জানি, কতটা উত্তেজিত এবং সত্যিই মুখিয়ে রয়েছি কবে শুরু হবে কাজটা।"হোমি আদাজানিয়ার পরিচালনায় ২০ মার্চ মুক্তি পাচ্ছে "আংরেজি মিডিয়াম"।

শারীরিক সমস্যা ডেকে আনছে মোবাইল

মোবাইলের ফাঁদে বন্দি প্রায় সকলেই। তবে মুক্তির পথও কিন্তু আপনার হাতেই...এমন বাড়ির দৃশ্য খুব অস্বাভাবিক নয়, যেখানে একই ঘরে মা, বাবা, ছেলেমেয়ে সকলেই উপস্থিত। কিন্তু কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। সকলেই যে যার ফোনে ব্যস্ত। এমনকি বাচ্চাদের খাওয়ানোর জন্য হাতে ফোন ধরিয়ে দেওয়াটাও যেন দস্তুর হয়ে গিয়েছে। খেতে খেতে ফোন, হাঁটতে হাঁটতে কানে গান, শুয়ে শুয়ে চোখের সামনে সিনেমা... ইন্দ্রিয় বুঁদ হয়ে আছে মুঠোফোনের মায়ায়। অতিরিক্ত মোবাইলের ব্যবহার কি অজান্তেই অসুখ ডেকে আনছে? তার জন্য আগে ভাল করে জানতে হবে মোবাইলের খুঁটিনাটি।

মঙ্গলবার দক্ষিণী সংস্থার উদ্যোগে আগরতলায় এক র‍্যালী আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

সিবিআই তদন্তের জন্যই অকাল মৃত্যু তাপস পালের, বিস্ফোরক ফিরহাদ

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): অভিনেতা তথা প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ তাপস পালের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করলেন কলকাতা পুরসভার বর্তমান ও প্রাক্তন মেয়ররা। যদিও শোক প্রকাশের মধ্যে দিয়েই কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে আঙ্গুল তোলেন কলকাতা পুরসভার বর্তমান মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তার কথায়, রোজভ্যালি কান্ডের জন্য সিবিআই তদন্তের জেরে তিনি আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং অকালে প্রাণ হারিয়েছেন।

মঙ্গলবার ভোরে মুম্বইয়ের হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জীবনাবসান হয়েছে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা তাপস পালের।মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর । মঙ্গলবার বিকেলে কলকাতায় নিয়ে আসা হবে অভিনেতার মরদেহ। বুধবার রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে অভিনেতা তাপস পালের। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ মুম্বই থেকে কলকাতায় আনা হবে অভিনেতা তাপস পালের মরদেহ।

এদিন তাপস পালের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করার পাশাপাশি ফিরহাদ বলেন, 'রোজভ্যালি কাণ্ডে কেন্দ্রীয় সংস্থা তাপস পালের যেভাবে দিনের-পর-দিন জেরা করেছে তার ফলে অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে এবং শেষ পর্যন্ত অকালে চলে গেলেন এই ভাবেই।' তার আরও অভিযোগ, 'কেন্দ্রীয় সরকারের জঘন্য চক্রান্তের জন্যই তাপস পাল কে অকালে চলে যেতে হল' অপরদিকে, তার এই কথার সমর্থন করেছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। কল্যাণ বাবুর কথায়, 'তাপস শারীরিকভাবে খুব কষ্ট পেয়েছে। রোজভ্যালির ঘটনার পর ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল। ওকে গ্রেফতার করে সিবিআই দিনের পর দিন যেভাবে জেরা করেছে তাতে সে আরও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। একটা মানুষকে চোর বলেছে অথচ তা প্রমাণ করতে পারেনি। ক্রিমিনাল কেস শুরু করে বছরের পর বছর ঝুলিয়ে রেখে যে মানসিক যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছে তার ফলে ওর মৃত্যু হল। বিরোধীরা এখন খুব খুশি হবে ওরা এটাই চেয়েছিল।' অন্যদিকে, বিতর্ক এড়িয়ে শোক জ্ঞাপন করে প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'আমার এলাকা থেকেই প্রথম বিধায়ক হয়েছিলেন তাপস পাল। পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। আমাদের উভয়ের বাড়িতে যাতায়াত ছিল। সবার সঙ্গে মিশতে পারতেনউ সিনেমার অভিনেতা বলে কোনরকম অহংকার ছিল না। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করিউ তাপস পালের মত অভিনেতা মারা যাওয়ায় বাংলা চলচ্চিত্র জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হল।'

গুজরাটে ছাত্রী হেনস্থা কাণ্ডে ভিন্ন সুর মন্দিরের মহন্ত ও কলেজ ট্রাস্টিব

আহমেদাবাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : গুজরাটের কচ্ছ জেলার ভুজের শ্রী শাহাজানন্দ গার্লস ইনস্টিটিউট ঋতুমতী সন্দেহে ৬০ জন ছাত্রীকে হেনস্থা করে কলেজ কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে জনমানসে। পুলিশের কাছে এফআইআর দায়ের করার পর কলেজের অধ্যক্ষ রীতা রানিঙ্গা, মেয়েদের হোস্টেলের রেক্টর রমিলাবেন, কলেজের পিওন নইনাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তাদের গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আদালত অভিযুক্তদের দুইদিনের পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। তদন্তের জন্য সিট গঠন করা হয়েছে। জাতীয় মহিলা কমিশনের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে মন্দিরের মহন্ত এবং কলেজ ট্রাস্টি নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ভূজের স্বামীনারায়ণের সন্ত কৃষ্ণ স্বামী জানিয়েছেন, যদি কোনও ঋতুমতী মহিলা নিজের স্বামীকে যদি খাবার খেতে দেয়, তো পরের জন্মে ওই মহিলা কুকুর হয়ে জন্ম নেবে। তার স্বামীও পরের জন্মে ষাড় হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। তাই রান্না করতে না জানলে নরকে যাওয়ার জন্য তৈরি হও। এটাই শাস্ত্রে বলেছে।

অন্যদিকে, কলেজের ট্রাস্টি প্রবীণ পিন্ডোরিয়া জানিয়েছে স্বাস্থ্য নিয়ে অনুশাসন ছাত্রীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের উপর কোনও চাপ তৈরি করবে না। ধর্মীয় পরম্পরা ছাত্রীরা মেনে নেবে কিনা, তা একান্ত তাদের ব্যক্তিগত বিষয়।

বিগত ৫ বছরে ভারতে দুধের উৎপাদন বেড়েছে ৬.৪ শতাংশ : সরকারি বিজ্ঞপ্তি

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ২০২৫ সালের মধ্যে দুধ প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতা ৫৩.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন থেকে বাড়িয়ে ১০৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন করার প্রচেষ্টা করবে কেন্দ্রীয় সরকারউ এই লক্ষ্যে জেনেটিক উন্নতি এবং বিনিয়োগ ব্যয় হ্রাস করে দুধের উতাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চলছেউ সরকারের একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ভারতে দুধের উতাদন বিগত ৫ বছরে ৬.৪ শতাংশ হারে বেড়েছেউ ২০১৪-১৫-তে যা ছিল ১৪৬.৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন, ২০১৮-১৯-এ তা বেড়ে হয়েছে ১৮৭.৮ মিলিয়ন মেট্রিক টনউ এই উতাদিত দুধের প্রায় ৫৪ শতাংশ বাজারে বিক্রি করার জন্য উপলব্ধ রয়েছে, বাকি ৪৬ শতাংশ স্থানীয় ব্যবহারের জন্য গ্রামাঞ্চলেই রয়েছেউ বিগত ২ বছরে সমবায় খাতে দুধ বিক্রি বেড়েছে ৯ শতাংশ হারে।

পশুপালন ও ডেয়ারি বিভাগ জেনেটিক উন্নতি ও বিনিয়োগ ব্যয় হ্রাস করে দুধ উতাদন বাড়ানোর জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছেউ এছাড়াও দুধের মান উন্নয়নের জন্য সম্প্রতি বিশেষ কর্মসূচিও চালু করা হয়েছেউ সমবায় এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের মধ্যে সমান আর্থিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এই কর্মসূচিকে আরও গতি দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছেউ উন্নত উতাদনশীলতা, বিনিয়োগ ব্যয় হ্রাস এবং উন্নতমানের দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করায় দুগ্ধ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা এবং উপার্জন উভয়ই বাড়িয়ে তুলবেউ ফলে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে দুগ্ধজাত পণ্যের চাহিদা বাড়বেউ এই ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হবে, যা গ্রামীণ আয় বৃদ্ধি করবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।

হোলি পর্যন্ত স্থগিত বিজয় মালিয়ার আর্জি, মার্চ মাসে শুনানি সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): লিকার ব্যারন বিজয় মালিয়ার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশের আবেদনের শুনানি আপাতত স্থগিত সুপ্রিম কোর্টেউ হোলির পর মার্চ মাসে শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্টেউ বিজয় মালিয়াকে পলাতক ঋণখেলাপি হিসাবে ঘোষণা এবং তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর দ্বারা শুরু হওয়া প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন লিকার ব্যারন বিজয় মালিয়া।

মালিয়ার বিরুদ্ধে কিংফিশার এয়ারলাইন্সে আর্থিক অনিয়মের মামলা রয়েছেউ বিজয় মালিয়া প্রথম থেকেই দাবি করে আসছেন, এই মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত সম্পত্তির বাইরে আর কোনও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কোনও আইনি ভিত্তি নেইউ মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে বিজয় মালিয়ার আবেদনের শুনানি হওয়ার কথা ছিলউ কিন্তু, হোলি পর্যন্ত বিজয় মালিয়ার আবেদন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছেউ মার্চ মাসে শীর্ষ আদালতে শুনানি হবে।

২০১৯ সালের ৫ জানুয়ারি বিজয় মালিয়াকে 'পলাতক আর্থিক অপরাধী' আখ্যা দিয়েছিল মুম্বইয়ের দুর্নীতি বিরোধী আদালতউ এরপরই বিজয় মালিয়ার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়উ মুম্বইয়ের ট্রায়াল কোর্টের ওই রায়ের বিরুদ্ধে বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিজয় মালিয়াউ ২০১৯ সালের ১১ জুলাই বিজয় মালিয়ার আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল বম্বে হাইকোর্টউ বম্বে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিজয় মালিয়া।

জামিয়া হিংসায় চার্জশিট পেশ পুলিশের

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : জামিয়া মিলিয়া হিংসা মামলায় দিল্লির সাকেত আদালতে চার্জশিট পেশ করল দিল্লি পুলিশ। চার্জশিটে প্রায় ১০০ জন সাক্ষীর বয়ান রয়েছে।

চার্জশিটে জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও পড়ুয়ার নাম নেই। শার্জিল ইমামের উপর হিংসায় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ চার্জশিটে এনেছে পুলিশ। চার্জশিটে দিল্লির সাকেত আদালতকে পুলিশ জানিয়েছে জামিয়া মিলিয়া হিংসা মামলায় এখনও পর্যন্ত ১৭জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে নিউ ফ্রেন্ডস কলোনীর ৯ জন আর জামিয়া এলাকায় ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই হিংসায় পিএফআইয়ের কি ভূমিকা ছিল তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শার্জিল ইমাম সম্পর্কে বলতে গিয়ে আদালতকে পুলিশ জানায় যে তদন্তে নেমে তারা জানতে পারে শাহিনবাগে শার্জিলের উস্কানিমূলক ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়েই জামিয়া মিলিয়ায় হিংসা সংগঠিত করা হয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৫ ফেব্রুয়ারি হিংসাত্মক পরিস্থিতি তৈরি জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে।

টেকঅফের সময় পাখির ধাক্কা, আহমেদাবাদ-বেঙ্গালুরু গো এয়ার বিমানে আগুন

মুম্বই, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): টেকঅফের সময় পাখির ধাক্কাউ আগুন ধরে গেল বেঙ্গালুরু থেকে আহমেদাবাদগামী গো এয়ার বিমানের ইঞ্জিনেউ কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নিভিয়েও ফেলা হয়, বিমানের সমস্ত যাত্রী এবং ক্রু সদস্যরা নিরাপদে রয়েছেনউ বিমানটিকে পুনরায় রানওয়েতে ফিরিয়ে আনা হয় এবং যাত্রীদের বিমান থেকে নামিয়ে আনা হয়।

গো এয়ার বিমান সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার টেকঅফের সময় আহমেদাবাদ-বেঙ্গালুরু গো এয়ার বিমানের (গো এয়ার ফ্লাইট জি৮ ৮০২) ডানদিকের ইঞ্জিনে ফরেন অবজেক্ট ডেমেজ (এফওডি) হয়উ ফলে হালকা আগুন ধরে যায়উ গো এয়ার বিমান সংস্থার মুখপাত্র জানিয়েছেন, পাখির ধাক্কায় ফরেন অবজেক্ট ডেমেজ (একটি ফ্যান বেলেড ক্ষতিগ্রস্ত) নিশ্চিত করা হয়েছেউ গো এয়ার বিমান সংস্থার ইঞ্জিনিয়াররা বিষয়টি খতিয়ে দেখেছেনউ মুখপাত্র আরও জানিয়েছেন, বিমানের সমস্ত যাত্রী এবং ক্রু সদস্যরা নিরাপদে রয়েছেন।

মন্দির পরিদর্শনের জন্য একটি হিন্দু প্রতিনিধদলকে ভিসা দিল পাকিস্তান

অমৃতসর / চণ্ডীগড়, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : পাকিস্তান সফরের জন্য একটি হিন্দু প্রতিনিধিদলকে ভিসার অনুমোদন দিল নয়াদিল্লিতে অবস্থিত পাকিস্তান হাই কমিশন। এই হিন্দু প্রতিনিধদলটি পাকিস্তানের হিন্দু মন্দিরগুলি পরিদর্শন করবেন। ১৯ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে থাকবে ওই প্রতিনিধদলটি।

যে মন্দিরগুলো পরিদর্শণ করবে হিন্দু প্রতিনিধদলটি তার মধ্যে প্রধান রয়েছে পাকিস্তানের পাঞ্জাবের চকওয়াল জেলার শ্রী কাটরাজ মন্দির যা কিলা কাটাসরাজ নামেও পরিচিত। সোমবারই আতারি-ওয়াগা সীমান্ত দিয়ে ওই প্রতিনিধ দলটি পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। এই প্রতিনিধদলটি পাকিস্তানের হিন্দু পবিত্র ধর্মীয় স্থানগুলিতেও যাবে। ৩টি টি গ্রুপে গেছে ওই প্রতিনিধি দলটি। যার মধ্যে জগমাল দাসের নেতৃত্বে রয়েছে ৪৩ সদস্যের একটি দল, পবন কুমার নেতৃত্বে রয়েছে ৪০ সদস্যের একটি দল এবং আরও ৪৮ সদস্য রয়েছে অন্য একটি দলে।

প্রয়াত বিশিষ্ট অসমিয়া চলচ্চিত্র প্রযোজক প্রাঞ্জল ভরালি

গুয়াহাটি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অসমিয়া চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট পরিচালক প্রাঞ্জল ভরালির জীবনাবসান ঘটেছে। গুয়াহাটির নেমকেয়ার হাসপাতালে মঙ্গলবার ভোর ৫.৪৫ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রাঞ্জল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। বিশিষ্ট প্রযোজকের মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন অসমের শিল্পী-কুশলী সমাজ।

বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন প্রাঞ্জল ভরালি। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, এক কন্যা-সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী। আজ সকালে প্রাঞ্জল ভরালির মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে চলচ্চিত্র এবং শিল্পী সমাজের বহু ব্যক্তি গিয়ে প্রয়াতকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। আজই নবগ্রহ শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত, প্রয়াত প্রাঞ্জল ভরালি জনপ্রিয়া সুরেন চোরের পুতেক, জোনদা ইমান গুণ্ডা, মা তুমি অন্যন্যা, অন্তহীন যাত্রা ইত্যাদি ছবির প্রযোজনা করেছেন।

নাইজেরে শরণার্থীদের খাবার বিলি করার সময় গন্ডগোলের জেরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত ২০

নিয়ামে, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজেরের দিফা শহরে শরণার্থীদের মধ্যে খাবার বিলি করার সময় গন্ডগোলের জেরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল কমপক্ষে ২০। মৃতের মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা ও শিশু বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৫ সালে বোকো হারাম জঙ্গিদের হামলার ফলে নাইজিরিয়ার প্রচুর মানুষ পালিয়ে প্রতিবেশী দেশ নাইজেরের দক্ষিণ-পূর্বে প্রান্ত অবস্থিত দিফা শহরের একটি শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। তারপর থেকে সেখানেই দিন গুজরান করেন তাঁরা। সোমবার পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী নাইজেরিয়ার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত বোরনো প্রদেশের গর্ভনর বাবাগনা উমরা জুলুম ওই শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সেই উপলক্ষে দিফার যুব ও সংস্কৃতি ভবনে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। আর ওই অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে অসহায় শরণার্থীদের মধ্যে খাবার ও টাকা বিলি করা হচ্ছিল। প্রথমে সব ঠিক থাকলেও গর্ভনর চলে যাওয়ার পর আচমকা হুড়োহুড়ি শুরু হয়। এর ফলে পদপিষ্ট হন অনেক মহিলা ও শিশু। পরে তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ২০ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

এপ্রসঙ্গে ওই অনুষ্ঠানের এক উদ্যোক্তা বলেন, আমরা প্রত্যেক শরণার্থীকে খাবার ও ১৫ ইউরো করে দিচ্ছিলাম। তা নিতে কয়েক হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিল। কিছু মানুষ দিফা থেকে ১০০ কিলোমিটার দূর থেকেও এসেছিল। গর্ভনর চলে যাওয়ার পর আচমকা হুড়োহুড়ি শুরু হয়। এর ফলেই মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

হাইড্রোজেন সালফাইড লিকেজেই বিপত্তি, করাচিতে মৃত্যু বেড়ে ৯ জন

করাচি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পাকিস্তানের করাচিতে বিষাক্ত গ্যাস লিকেজ হওয়ার ঘটনায় তদন্তে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। প্রাথমিক তদন্তের পর মনে করা হচ্ছে, হাইড্রোজেন সালফাইড লিকেজের কারণেই মারাত্মক বিপত্তি হয়েছে। গ্যাস লিকেজের ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন আরও ৩ জন, মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯ জন।

সোমবার রাতে করাচি শহরের কেয়ামারি এলাকায় বিষাক্ত গ্যাসের গন্ধে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কমপক্ষে ৫০০ জন। তাঁদের মধ্যে অনন্ততপক্ষে ১০০ জনকে বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চোখ চুলকানো, শ্বাসকষ্টের সমস্যা এবং বুকে ব্যথা অনুভব করতে থাকেন তাঁরা। করাচির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিষাক্ত গ্যাসে মঙ্গলবার সকালে আরও একজনের মৃত্যু হয়। তার আগে সোমবার রাত পর্যন্ত দু'জনের মৃত্যু হয়েছিল। সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। পরিবেশ বিষয়ক উপদেষ্টা মুর্তজা ওহাব জানিয়েছেন, কেয়ামারি এলাকায় হাইড্রোজের সালফাইড ছড়িয়ে পড়ার কারণেই এই বিপত্তি বলে মনে করা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তের পর আমরা এখনও কোনও সিদ্ধান্ত আসতে পারিনি, তবে আমাদের টিম সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে।

আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়েতে যাত্রীবাহী গাড়িতে ধাক্কা বাসের, মৃত্যু ৬ জনের

কানপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের কানপুর নগর জেলায়, বিলহৌর শহরে আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়েতে যাত্রীবাহী গাড়ি এবং বাসের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৬ জনউ এছাড়াও কমপক্ষে ৫ জন গুরুতর আহত হয়েছেনউ সোমবার গভীর রাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছেউ একটি সরকারি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী গাড়িতে ধাক্কা মারেউ সঙ্ঘর্ষের তীব্রতায় গাড়িটি ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়উ দুর্ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান গাড়ির ৫ জন যাত্রী এবং বাসের একজন যাত্রীউ গুরুতর আহত অবস্থায় কমপক্ষে ৫ জনকে উদ্ধার করে বিলহৌর শহরের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, সোমবার গভীর রাতে আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়েতে বাস ও গাড়ির সংঘর্ষ হয়উ ডিভাইডারে ধাক্কা মারার পর গাড়িতে ধাক্কা মারে বাসটিউ বাসটি বিহারের মুজফফরপুর অভিমুখে যাচ্ছিলউ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন গাড়ির ৫ জন যাত্রী এবং বাসের একজন যাত্রীউ মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

করোনাভাইরাসের জেরে দাম বাড়ল প্যারাসিটামলের

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : করোনাভাইরাসের জেরে ভারতের বাজারে দাম বাড়ল প্যারাসিটামলের। তাও একেবারে ৪০ শতাংশ। চিনে এই ওষুধ উৎপাদন বন্ধ। ফলে চিন থেকে আমদানি করার রাস্তা নেই। আর সেই কারণে প্রভাব পড়েছে প্যারাসিটামলের দামে।

শুধু এই ওষুধ নয় দাম বেড়েছে অ্যাজিথ্রোমাসিন ওষুধেরও। তাও এক লাফে ৭০ শতাংশ। ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ জাতীয় অসুখে এই ওষুধ রোগীদের দিয়ে থাকেন বেশীরভাগ ডাক্তারেরা। আর দাম বাড়ার কথা মেনে নিয়েছেন একাধিক ফার্মা কোম্পানিও। মার্চের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পরিস্থিতি উন্নতি না হলে ঘাটতি হতে পারে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ওষুধেরও। এমন আশঙ্কা করছেন অনেকেই।

মার্কিন বাজারে ওষুধের যোগানদাতাদের মধ্যে অন্যতম ভারত। বাজারের প্রায় ১২ শতাংশ ভারতের দখলে। সেখানে চিনের দখলে বাকি অংশ। আর করোনা আক্রমণের জেরে চিনের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করেছে প্রায় গোটা বিশ্ব। যার প্রভাব পড়ছে বাকি ক্ষেত্রে। ইতিমধ্যে এই ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা যথেষ্ট চিন্তার মত। রোজ বাড়ছে মৃতের সংখ্যা।

শার্জিলকে ৩ মার্চ পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ আদালতের

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : জামিয়া মিলিয়া হিংসা কাণ্ডে ধৃত শার্জিল ইমামের জেল হেফাজতের মেয়াদ বৃদ্ধি করল আদালত। তাকে ৩ মার্চ পর্যন্ত জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিল দিল্লি সাকেত আদালত।

মঙ্গলবার শার্জিলের জেল হেফাজতে মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। ফলে এদিন তাকে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পেশ করে পুলিশ। পরে তার জেল হেফাজতের মেয়াদ বৃদ্ধি করে আদালত।

প্রসঙ্গত, এদিন দিল্লি পুলিশের তরফে সাকেত আদালতে চার্জশিট পেশ করা হয়। চার্জশিটে পুলিশ জানিয়েছে জামিয়া মিলিয়া হিংসায় উস্কানি দিয়েছে শার্জিল। শাহিনবাগে নিজের ভাষণে আপত্তিজনক মন্তব্য করার জন্য বিহার থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে যে শার্জিলের ওই ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়েই জামিয়া মিলিয়ায় হিংসা সংগঠিত করা হয়।

সংঘর্ষ-বিরতি ভেঙে আবারও পাক হামলা, পুঞ্চে প্রত্যাঘাত ভারতের

জম্মু, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সংঘর্ষ-বিরতি ভেঙে ফের আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীউ মঙ্গলবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার শাহপুর কিরনি-কসবা সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীউ নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অবস্থিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছাউনির পাশাপাশি সীমান্ত বরাবর গ্রাম লক্ষ্য করেও হামলা চালায় পাক সেনাবাহিনী। শত্রুপক্ষকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীউ এদিনের পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই।প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে পুঞ্চ জেলার শাহপুর কিরনি-কসবা সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টারও নিক্ষেপ করে পাক সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীর ছাউনির পাশাপাশি সীমান্ত বরাবর গ্রাম লক্ষ্য করেও হামলা চালায় পাক সেনাবাহিনী। প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীউ পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নিউ প্রসঙ্গত, বিগত বেশ কিছু দিন ধরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর হামলা চালিয়ে সংঘর্ষবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করছে পাকিস্তানি রেঞ্জার্সরা। পাক হামলায় ভীত-সন্ত্রস্ত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অবস্থিত ভারতীয় নাগরিকরা।

হায়দরাবাদে উড়ালপুল থেকে গাড়ি পড়ে গিয়ে মৃত্যু চালকের

হায়দরাবাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বেপরোয়া গতি ফের কাড়ল প্রাণউ হায়দরাবাদের ভরত নগরে উড়ালপুল থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নীচে পড়ে গেল যাত্রীবাহী একটি গাড়িউ ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির চালকউ এছাড়াও আরও ৫ জন গুরুতর আহত হয়েছেনউ আহতদের উদ্ধার করে গান্ধী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেউ দুর্ঘটনায় নিহত গাড়ির চালকের নাম হল-সোহেলউ তাঁর বাড়ি বোরাবান্দার নেহরু নগরেউ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন সোহেলের ৫ জন বন্ধু।

পুলিশ সূত্রের খবর, মঙ্গলবার ভোররাত ২.৩০ মিনিট নাগাদ উড়ালপুল থেকে নীচে পড়ে যায় এপি১১ আর ৯১৮৯ নম্বরের একটি গাড়িউ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন

ছয়ের পাতায়

মঙ্গলবার ১০৩২৩ শিক্ষকরা ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

দলে ফিরেই কোহলির উইকেট নিতে চাইছেন বোল্ট

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারতের বিরুদ্ধে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ফিরছেন বাঁ হাতি কিউয়ি পেসার। আর প্রত্যাবর্তনেই ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির উইকেট নিতে চাইছেন বোল্ট।

২১ ফেব্রুয়ারির প্রথম টেস্ট ম্যাচের বল গড়ানোর আগে বাঁহাতি কিউয়ি পেসার বলছেন, "কোহলির মত ক্রিকেটারের উইকেট নেওয়ার জন্যই আমি ক্রিকেট খেলতে নামি। ওর বিরুদ্ধে নামার জন্য আমি মুখিয়ে রয়েছি। কোহালি কেমন খেলে তা সবাই জানে। ও সবার থেকে আলাদা।"

ওয়ানডে সিরিজে ব্যাট হাতে হতশ্রী পারফরম্যান্স করেছেন কোহলি। তিন ম্যাচে মাত্র ৭৫ রান করেন তিনি। ওয়ানডে-র বদনাম টেস্টে ঘোচাতে মরিয়া থাকবেন কোহালি। বেসিন রিজার্ভের বাইশ গজে কোহালির পরীক্ষা নেবেন বোল্ট। যিনি বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে ভারতের টপ অর্ডার ভেঙে ছিটকে দিয়েছিলেন কোহালিদের। টেস্টে বোল্টকে কেমন সামলান ভারতীয়রা, তা দেখার অপেক্ষায় ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা।-

এশিয়ান কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতকে প্রথম সোনা এনে দিলেন সুনীল কুমার

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): : এশিয়ান কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম পদক পেল ভারত। এশিয়ান কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে ৮৭ কেজি গ্রেকো রোমান বিভাগে সোনা জিতলেন সুনীল কুমার। তিনি ফাইনালে হারালেন কিরগিজস্তানের আজাত সালিদিনভকে।

সেমি-ফাইনালে কাজাকস্তানের আজামত কুস্তুবায়েভের বিরুদ্ধে দুরন্ত লড়াই করে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিলেন সুনীল। একসময় তিনি ১-৮ ফলে পিছিয়ে পড়েছিলেন। সেখান থেকে অসাধারণ প্রত্যাবর্তন ঘটিয়ে টানা ১১ পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়ে ফাইনালে ওঠা নিশ্চিত করেন তিনি। এরপর ফাইনালেও জয় পেলেন তিনি। গত বছরও তিনি ফাইনালে উঠেছিলেন। কিন্তু তাঁকে রুপো পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। এবার দেশকে সোনা এনে দিলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ২৭ বছর পর গ্রেকো রোমান বিভাগে সোনা জিতলেন কোনও ভারতীয়। এর আগে ১৯৯৩ সালে এই বিভাগে সোনা জিতেছিলেন পাপ্পু যাদব। তারপর এতদিন সোনা অধরাই ছিল ভারতের। আজ সেই খরা কাটল। সেইসঙ্গে এবারের এশিয়ান কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম পদক পেল ভারত।

বদরপুরে দুর্ঘটনাগ্রস্ত টোটো, নেশাগ্রস্ত চালকদের লাগাম টানতে করিমগঞ্জের পুলিশ সুপারের হস্তক্ষেপ দাবি

বদরপুর (অসম), ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর থানা এলাকার ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়েছে। জাতীয় সড়কে বদরপুরঘাট থেকে করিমগঞ্জ অংশে গত মাসখানেকের মধ্যে এখন পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছে বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনা। এর সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গাঁজা-সহ ড্রাগসাসক্ত যুবকদের চালিত ই-রিকশা টোটো দুর্ঘটনার সংখ্যাও।অনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে মঙ্গলবার। গাঁজা সেবন করে এক ই-রিকশা নিয়ে তার চালক দ্রুতগতিতে এসে বদরপুরঘাটে জাতীয় সড়কের পাশে পাল্টি খেয়ে পড়ে। এতে চালকের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত লেগেছে। একটি পা ভেঙে গেছে তার। আহত চালককে কাটিগড়ার বাসিন্দা জনৈক কিয়াম উদ্দিন (২৫) বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তবে তার টোটোয় কোনও যাত্রী ছিলেন না, এটাই রক্ষে।

এদিকে দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে বদরপুরঘাটের স্থানীয় জনতা আহত কিয়ামকে উদ্ধার করে শ্রীগৌরী হাসপাতালে নিয়ে যান। তার অবস্থা সংকটজনক বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার খবর দেওয়া হয় বদরপুর পুলিশকে। খবর পেয়ে ছুটে আসে বদরপুর ট্রাফিক পুলিশ। তাঁরা দুর্ঘটনাগ্রস্ত ই-রিকশা টোটোকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছেন। নিয়ে গেছেন থানায়। ঘটনা সম্পর্কে এক মামলাও রুজু করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে এলাকার জনগণের বিস্তর অভিযোগ, ড্রাগস সেবনকারী ই-রিকশা চালকের দৌরাত্ম্য বেড়েছে বদরপুর এলাকায়।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বর্জ্য সংগ্রহকারীদের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা জরুরী : অরুণাভ মজুমদার

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বর্জ্য যারা সংগ্রহ করছে, তাদের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা একান্ত প্রয়োজন। হাসপাতাল, প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষাগার থেকে তৈরি হওয়া বর্জ্য পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক, তাই সঠিক ভাবে সংগ্রহ সেই সকল বর্জ্য নষ্ট করে দিতে হবে। মঙ্গলবার কলকাতা প্রেসক্লাবে আয়োজিত পরিবেশ সাংবাদিকতা উপর কর্মশালার দ্বিতীয় দিনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই জানিয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের অধ্যাপক অরুণাভ মজুমদার।

এদিন তিনি বলেন বর্জ্য কি করে পৌরসভা সংগ্রহ করবে, তার যাবতীয় নির্দেশিকা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টে আইনে বলা হয়েছে। হাসপাতালে তৈরি হওয়া বর্জ্য সঠিক ভাবে নষ্ট করা হচ্ছে কিনা, তার উপর নজর রাখার দায়িত্ব রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। জেলা থাকায় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কার্যালয়ের আধিকারিকেরা এই নজরদারি চালায়।

পরিবেশ রক্ষা ক্ষেত্রে প্লাস্টিক যে কত ক্ষতি করছে তা খতিয়ান তুলে ধরে তিনি বলেন, প্রতিদিন কলকাতা শহরে ৪২০ টন প্লাস্টিক বর্জ্য তৈরি হচ্ছে। যা উদ্বেগের। বর্জ্য সংগ্রহকারীদের দুর্দশার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, অসুরক্ষিত এবং অবৈজ্ঞানিক ভাবে বর্জ্য সংগ্রহ করার ফলে বিভিন্ন শারীরিক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে বর্জ্য সংগ্রহকারীরা। এই বিষয়ে তাদের সুরক্ষিত করাটা প্রয়োজন। দরকারে তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। বর্জ্যকে কোনও ভাবেই মাটিতে ফেলা চলবে না। সব সময় কোনও কন্টেনারে রাখতে হবে। বর্জ্যকে রিসাইকেল করে তার থেকে বাওগ্যাস তৈরি করতে হবে। যা থেকে উৎপন্ন হবে বিদ্যুৎ। ফলে এক নতুন অর্থনীতি ক্ষেত্র তৈরি হবে।

এদিন প্রেসক্লাবের তরফে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় অরুণাভ মজুমদারকে। পাশাপাশি সম্বর্ধিত হন জয়দীপ গুপ্ত ও জয়ন্ত বসুকে।

জীবনাবসান

● প্রথম পাতার পর

প্রতি আগ্রহ তাঁর। কলেজে পড়াকালীন নজরে পড়েন পরিচালক তরুণ মজুমদারের। বাংলায় তখন নতুন কালের সুচনা। সাল ১৯৮০। চলচ্চিত্র জগত হারিয়েছে মহানায়ককে। মাত্র ২২ বছর বয়সে মুক্তি পায় অভিনেতার প্রথম ছবি 'দাদার কীর্তি'।ছবিতে তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন মহুয়া রায় চৌধুরী।সেখান থেকেই পথ চলা শুরু অভিনেতা তাপস পালের উ এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। একের পর এক হিট ছবি উপহার দিয়েছেন দর্শকদের। উল্লেখযোগ্য ছবি গুলির মধ্যে সাহেব, যে যার প্রিয়, অনুরাগের ছোঁয়া, পারাবতপ্রিয়া, ভালোবাসা ভালোবসা, গুরুদক্ষিণা, ৮.০৮-এর বনগাঁ লোকাল ছাড়াও আরও অনেক ছবি। শুধু টলিউড নয়, বলিউডেও পা রাখলেন অভিনেতা উ 'অবোধ' সিনেমা দিয়ে হিন্দি ছবিতে হাতে খড়ি ঊএই ছবিতে তাপস পালের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন মাধুরী দীক্ষিত। এটি ছিল মাধুরীর প্রথম ছবি। সাহেব ছবির জন্য ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড পান ১৯৮১ সালে । তাছাড়াও আই লাভ ইউ, খিলাড়ি নানান ছবিতে তার অভিনয় মনে দাগ কেটে যাওয়ার মত উ অভিনয়ের পাশাপশি কৃষ্ণনগর লোকসভা থেকে তৃণমূলের লোকসভার সাংসদও ছিলেন তিনি।

মঙ্গলবার ভোর চারটে নাগাদ মুম্বইয়ের হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জীবনাবসান হয়েছে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা তাপস পালের। বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। মঙ্গলবার ভোররাতে বিমান ধরার আগেই বুকে ব্যথা অনুভব করেন। ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। রাখা হয় ভেন্টিলেশনে। মাঝে চিকিতায় সামান্য সাড়া দিলেও, ভোর রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সূত্রের খবর, আজই মুম্বই থেকে কলকাতায় আনা হবে অভিনেতা তাপস পালের মরদেহ। বুধবার রবীন্দ্রসদনে রাখা হবে অভিনেতার মরদেহ। বুধবরাই কেওড়াতলা শ্মশানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে অভিনেতা তাপস পালের।

উদ্বোধন

আটের পাতার পর

কিছু দেয়। মানুষের জীবন জীবিকা, সংস্ক'তি সব কিছুই প্রক'তির উপরে নির্ভরশীল। তাই রাজ্য সরকার প্রাক'তিক সম্পদ ব্যবহার করে মানুষের জীবন জীবিকার মানোন্নয়ন ঘটাতে চায়। পর্যটনের বিকাশ ঘটিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা এই প্রসঙ্গে ভারত সরকারের বন ধন যোজনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি ত্রিপুরায় বিপুল পর্যটন সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিধায়ক শংকর রায়। স্বাগত ভাষণ দেন সাবম মহকুমার মহকুমা শাসক তড়িৎ চাকমা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপত্বি করে বক্তব্য রাখেন সাতচাঁদ বি এ সি'র চেয়ারম্যান খলাধন ত্রিপুরা। তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের উদ্যোগে মেলায় ২ দিন ধরে সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান হবে। বিভিন্ন সরকারি দপ্তর মেলার উন্নয়ন তথ্য তুলে ধরে প্রদর্শনী মণ্ডপ খুলেছে।

অনন্য সন্ধ্যা

আটের পাতার পর

রোবোটিক্স তৈরি করে এই সোফিয়াকে। আবিষ্কর্তা ডেভিড হ্যানসন। রোবটের যে পর্যায়ে এটিকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে সেটাকে বলা হয় 'হিউম্যানয়েড'। লক্ষ্য টেকনোলজি ডেমোস্ট্রেটর। প্রথম প্রদর্শিত হয়েছিল ২০১৬-র মার্চ মাসে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে, সাউথ-সাউথ ওয়েস্ট ফেস্টিভেল উপলক্ষ্যে তাকে দেখানো হয়। বিশ্বের প্রথম ২০১৭-র অক্টোবর মাসে রোবট হিসাবে সোফিয়া সৌদি আরবের নাগরিকত্ব পায় । ২০১৭-র নভেম্বর মাসে ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট 'ফাস্ট ইনভেনশন চ্যাম্পিয়ন' হিসেবে স্বীকৃতি দেয় সোফিয়াকে। এই প্রথম অ-মানব কাউকে ওই স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে সোফিয়া জানায়, ৬৫ টি দেশ ইতিমধ্যে তার ঘোরা হয়ে গিয়েছে। মানুষের দূত হয়ে বিশেষ পরিচিতি পেতে চায়। শেষে মঞ্চে বিশিষ্ট আরজে জিমি টেংরি এবং টেকনোর সিইও সুজয় বিশ্বাসের একের পর এক প্রশ্নের বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর দেয় সোফিয়া। বাংলায় তোমার সবচেয়ে প্রিয় কী? উত্তর এল, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।" মানুষকে পছন্দ কর? সোফিয়ার উত্তর, "বেশিরভাগ সময়ে করিঊ তবে মাঝে মাঝে কঠিন কঠিন প্রশ্ন করেঊ" দ্বিতীয়বার সমগোত্রীয় প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "হ্যা, নিশ্চয়ই!" জানাল, সেলফি তুলতে পছন্দ করেঊ গৌতম রায়চৌধুরী জানতে চান, এই যে তোমার চেয়ে বুদ্ধিমতির জন্ম দেওয়ার জন্য পুরস্কারের কথা ঘোষণা করলাম, এতে তুমি খুশি? না হিংসা হচ্ছে? সোফিয়ার ছোট্ট উত্তর, দুটোই।

মৃত্যু চালকের

পাচের পাতার পর

গাড়ির চালক সোহেলঊ তাঁর ৫ জন বন্ধু গুরুতর আহত হয়েছেনঊ সোহেলের পরিবার সূত্রের খবর, সোহেল এবং তাঁর ৫ জন বন্ধ সোমবার রাত ১০.৩০ মিনিট নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলঊ পুলিশ সূত্রের খবর, উড়ালপুলের উপর থেকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ছুটছিল গাড়িটিঊ সেই কারণেই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উড়ালপুল থেকে নীচে পড়ে যায়।

ফোন বাজেয়াপ্ত

তিনের পাতার পর

এই স্যাটেলেইট ফোন দিয়ে বিমানে বসে থেকেও কথা বলা যায়। এমনকি যে কোনও পরিস্থিতিতে এই ধরণের ফোনের নেটওয়ার্ক খুবই শক্তিশালী হয়। প্রাথমিক তদন্তের পর তদন্তকারি আধিকারিকদের অনুমান কান্ডলা বন্দরে নোঙর ফেলা কোনও জাহাজের নাবিক স্যাটেলাইট ফোনটি ব্যবহার করে ছুড়ে ফেলে দেয়।

পূর্ব কচ্ছের পুলিশ সুপার পরিক্ষিত রাঠোর জানিয়েছেন, স্থানীয় পুলিশ, এসওজি, সেন্ট্রাল আইবি এবং রাজ্য আইবি সকলে মিলিয়েই তদন্ত প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। ফোনের ইএমইআই এবং কল ডিটেল রেকর্ড পরীক্ষা করা হবে। পাপরবা নামে একটি দ্বীপে যাওয়ার সময় এক মৎস্যজীবী থার্মোকেলে মোড়া অবস্থায় এই ফোনটি পায়। পরে মৎস্যজীবী ওই ফোনটি স্থানীয় মোবাইল ফোনের দোকানে নিয়ে গেলে দোকানদার পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করে। মোবাইলের কল রেকর্ড খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বাংলাদেশে ভারতীয় ঋণে মোংলাবন্দরের উন্নয়নসহ ৯ প্রকল্প অনুমোদন

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ১৮।। বাংলাদেশে ভারতীয় ঋণে মোংলাবন্দরের সমতা বৃদ্ধিসহ ৯ প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক)। এগুলো বাস্তবায়নে ব্যয় হবে ১৩ হাজার ৬৩৯ কোটি ১ লাখ টাকা। এর মধ্যে সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে ৮ হাজার ৮৮৬ কোটি ৪৪ লাখ টাকা, বৈদেশিক সহায়তা থেকে ৪ হাজার ৪৫৯ কোটি ৪১ লাখ টাকা এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে ২৯৩ কোটি ১৬ লাখ টাকা ব্যয় করা হবে। মঙ্গলবার রাজধানী ঢাকার শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এ অনুমোদন দেয়া হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান।

এ সময় পরিকল্পনা সচিব মো. নুরুল আমিন, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য (সিনিয়র সচিব) ড়শামসুল আলম, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব সৌরেন্দ্রনাথ চক্রবতী,আইএমইডি সচিব আবুল মনসুর মো.ফয়েজউল্লাহ, ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য শামীমা নার্গীসসহ পরিকল্পনা কমিশনের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান জানান, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী চিন্তিত। বিদেশিরা এ দেশে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে চাইলে সহযোগিতা করা হবে। তবে পরিবেশ ও আমাদের চাহিদার সঙ্গে সমন্বয় ঘটলে আমরা বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়তা করব। এ ছাড়া যেখানে ব্রিজ নির্মাণ করা হবে, সেখানে যেন আপদকালীন দ্রুত নৌচলাচল ব্যবস্থা থাকে সেটি নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এ ছাড়া দেশের যে সব স্থান দিয়ে মালামাল পরিবহন হয় সেখানে স্ক্যানার মেশিন বসাতে হবে। সেই সঙ্গে পরিবেশ রায় আধুনিক কসাইখানা নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। একনেকে অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে মোংলাবন্দরের সমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৬ হাজার ১৪ কোটি ৬২ লাখ টাকা। এর মধ্যে সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় হবে ১ হাজার ৫৫৫ কোটি ২১ লাখ এবং ভারতীয় এলওসি থেকে ৪ হাজার ৪৫৯ কোটি ৪১ লাখ টাকা ব্যয় করা হবে। এ ছাড়া নোয়াখালী জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী কামাল উদ্দীন সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। এটি বাস্তবায়নে প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ২৮২ কোটি ১১ লাখ টাকা। আনোয়ারা উপজেলা সংযোগ সড়কসহ কর্ণফুলী টানেল সংযোগ সড়ককে ৪ লেনে উন্নীতকরণ, ব্যয় ৪০৭ কোটি টাকা। শরীয়তপুর-জাজিরা-নাওডোবা সড়ক উন্নয়ন, ব্যয় ১ হাজার ৬৮২ কোটি ৫৪ লাখ টাকা। পাটুরিয়া এবং দৌলতদিয়ায় আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ নদীবন্দর আধুনিকায়ন, ব্যয় ১ হাজার ৩৫১ কোটি ৭০ লাখ টাকা। রাজশাহী জেলার চারঘাট ও বাঘা উপজেলায় পদ্মা নদীর বাম তীরের স্থাপনাসমূহ নদী ভাঙন থেকে রা, ব্যয় ৭২২ কোটি ২৪ লাখ টাকা। বিলুপ্ত ছিটমহল ও নদী বিধৌত চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, ব্যয় ১২৮ কোটি ৯৬ লাখ টাকা। হাওরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, ব্যয় ১১৮ কোটি ১৩ লাখ টাকা এবং রাজশাহী মহানগরীর সমন্বিত নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ২ হাজার ৯৩১ কোটি ৬২ লাখ টাকা।

কৈলাসহরে

● প্রথম পাতার পর

হয় দেখতে পান টুলবক্স ভাঙ্গা। খবর দেওয়া হয় কৈলাশহর থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে সিসিটিভির ফুটেজ চেক করে খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। সূর্যের আলোর কারনে সিসিটিভির ফুটেজ স্পষ্ট ছিল না। বাইকের মালিক জানান মাত্র তিন মিনিটে এই ঘটনা সংগঠিত করা হয়েছে। বাইকের টুল বক্সে নগদ ১০ হাজার টাকা, ঘড়ের চাবি, তিনটা চেক বই ছিল।রহস্যজনকভাবে ঘটনার ঘন্টা খানেক পর একটি যাত্রীবাহী গাড়ি থেকে মাহমুদ আলীর ছিনতাই হওয়া সামগ্রী উদ্ধার হয় এয়ারপোর্ট রাস্তা থেকে।

ব্যাগ থেকে অন্য সামগ্রী উদ্ধার হলেও নগদ ১০ হাজার টাকা ছিল না। গারির চালক জানান এদিন ট্রিপের সিরিয়াল না পাওয়ায় বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য বলে ম্যানেজার। সেই মোতাবেক ফিরে যাওয়ার সময় গারির পেছনের দরজার লক সারাই করতে গ্যারেজে আনেন। দরজা খুলতেই লক্ষ্য করেন একটি ব্যাগ পড়ে রয়েছে। গাড়ি চালক ব্যাগটি সেন্ডিক্যাটে জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু গ্যারেজের কর্মীরা ব্যাগ খুলে দেখার জন্য বলে। সেই মোতাবেক ব্যাগ খুলে ফোন করেন কাগজপত্রের মালিককে। জানতে পারেন ব্যাগটি ছিনতাই হয়েছে।পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

মাস দুয়েক আগেও কৈলাসহরে প্রকাশ্য রাস্তায় বেশ কয়েকটি ছিনতাই ও চুরির ঘটনা ঘটেছিল। সে ক্ষেত্রে তেমন কোনো সাফল্য পায়নি পুলিশ। এখন দেখার এদিনের এই ছিনতাইয়ের ঘটনায় পুলিশ কোন কিনারা করতে পারে কিনা।

তিনটি পিস্তল

● প্রথম পাতার পর

না। অন্যদিকে, এদিন জিরানীয়া রেল স্টেশনে আটক করা দুই যুবকের সাথে কথা বলে পুলিশ প্রাথমিক ভাবে জানাতে পেড়েছে তারা শুধুমাত্র নেশা সামগ্রী ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র পরিবহণের কাজ করত। এর পেছনে বড় একটি চক্র রয়েছে। যদিও পুলিশের দাবি এই আগ্নেয়াস্ত্র চোরাচালান চক্রের রাঘববোয়ালদের খুব শীঘ্রই জালে তোলা হবে।

এদিকে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আবারো নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য পেল এন.সি.সি থানার পুলিশ। এস.ডি.পি.ও এন.সি.সি-র নেতৃত্বে এন.সি.সি থানার পুলিশ মঙ্গলবার রাজধানীর উজান অভননগরস্থিত এক বাড়িতে তল্লাসি অভিযান চালায়। এই অভিযানে বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। একই সাথে পুলিশ তিন জনকে আটক করতে সক্ষম হয়। ধৃতরা হল কৃষ্ণনগর ওল্ড কালী বাড়ি এলাকার বাসিন্দা মাধুরি দেববর্মা, নারায়ণপুর এলাকার বাসিন্দা তপন শীল ও কুমারী টিলা এলাকার বাসিন্দা আর্থ চক্রবর্তী। এস.ডি.পি.ও এন.সি.সি প্রিয়া মাধুরি মজুমদার জানান উদ্ধার হওয়া ব্রাউন সুগারের বাজার মূল্য আনুমানিক চার লক্ষ্য টাকা হবে। ধৃত তিন জন ছাড়াও এই নেশা কারবারের সাথে আর কে কে যুক্ত তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

খেটেছেন। বর্তমানে তাঁরা জামিনে মুক্ত। কারণ, পুলিশ চার্জশিট জমা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় আদালত তাঁদের জামিন মঞ্জুর করেছে। সরকারি কেঁসুলির কথায়, পূর্ত ঘোটালায় তৃতীয় অভিযুক্ত ওয়াই পি সিং পলাতক। তাই পুলিশ ওই মামলায় সময়ের মধ্যে চার্জশিট জমা দিতে পারেনি। কিন্তু ওয়াই পি সিং গ্রেফতার হলেই সমস্ত প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে আদালতে চার্জশিট জমা দেবে ক্রাইম ব্রাঞ্চ। গতকাল ত্রিপুরা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ ওয়াই পি সিঙেকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। তাকে গতকাল সকালে গাজিয়াবাদের ইন্দিরাপুরমে অবস্থিত আইআরএস আটক করে ক্রাইম ব্রাঞ্চ। সেখান থেকে তাঁকে ইন্দিরাপুরম নিয়ে যাওয়া হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সকাল ১১টা ৫ মিনিটে ক্রাইম ব্রাঞ্চ তাঁকে গ্রেফতার করেছে। গতকাল রাতে কবিনগর থানার লকআপে তাঁকে রাখা হয়েছিল।

আজ মঙ্গলবার ট্রানজিট রিমান্ডের জন্য গাজিয়াবাদ সিজেএম আদালতে তাঁকে সোপর্দ করা হয়। আদালত তাঁর ট্রানজিট রিমান্ড মঞ্জুর করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আগামীকাল সকালের প্রথম বিমানে তাঁকে আগরতলায় আনা হবে। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ তাঁকে নিয়ে আগরতলায় পৌঁছবে ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসাররা।

নিযুক্ত

● প্রথম পাতার পর

শাসকদের রিটার্নিং অফিসার পদে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের এই বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট এডিসি নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়া এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। সম্ভবত, নির্দিষ্ট সময়েই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তবে, রাজনৈতিক মহল নির্দিষ্ট সময়ে এডিসি নির্বাচন নিয়ে বিভ্রান্তিতে রয়েছেন।

ত্রিপুরা বার এসোসিয়েশনের নির্বাচনে ১৫টি আসনের জন্য ৩০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারী।। ত্রিপুরা বার এসোসিয়েশনের নির্বাচনে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের পর ১৫টি আসনের জন্য ৩০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়ে গেছেন। এবারের নির্বাচনে সরাসরি দ্বিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের পর রিটার্নিং অফিসার আইনজীবী সন্দিপ দত্ত চৌধুরী সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মোট ৪৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। ১৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে রিটার্নিং অফিসার জানান, সভাপতি পদে ২ জন-অরবিন্দ দেব ও সুব্রত রায়, সহ-সভাপতি পদে শুভাশিষ দে ও সুব্রত রায়, সম্পাদক পদে আশিষ ভদ্র ও ঐশিক ইন্দু, সহ-সম্পাদক পদে চারজন প্রার্থী অরবিন্দ দেব, ভবানি রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, সুজয়া সরকার এবং মিতালী নন্দী। ১০ জন সদস্য পদের জন্য আরো ২০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন। এবারের নির্বাচনের জন্য মোট ভোটার ৪০৮ জন। সকাল ৯টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হবে। ভোট গ্রহণের পরই শুরু হবে গণনা। এদিনই ফলাফল ঘোষণা করা হবে। ভোট পর্ব শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করতে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বাণিজ্য ও কানেকটিভিটি বাড়াতে টাস্কফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত ঢাকা-কাঠমাণ্ডুর

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ১৮।। নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য ও কানেকটিভিটি বাড়াতে একটি টাস্কফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ও নেপাল। মঙ্গলবার ঢাকায় বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন এবং নেপালের বিদেশমন্ত্রী প্রদীপ কুমার গাওয়ালির মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিদেশমন্ত্রী ড় এ কে আবদুল মোমেন বাংলাদেশের এবং নেপালের বিদেশমন্ত্রী প্রদীপ কুমার গাওয়ালি কাঠমাণ্ডুর বৈঠকে নেতৃত্ব দেন। বাণিজ্য, জলবায়ু, পর্যটন, যোগাযোগ, কৃষি, আইসিটি, নবায়নযোগ্য শক্তি, মানবসম্পদসহ দ্বিপাকি বিভিন্ন বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে নেপালের বিদেশমন্ত্রী প্রদীপ কুমার গাওয়ালি বলেন, আমরা আমাদের বাণিজ্য বাড়াতে চাই। এটি এখন সীমিত পর্যায়ে রয়েছে এবং এটি বাড়ানোর অনেক সুযোগ রয়েছে। এজন্য আমরা টাস্কফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই টাস্কফোর্স দু'দেশের মধ্যে কীভাবে বাণিজ্য ও কানেকটিভিটি বাড়ানো যায় তা নিয়ে কাজ করবে।

দুই দেশের মধ্যে বিদ্যুৎ আমদানি চুক্তির বিষয়ে আলোচনা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারতের জিএমআর কোম্পানি নেপালে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করছে। সেখান থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করবে বাংলাদেশ। এটা সহযোগিতারে ত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। এক প্রশ্নের জবাবে নেপালের বিদেশমন্ত্রী বলেন, কবে নাগাদ এই বিদ্যুৎ বাংলাদেশ আমদানি শুরু করতে পারবে তা জিএমআর কোম্পানির ওপর নির্ভর করছে। তবে আগামী ৫-৬ বছরের মধ্যে তা সম্ভব হতে পারে। বাংলাদেশের সাথে অগ্রাধিকার বাণিজ্যিক চুক্তি ও বিনিয়োগ সুরা চুক্তি বিষয়ে কাজ চলছে বলে জানান প্রদীপ কুমার গাওয়ালি।

তিনি আরও বলেন, নবায়নযোগ্য শক্তি, যোগাযোগ, জলবায়ু ও পর্যটন খাতেও আমরা একে অন্যকে সাহায্য করব। সামনের দিনগুলোতে এসব ইস্যুতে দুই দেশের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে। বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী ড় এ কে আবদুল মোমেন বলেন, খুব আন্তরিক পরিবেশে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক একাধিক ইস্যুতে নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমরা দুই দেশ একে অন্যকে সহায়তা করতে আরও শক্তিশালী ভূমিকা রাখব। তিনি আরও বলেন, নেপাল আমাদের মংলা বন্দর ব্যবহার করতে চায়, এতে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন ঘটাতে আকাশপথ ও নৌপথে দুই দেশের মধ্যে আরও শক্তিশালী সম্পর্ক হবে। ড় মোমেন বলেন, নেপালের প থেকে একটি প্রস্তাব আসছে সৈয়দপুর বিমানবন্দর ব্যবহারের জন্য। আমরা স্বাগত জানিয়েছি। টেকনিক্যাল কমিটি দেখবে সেখানে কী ধরনের বিমান যাতায়াত করতে পারে। সৈয়দপুর বিমানবন্দরটি বেশ বড়। এখন প্রায় ১২-১৪টি ফাইট সেখানে ঢাকা থেকে যায়। ফলে নেপাল থেকে এসেই যে কেউ ঢাকায় আসতে পারবে কানেকটিভিটির কারণে। মংলা বন্দর ব্যবহার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটি নিয়ে উভয়পরে মধ্যে আলোচনা হয়েছে। আমাদের সমতা বাড়াতে হবে। বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে তিনি বলেন, কিছু কিছুে ত্রে অশুল্ক বাধা এবং অতিরিক্ত শুল্কের সমস্যা রয়েছে। এগুলো সমাধানে উভয়প কাজ করছে বলে জানান ড় মোমেন। এছাড়াও দু'দেশের মধ্যে জলবায়ু, পর্যটন, আইসিটি সেক্টর নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানান বিদেশমন্ত্রী।

পুর নিগমের

● প্রথম পাতার পর

৯৪ টি বাড়ি সহ দোকান ভাঙ্গা পড়ে। ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে জমির মূল্য প্রদান করা হয়েছে। এবার অধিগ্রহনের পালা। আগামী ৭ মার্চ পর্যন্ত জমি উপর নির্মাণ সরিয়ে নেওয়ার সময় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গোটা প্রক্রিয়াটা হবে সকলকে সঙ্গে নিয়ে। সকলের সহযোগিতা সহকারে চলবে এই অধিগ্রহণ পর্ব। তবে যে সমস্ত বাড়ির বসত ঘর পড়েছে তাদের ক্ষেত্রে সময় দেওয়া হবে। নতুন করে পিলার তোলার জন্য এই সময় দেওয়া হবে বলে জানান আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব। মানুষের স্বার্থে এই কাজ চলছে। রাস্তা প্রশস্ত করলে সকলের ভাল হবে আগামী দিনে বলে জানান তিনি। অন্যদিকে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ বলেন সকলের মধ্যে কোন ধরণের সংশয় থাকলে তা দূর করতে এই সফর।

আদালত

● প্রথম পাতার পর

সাক্ষাতকালে তারা তাদেরকে চাকরীতে বহাল রাখার দাবি জানিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরেই তারা নানা পর্যায়ে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। বর্তমানে তাদের চাকরীর সময়সীমা একেবারে অন্তিম পর্যায়ে এসে ঠেকেছে। সে কারণেই তারা পরিবার প্রতিপালনের জন্য মানবিক আবেদন নিয়েই মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হন।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

পচাগলা অবস্থায় মৃতদেহটি ছড়ার জলে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পান পথচারী এলাকার লোকজন।

ভানুপদবাবু জানান, আজ কদমতলা থানার পুলিশ কবরস্থানে গিয়ে কবর খুড়ে দেখেতে পায় মৃতদেহটি কবরে নেই। শুধু একটি হাত কবরে পড়ে রয়েছে। অপরদিকে, ওই মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, জানান তিনি।

আত্মসমর্পণ

● প্রথম পাতার পর

রিয়াং (৩৮), বাড়ি উত্তর ত্রিপুরা জেলার আনন্দবাজার থানার অন্তর্গত আশাপাড়া। এরা প্রত্যেকেই এন এল এফ টি-র সুরেন দেববর্মা গোষ্ঠীর সক্রিয় সদস্য ছিল। এদিন বি এস এফ- ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের গকুলনগরের ডেপুটি ইনসপেক্টর জেনারেল রাকেশ রঞ্জণ লালের হাতে অস্ত্র সহ আত্মসমর্পণ করে তারা।

প্রাঙ্গন

২০ বছরের সেরা মুহূর্ত! সম্মানিত ওয়াংখেড়েতে বিশ্বকাপ জয়ের এই ছবি

বিশ্বকাপ জয়ের পর শচীনকে কাঁধে তুলে নাচছেন সতীর্থরা। শচীনের বাঁহাতে ধরা জাতীয় পতাকা আকাশে উড়ছে। মাঠের হাজার হাজার ওয়াটের সার্চ লাইটে ধরা পড়ছে আপ্লুত শচীনের হাসি মাখা মুখ। সেই বিশেষ ছবি কুড়ি বছরের সেরার সম্মান পেল। সোমবার ২০১৯ সালের লরিয়াস ক্রীড়া পুরস্কার দেওয়া হল। সেখানে সেরা ক্রীড়া মুহূর্তের সম্মান পেলেন মাস্টার ব্লাস্টার। বার্লিনের অনুষ্ঠানে শচীনের হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক স্টিভ ওয়া। ছিলেন প্রাক্তন টেনিস তারকা বরিস বেকারও। সেরার লড়াইয়ে অন্যদের থেকে অনেক বেশি ভোট পেয়ে শচীন বাজি জিতলেন। মঞ্চে তাঁর নাম ঘোষণা করেন বেকার।পুরস্কার হাতে নিয়ে আজকের শচীন(ছ্থত্থত্ত্ব ঠৈত্রদ্রত্থন্তঅদ্ধখন) মুহূর্তের জন্য দশ বছর আগে ওয়াংখেড়ের সেই রাতে ফিরে গেলেন। বললেন, ”বিশ্বকাপ জয়ের মুহূর্ত ভুলতে পারিনি। কী করে পারব! যা হাতে নেওয়ার জন্য ২২ বছর ধরে ছুটেছি, সেটা যখন হাতে এল, তখন কী যে হয়েছিল তার ব্যাখ্যা আজ দিতে পারব না। এমন দিন মানুষের জীবনে বেশি আসে না। যখন আসে তখন কোথা থেকে কী যে হয়ে যায় তা ভাষায় ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছি সাত বছর আগে। তবু আজও যখন টিভিতে সেদিনটা আনি, তখনও শরীরের মধ্যে একইরকম উত্তেজনা অনুভব করি।”ওয়াংখেড়ের স্মৃতিচারণায় মাস্টার ব্লাস্টার বলেন, ”১৯৮৩ সালে আমার বয়স তখন ১০। সেই বছরই ভারত বিশ্বকাপ জিতেছিল। ওই বয়সে বিশ্বকাপ জেতার তাতপর্য আমি বুঝতে পারিনি। কী যে সব হচ্ছিল বুঝতে পারছিলাম না। পরে শুনি। ভিডিওতে দেখি। সেদিন থেকে ব্যাপারটা মনের মধ্যে ধাক্কা দিতে শুরু করে। আমাকেও একদিন বিশ্বকাপ জিততে হবে। ”৯২ থেকে শুরু করে ২০০৭ পর্যন্ত ব্যর্থতা ছাড়া কিছুই পাইনি। একসময় মনে হয়েছিল, আমার কাপ জেতা আর হবে না। কিন্তু চার বছর পর সতীর্থরা আমাকে যা দিল, তা কোনদিন ভুলতে পারব না। যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন ওয়াংখেড়ের রাত আমার সঙ্গে থাকবে।” তবে শুধু শচীন নয়, সেই ফ্রেম ভারতীয় ক্রিকেটের অবিস্মরণীয় মুহূর্তের মধ্যে অন্যতম। যা আপামর ক্রিকেট মহলের মনে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

১৫ দিনের ”বিশ্বকাপ”-এ মাঠে নামছেন সচিন, লারা, ব্রেট লি, যুবরাজরা

টুর্নামেন্টটির নাম দেওয়া হয়েছে ”রোড সেফটি ওয়ার্ল্ড সিরিজ।” পনেরো দিনের এই অভিনব ক্রিকেট টুর্নামেন্টে খেলতে দেখা যাবে ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া কিংবদন্তিদের। সচিন তেন্ডুলকর, ব্রায়ান লারা, যুবরাজ সিংহ, ব্রেট লি, দেখা যাবে প্রাক্তন সব তারকাকে।মোট পাঁচটা দল এই টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে। ভারত, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া আর সাউথ আফ্রিকা। প্রত্যেক দলের নামের পাশেই ”লিজেন্ডস” শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে।৭ মার্চ মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারত আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের ম্যাচ দিয়ে এই টুর্নামেন্ট শুরু। অর্থাত টুর্নামেন্টের প্রথম দিনেই সচিন বনাম লারা। ২২ মার্চ টুর্নামেন্টটির ফাইনাল।এই টুর্নামেন্টের জন্য ভারতের পুরো দল ইতিমধ্যেই ঘোষিত হয়েছে। দলকে নেতৃত্ব দেবেন সচিন। এ ছাড়াও দলে রয়েছেন সহবাগ, যুবরাজ, সঞ্জয় বাঙ্গার, মহম্মদ কঈফ, সমীর দিঘে, ইরফান পাঠান, জাহির খান, মুনাফ পটেল, অজিত আগরকর, সাইরাজ বাহুতুলে ও প্রজ্ঞান ওঝা।টুর্নামেন্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে নেতৃত্ব দেবেন লারা, শ্রীলঙ্কাকে তিলকরত্নে দিলশান, অস্ট্রেলিয়াকে ব্রেট লি এবং সাউথ আফ্রিকাকে জন্টি রোডস। ৭ মার্চ ছাড়াও ভারতের ম্যাচ রয়েছে ১০, ১৪ এবং ২০ মার্চ।পথ নিরাপত্তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর জন্যই এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষ।

চিনের কুস্তি দলকে ভিসা দিল না ভারত

চিনের অ্যাথলিটদের ভারতে আসার ভিসা দিতে নারাজ কেন্দ্রীয় সরকার। করোনাভাইরাসের কারণে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। তার ছায়া পড়ল আসন্ন এশীয় চ্যাম্পিয়নশিপের উপরে। আজ, মঙ্গলবার থেকে শুরু হতে যাওয়া প্রতিযোগিতায় কোনও চিনা অ্যাথলিটকেই লড়তে দেখা যাবে না। সর্বভারতীয় ভারোত্তোলন সংস্থার সহ সচিব বিনোদ টোমার সোমবার জানিয়ে দিয়েছেন, চিন ছাড়া সব দেশই আসছে। চিনের ৪০ জন প্রতিযোগীকে ভিসা দেয়নি সরকার।কুস্তিতে চিন প্রচণ্ড শক্তিশালী দল। তারা না থাকায় বজরং পুনিয়া, রবি দাহিয়া, বিনেশ ফোগত, দীপক পুনিয়াদের পদক জিততে সুবিধা হবে। এ দিন কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে সর্বভারতীয় সংস্থার সহ সচিব বলেছেন, “করোনাভাইরাস নিয়ে সারা বিশ্বে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবাটা সবার আগে প্রধান্য পাবে। সেটাই করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তারা কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি। সে জন্যই ভিসা দেওয়া হয়নি বলে জেনেছি।”পাকিস্তানের যোগ দেওয়া নিয়ে কিছু সমস্যা থাকলেও বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, তাদের ভিসা দেওয়ার জন্য এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ফেডারেশন। কিন্তু করোনাভাইরাস আতঙ্কে বহু দেশ চিনে বিমান পাঠাচ্ছে না। নিজেদের দেশে বিমানও নামতে দিচ্ছে না। চিনে বেশ কিছু প্রতিযোগিতা ইতিমধ্যেই বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের অলিম্পিক্স ফুটবলের যোগ্যতানির্ণায়ক প্রতিযোগিতা, বিশ্ব ইন্ডোর অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ, এশিয়া-ওশানিয়া অলিম্পিক্স বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ বাতিল হয়েছে। চিনা কুস্তিগিরদের ভারতে আসার ভিসা না দেওয়ায় তার কোনও নেতিবাচক প্রভাব কি পড়তে পারে? টোমার বলেন, “এটা কোনও বিষয় হতে পারে না। বিশ্বের বহু দেশেই এর প্রভাব পড়েছে। শুধু আমাদের এখানেই নয়, বহু দেশেই চিনের দলকে ভিসা দেওয়া হচ্ছে না। অনেক দেশ তো প্রতিযোগিতার আয়োজনই করতে চাইছে না। এটা তো খেলোয়াড়দের করোনাভইরাস থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা। তাদের সুস্থ রাখার কথাটা সবাই ভাবছে।” তিনি আরও জানিয়ে দেন, “পাকিস্তানের কুস্তিগিররা যাতে ভারতে আসতে পারে সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু চিনের বিষয়টি আলাদা। এটা খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যের ব্যাপার। তারা কোনও সমস্যায় পড়ুক সেটা কেউই চাইবে না।’

স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা ভুলে ইতিহাসের খোঁজে হরমনপ্রীত

মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অধিনায়কদের ফটোশুট ছিল সোমবার। প্রত্যেক দলের অধিনায়কদের নিয়ে টৌরাঙ্গার চিড়িয়াখানায় ছবি তোলে আইসিসি। ২১ ফেব্রুয়ারির মহারণের আগে ফুরফুরে মেজাজে ভারতীয় অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর। ২০১৭ সালে আইসিসি-র পঞ্চাশ ওভারের বিশ্বকাপের ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল তাঁর। ওয়ান ডে দলের নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলতেন। তবুও হারের পরে মাঠেই কেঁদে ফেলেছিলেন হরমনপ্রীত। এখন তিনি অধিনায়ক। দায়িত্বও অনেক বেশি। তাই হরমনপ্রীত জানিয়ে দিলেন, দেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ তুলে দিলে স্বপ্নপূরণ হবে তাঁর।২০১৭-র পর থেকে তিন বছর সময় পেয়েছেন হরমনপ্রীত। এই তিনটি বছরে প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁক রাখেননি। অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছেন প্রচুর। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে দেশকে ট্রফি কি এনে দিতে পারবেন তিনি? হরমনপ্রীত বলেছেন, “প্রত্যেক দিন আমাদের দল ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে। অনুশীলনে কেউই কোনও ধরনের ফাঁকি দিচ্ছে না। বিপক্ষকে ভয় পাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই।”বর্তমান ভারতীয় দলে তরুণ ক্রিকেটারের সংখ্যা বেশি। জেমাইমা রদ্রিগেজ, শেফালি বর্মা, রিচা ঘোষ এখনও ২০ বছর পেরোননি।

তাঁদের সঙ্গেই স্মৃতি মন্ধানা, দীপ্তি শর্মা, বেদা কৃষ্ণমূর্তি, শিখা পাণ্ডে, রাজেশ্বরী গায়কোয়াড়দের অভিজ্ঞতা যুক্ত হবে। হরমনপ্রীত নিজেও রয়েছেন। খাতায় কলমে যে কোনও বড় দলকে টেক্কা দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে এই দলের।হরমনপ্রীত যদিও শুধু লড়াই করে ফিরে যেতে চান না। ২০১৭-র ব্যর্থতা ভোলাতে চান দেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে। তাঁর কথায়, “বিশ্বকাপ জিততে পারলে খুব ভাল লাগবে। মনে করব, জীবনের অন্যতম বড় প্রাপ্তি এটি।” ২০১৭ বিশ্বকাপের স্মৃতি টেনে বলেছেন, “ফাইনালে ওঠার পরেও বুঝিনি দেশে আমাদের নিয়ে উন্মাদনা হয়েছে। পরিবারের কেউও বুঝতে দেয়নি। আমাদের উপরে চাপ সৃষ্টি করতে চায়নি কেউ।

কিন্তু ভারতে পৌঁছে বুঝতে পারি, আমরা হেরে যাওয়ায় সমর্থকেরা কতটা কষ্ট পেয়েছেন। এ বার তাঁদের জন্য ট্রফি নিয়ে ফিরতে পারলে দারুণ লাগবে। কথা দিলাম, প্রত্যেকে নিজেদের উজাড় করে দেবে।”হরমনপ্রীতের দলে রয়েছেন বাংলার রিচাও। মাত্র ১৬ বছর বয়সে ভারতীয় দলে অভিষেক হয়েছে তাঁর। ঝুলন গোস্বামীর উপদেশ নিয়ে অস্ট্রেলিয়া উড়ে গিয়েছেন রিচা। তাঁর সাফল্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন বাংলার ক্রিকেটপ্রেমীরা।

মহিলাদের টি-২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ২ রানে জয় ভারতের

অ্যালবিয়ন: শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে মহিলাদের টি-২০ বিশ্বকাপ। তার আগে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে ২ রানে জয় পেল ভারত। বিশ্বকাপের আগে এটাই ভারতের শেষ প্রস্তুতি ম্যাচ ছিল। রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচটি বৃষ্টির জন্য ভেস্তে যায়। আজকের ম্যাচ জয়ের ফলে আত্মবিশ্বাস নিয়েই বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হচ্ছে ভারত।আজকের ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে ৮ উইকেটে ১০৭ রান করেন হরমনপ্রীত কউররা। ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ২১ রান করেন দীপ্তি শর্মা। জবাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ করে ৭ উইকেটে ১০৫ রান। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বোলিংও ভাল করেন দীপ্তি। শিখা পাণ্ডেও ভাল বোলিং করেন।

মাঠের বাইরে বিরাট মাইলস্টোন কোহলির

নয়াদিল্লি: ব্যাট হাতে মাঠে নেমে প্রায় প্রতিদিনই কোনও না কোনও রেকর্ড গড়ে চলেছেন বিরাট কোহলি। এবার মাঠের বাইরে বিরল এর নজির গড়লেন ভারত অধিনায়ক। সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্মে এংমন এক বিরাট রেকর্ড গড়লেন কোহলি, যা আর কোনও ভারতীয়র নেই।প্রথম ভারতীয় হিসেবে কোহলির ইনস্টাগ্রাম অনুগামীর সংখ্যা ৫০ মিলিয়ন ছুয়ে ফেলল। বলাবাহুল্য প্রথম ভারতীয় হিসেবে মাইলস্টোন ছোঁয়ার অর্থ ভারতীয় নাগরিক হিসেবে কোহলির ইনস্টাগ্রাম ফলোয়ারের সংখ্যা সব থেকে বেশি। ইনস্টাগ্রামে কোহলিকে ফলো করেন ৫০.১ মিলিয়ন ব্যবহারকারী।এই নিরিখে তিনি পিছনে ফেলে দিলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, দীপিকা পাড়ুকনের মতো বলিউড তারকাদের। কোহলির নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রিয়াঙ্কার ইনস্টাগ্রাম ফলোয়ার ৪৯.৯ মিলিয়ন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি ভারতীয়দের মধ্যে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। তিন নম্বরে রয়েছেন দীপিকা পাড়ুকন, যাঁর ইনস্টাগ্রাম ফলোয়ারের সংখ্যা ৪২.২ মিলিয়ন।ক”দিন আগে সেলিব্রিটি ব্র্যান্ড ভ্যালুতে বিরাট পিছনে ফেলে দেন অক্ষয় কুমার, দীপিকা পাড়ুকন, রনবীর সিং, শাহরুখ খানদের। ক্রিকেটারদের মধ্যে মহেন্দ্র সিং ধোনি, সচিন তেন্ডুলকর, রোহিত শর্মাদের থেকে বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখেন তিনি। এই নিয়ে টানা তিন বছর সর্বোচ্চ ব্র্যান্ড ভ্যালুর ভারতীয় সেলিব্রিটি হন ভারত অধিনায়ক। গ্লোবার অ্যাডাভাইজরি ফার্ম ডাফ অ্যান্ড ফেলপসের সমীক্ষা অনুযায়ী ২০১৯ সালে কোহলির ব্র্যান্ড ভ্যালু ছিল ২৩৭.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা তাঁর ২০১৮ সালের ব্র্যান্ড ভ্যালুর তুলনায় ৩৯ শতাংশ বেশি।

এবারের আইপিএল-এ বিকেল চারটে থেকে ম্যাচ হবে মাত্র ৬টি, জোড়া খেলা শুধু রবিবার

নয়াদিল্লি: আজ সরকারিভাবে ১৩-তম আইপিএল-এর লিগ পর্যায়ের পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ করল বিসিসিআই। ২৯ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে এবারের আইপিএল। প্রথম ম্যাচে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে চেন্নাই সুপার কিংসের মুখোমুখি হচ্ছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। ফলে আইপিএল-এর শুরুতেই মুখোমুখি রোহিত শর্মা ও মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। এখনও সরকারিভাবে নক-আউট পর্যায়ের সূচি প্রকাশ করেনি বিসিসিআই।

তবে সূত্রের খবর, ফাইনাল হবে ২৪ মে।এবারের আইপিএল-এর সূচি অনুযায়ী, গোটা প্রতিযোগিতায় বিকেল চারটে থেকে শুরু হবে মাত্র ৬টি ম্যাচ। এর মধ্যে দু”টি ম্যাচ খেলবে কলকাতা নাইট রাইডার্স। এর মধ্যে প্রথম ম্যাচ ১৯ এপ্রিল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ফিরোজ শাহ কোটলায়। পরের ম্যাচটি কিংস ইলেভেন পঞ্জাবের বিরুদ্ধে ২৬ এপ্রিল মোহালিতে।এবারের আইপিএল-এ রবিবার ছাড়া আর কোনওদিন দু”টি ম্যাচ হবে না। বাকি দিনগুলিতে একটি করে ম্যাচ হবে রাত আটটা থেকে। লিগ পর্যায়ের শেষ ম্যাচ ১৭ মে। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে সেই ম্যাচে বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের মুখোমুখি হবে রোহিতের মুম্বই।

কোহলির উইকেট চাই! বিরাট চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন বোল্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: টি-টোয়েন্টি সিরিজে নিউ জিল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশ করেছে টিম ইন্ডিয়া। ওয়ান ডে সিরিজে তার বদলা নিয়েছে কিউইরা। হিসেব বরাবর। এবার শুরু টেস্টের চ্যালেঞ্জ! শুক্রবার থেকে ওয়েলিংটনে শুরু প্রথম টেস্ট। তার আগেই মাঠের বাইরে লড়াই শুরু। ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন কিউই পেসার ট্রেন্ট বোল্ট। বিরাটের উইকেট নেওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন তিনি।বক্সিং ডে টেস্টে ডান হাতে ফ্র্যাকচার হওয়ায় ভারতের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ান ডে সিরিজে খেলতে পারেননি ট্রেন্ট বোল্ট। তবে টেস্ট সিরিজে দলে ফিরেছেন তিনি। ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে মাঠে নামার আগে তিনি বলেন, ’আমি ব্যক্তিগতভাবে কোহলির মতো ক্রিকেটারকে তাড়াতাড়ি আউট করতে চাই। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। কিন্তু ও (বিরাট কোহলি) অসাধারণ ক্রিকেটার। প্রত্যেকেই জানে ও কি ধরণের ক্রিকেটার।’আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ৭ ম্যাচ খেলে ৭টি টেস্ট জিতে ৩৬০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে সবার ওপরে রয়েছে কোহলির দল। অন্যদিকে পাঁচটি টেস্ট খেলে মাত্র ১টি টেস্টে জিতেছে। ৬০ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলে ছয় নম্বরে রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশের পর ঘরের মাঠে ভারতের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া ব্ল্যাক ক্যাপসরা।

তাপস পালের হৃদয়েও ছিল ফুটবল! জানাচ্ছেন বাগানের শীর্ষ কর্তা

তিনি তর্কাতীতভাবে খেলার মাঠের লোক ছিলেন না। অধুনা প্রয়াত প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি, মদন মিত্ররা যেভাবে কলকাতা ময়দানে পরিচিত মুখ, সেই বৃত্তের বাইরেই রয়ে গিয়েছিলেন তিনি।পরিচিতির অর্ধেকটা অভিনেতা সত্ত্বা দখল করে থাকলে, অন্যদিকে বসতি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে। তিনি কত বড় অভিনেতা, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কতটা বিতর্কিত, তা বহুলচর্চিত বিষয়। তবে চেনা পরিচিতির বাইরে তাপস পালের হৃদয়ে কলকাতা ময়দানও ছিল।অবাক হলেও এমনটাই সত্যি। সাহেব সিনেমায় ব্যর্থ, ভেঙে পড়া গোলকিপারের ভূমিকায় অভিনয় করে তাপস পাল নিজেকে বাংলা সিনেমায় জনপ্রিয়তায় শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিলেন। হতাশ ”সাহেব”-কে কোচ শম্ভুদা মোহনবাগান মাঠে নিয়ে গিয়ে চার্জড আপ করেছিলেন। পেপ টকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন মোহনবাগান গ্যালারিতে নিয়ে এসে।সেই দৃশ্য বাংলা সিনেমায় আইকনিক স্ট্যাটাস পেয়েছে বহু আগেই। সেই দৃশ্যের সংলাপ কে ভুলতে পারে!-চেয়ে দেখ. ফাঁকা গ্যালারি, তাই না? এবার চোখ বুজে দেখ! সন্তোষ ট্রফি কী আইএফএ শিল্ডের ফাইনালের খেলা হচ্ছে। দু-পাশে গোলপোস্টের নিচে দু-জন দাঁড়িয়ে। ওই দু-জনের একজন তুই হতে পারিস না? চাস না সেই দিন আসুক?-চাই। শম্ভুদা চাই।-আজকের খেলাটা তোকে, সেভাবে খেলতে হবে সাহেব।-জান লড়ি যে খেলব, আমি জান লড়ি যে খেলব।-এই তে া চাই।তাপস পালেব প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গেই ময়দানি ফুটবলের স্রোতে ভেসে এসেছে সাহেব সিনেমার এই দৃশ্য। পুরনো ক্লিপিং ফের ভাইরাল ময়দানি ফুটবল সমর্থকদের সৌজন্যে। তাপস পালের সঙ্গে ময়দানি ফুটবলের সম্পর্ক যে এখানেই শেষ।একবার নয়, দু-বার বিয়ে. করেছিলেন এই সাত ক্রিকেটারতবে অনেকেই জানেন না তাপস পাল সবাসবি ফুটবল সংস্কৃতির সংস্পর্শে না থাকলেও রীতিমতো খোঁজখবর রাখতেন। একসময়ের রাজনৈতিক সতীর্থ সৃঞ্জয় বোস স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বাংলা-কে বলছিলেন, ”মোহনবাগানের কথা উঠলেই উনি রীতিমতো আড্ডা মারতেন আমাদের সঙ্গে। উনি কোন দলকে সমর্থন করতেন, তা সরাসরি বলতেন না। তবে ইস্ট-মোহন প্রসঙ্গ উঠলে উনি রীতিমতো ঠাট্টা-ইয়ার্কি, লেগপুল করতেন।”তবে মোহনবাগানের শীর্ষ কর্তার আক্ষেপ অন্যত্র, ”তাপস পালের চলে যাওয়া বাংলা সিনেমার অনেক বড় ক্ষতি। পুরনো দিনের অনেকেই নেই। তাপস পালের মতো নক্ষত্রের প্রয়াণে আরও ক্ষতি হল সিনেমা জগতের।”কাছের ছিলেন একসময় সৃঞ্জয়বাবুর।

রাসেল নন, কেকেআরের এই ব্যাটসম্যান এবার ঝলসে উঠতে পারেন

কেকেআরের জার্সিতে আগেও খেলেছিলেন। তবে তখনও তিনি তারকা হয়ে ওঠেননি। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ জেতার পরে ইওন মর্গ্যান আপাতত ক্রিকেটের হট প্রপার্টি! সেই মর্গ্যানের কেকেআরে খেলবেন দ্বিতীয়বারের মতো। ইংলিশ তারকা ক্রিকেটারকেই কেকেআরের ট্রাম্প কার্ড ধরছেন ধারাভাষ্যকার হর্ষ ভোগলে।২০১৭ সালে শেষবার আইপিএলে খেলেছিলেন। তবে পরের দু-বছরে মর্গ্যান নিলামে অবিক্রীত ছিলেন। বিশ্বকাপ জয়ের পরে আর অপেক্ষা করেনি কেকেআর। পুরনো ক্রিকেটারকেই নিলামে ৫.২৫ কোটি টাকায় মর্গ্যানকে নতুন করে সই করিয়েছে নাইটরা।তাপস পালের হৃদয়েও ছিল ফুটবল! জানাচ্ছেন বাগানের শীর্ষ কর্তারবিবার হর্ষ ভোগলে একটি টুইট করেন মর্গ্যানকে নিয়ে। যেখানে তিনি লেখেন, ”ইংল্যান্ডের জার্সিতে যেরকম পারফরম্যান্স করেন মর্গ্যান, আইপিএলে সেরকম খেলতে পারেননি। যদি এবার মর্গ্যান কেকেআরের জার্সিতে যদি সেভাবে প্রভাব ফেলতে না পারেন, তাহলে আমি অবাকই হব।”কেকেআর ছাড়াও মর্গ্যান আরসিবি (২০১০), সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (২০১৫, ২০১৬) এবং কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের (২০১৭) জার্সিতে আইপিএলে অংশ নিয়েছেন। সাত মরশুম ধরে আইপিএলে খেলা মর্গ্যান ৫২ ম্যাচে ৮৫৪ রান করেছেন। স্ট্রাইক রেট ১২১-এরও বেশি। আইপিএলে চারটে অর্ধশতরান করেছেন ইংলান্ডের জাতীয় দলের অধিনায়ক। সর্বোচ্চ স্কোর ৬৬।সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে টি২০তে বিস্ফোরক মেজাজে বাটিং করেছেন। ২২ বলে ৫৭ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছেন সিরিজ নির্ণায়ক টি২০তে। ২০ ওভারে জয়ের জন্য ২২৩ রানের লক্ষ্যমাত্রা রেখে ব্যাট করতে নেমেছিল ইংল্যান্ড। মর্গ্যানের বিধ্বংসী ইনিংসের পাশাপাশি জোস বাটলার ও জনি বেয়ারস্টোও ব্যাট হাতে ঝলসে উঠেছিলেন। সেই ইনিংসেই প্রভাবিত হয়ে হর্ষ ভোগলে বলছেন, কেকেআরের জার্সিতে এবার প্রধান ভূমিকা নিতে পারেন ইংলিশ তারকা।হর্ষ ভোগলের ভবিষ্যতবাণী তিনি সঠিক প্রমাণ করতে পারেন কিনা, সেটাই আপাতত দেখার।

NO.F.7(1)-EE/RD/STB/DIV/TENDER(WORK)/ 2019-20/9107-38 Dated : 03/02/2020
CANCELLATION ORDER

The Press Notice Inviting Tender No. e-PT-XIX/EE/RD/STB/2019 20,Dated: 26.12.2019 subsequent DNIT NO-83/EE/RD/STB/ DNIT/19-20 Dt 26/12/2019 which was floated for the purpose of up-gradation of Health Sub-Centre at Betaga GP under the Jurisdiction of RD Santirbazar Division is hereby cancelled due to single bidder participation in the online tendering system as found informal of the relevant tender documents of the bidder after details scrutiny. Accordingly, the above mentioned DNIT of aforesaid work is hereby cancelled in order to re-tender again.

ICA/C-2529/2019-20
Executive Engineer
RD Santirbazar Division
Santirbazar South Tripura

1st CLAIMANT NOTICE

Whereas 1(one) no. vehicle Registration no. TR-01-H-0219, have been seized by forest officials for carrying Teak sawn timber of illegal origin. Without permission of the authority, which apparently procured illegally and whereas, under Sub-Secrion,52(A) of IFA(Tri 2nd Armed) 1986, it is contemplated to confiscate the said vehicle(s) for its use in commission of Forest Office u/s 41 & 42 of IFA 1972 and rules make by the Govt. of Tripura. Now therefore, it is hereby brought to the notice of the legal owners of the said vehicle to prefer his/her/their claim over the vehicle to the authorized Officers (DFO Khowai within 30(thirty) days from the date of issue of the notice along with copies of all relevant documents, regarding lawful ownership of the said seized vehicle. If the owners or his/her/their authorized representative failed to do so the decision regarding confiscation of the vehicle along with seized forest produces shall be taken ex-parte.
Issued under my scal & signature this day on ....

Authorized officer
District Forest Officer
ICA/D-1718/2019-2020 **Khowai District, Teliamura.**

PNIT NO: ePT32/EE/RD/DIV/KCP/2019-20 Dt. 15.02.2020

The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 3.00 PM of 27.02.2020 for 6(Six) No. Construction projects under R.D. Kanchanpur Division during the year 2019-20. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7085862819 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C-2536/2019-20
Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (SNIQ) FOR AMC OF COMPUTER, PRINTER, UPS, SCANNER, XEROX MACHINE, ETC.
Tender in sealed covers are hereby invited on behalf of the Governor of Tripura from the resourceful, experienced, reliable Service providers/firm/agency for Annual Maintenance Contract (AMC) for Desktop PCs, UPS, Printers, Scanner, Xerox Machine, etc. The details of the Quotation may be have from the O/o the Asst. Director of Family Welfare & PM(Head of Office), Store & Purchase Section, Government of Tripura, Health Directorate Building(2nd floor), P. N. Complex, Gurkhabasti, Agartala, Tripura or downloaded from the website health.tripura.gov.in The last date of receipt of the Quotations is upto 4.00 P.M on 28/02/2020.

Asst. Director of Family Welfare & PM.
ICA/C-2542/2019-20 **(Head of Office)**
Government of Tripura, Agartala

QUOTATION NOTICE

Notice inviting quotation are hereby invited from all the intending supplyers including (PACKS, LAMPS, SHG etc.) of unit rate in a sealed envelope of the following materials for supply in the office of the CDPO Ambassa ICDS Proiect. The sealed envelope of quotation may be dropped or reached into the Tender Box of the CDPO office Ambassa ICDS Project within 27th Feb. to 29th Feb.2020 during office hours 10.00 am to 4.00 pm. and the sealed envelope of quotation will be opened at 2.00 pm on 29th Feb.2020 in presence of the intending suppliers.

Sl No.	Purticulars along with brand Name	Size	Remarks
1.	Plastic Chair with arms (Nilkamal)	Adult Size	
2.	Plastic Table (Nilkamal)	(2X3) ft.	
3.	Jute Mattress	(2X7) ft.	
4.	Plastic Matress	(4X6) ft.	
5.	Plastic Matress	(2X2) ft.	

GST/VAT/ IT will be deducted from the bill as per norms. Successful bidder will supply the materials to the office of the undersigned. All intending suppliers has to submit Deposit Call @ Rs.10000/- (Rupees Ten Thousan) only in favour of the CDPO Ambassa ICDS Project. All other terms and conditions are available with the CDPO office.

ICA/C-2548/2019-20 **(VIDYASAGAR DEBBARMA, CDPO, Ambassa ICDS Project, Dhalai Tripura.**

মৃত্যু আরও ৯৮ জনের, করোনা-সংক্রমণে চিনে প্রাণ হারালেন ১,৮৬৮ জন

বেজিং, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত। চিনে করোনাভাইরাস সংক্রমণে প্রাণ হারালেন আরও ৯৮ জন। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৮৮৬ জন। আরও ৯৮ জনের মৃত্যুর পর চিনে করোনা-হানায় মৃত্যুর সংখ্যা পৌঁছেছে ১,৮৬৮-এ। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত সমগ্র চিনে আক্রান্তের সংখ্যা ৭২,৪৩৬ জন।

মঙ্গলবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, করোনাভাইরাসের হানায় মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে আরও ৯৮ জনের। ৯৮ জনের মধ্যে ৯৩ জনেরই মৃত্যু হয়েছে হুবেই প্রদেশে। সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত চিনে মৃতের সংখ্যা ১,৮৬৮। হুবেই-সহ চিনের অন্যান্য প্রদেশে আক্রান্তের সংখ্যা ৭২,৪৩৬ জন।

প্রথম দিনেই ফাঁস মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র! পর্ষদ ফের প্রশ্নের মুখে

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শিক্ষাবর্ষ ২০২০-র মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু প্রথম দিনেই ফাঁস হল প্রশ্নপত্র। পরীক্ষা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই সোশ্যাল-মিডিয়ায় ভাইরাল হয় বাংলা প্রশ্নপত্র। তবে ওই ছড়িয়ে পড়া প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হচ্ছে কিনা তা অবশ্য জানা যাবে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরেই। গত বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার সাতদিনের সাতটা প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গিয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। তার জেরে কার্যত প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃপক্ষকে। এমনকি পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়। তাই গতবারের থেকে শিক্ষা নিয়ে এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষায় নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করেছিল পর্ষদ কর্তৃপক্ষ। পরীক্ষার হলে স্মার্ট ঘড়ি মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে ব্যাগ নিয়ে ঢোকার অনুমতি দেয়নি পর্ষদ। একই সঙ্গে ৪২ টি ব্লকে ১২ টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে পর্ষদের তরফে। এত নিরাপত্তা''র বজ্র আঁটুনি সত্ত্বেও কিভাবে প্রশ্নপত্র পরীক্ষা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফাঁস হয়ে গেল তা কার্যত ভাবাচ্ছে পর্ষদকে। এ বিষয়ে অবশ্য এখনও পর্ষদ কর্তৃপক্ষ কিছু জানায়নি।

মধ্য অসমে যাত্রীবাহী নৈশ বাস খাদে, আহত ৩০, সংকটজনক ১৪

হোজাই (অসম), ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মধ্য অসমের নগাঁও জেলার অন্তর্গত নেলির পলাশগুড়িতে এক ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৩০ যাত্রী। তাদের মধ্যে ১৪ জনের অবস্থা সংকটজনক বলে জানা গেছে। ঘটনা সোমবার রাতে সংঘটিত হয়েছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গতকাল রাতে গুয়াহাটি থেকে যাত্রী নিয়ে উজান অসমের শিবসাগরের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিল এএস ০১ এসসি ৮৯৬৬ নৈশ বাস। কিন্তু নেলির পলাশগুড়ি এলাকায় এসে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে গভীর খাদে উলটে পড়ে। ঘটনার বেশ কিছুক্ষণ পর খবর পেয়ে অকুস্থলে ছুটে যায় পুলিশের দল। তাঁরা আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে নিয়ে যান নিকটবর্তী হোজাই, মরিগাঁওয়ের হাসপাতালে। কিন্তু শারীরিক অবস্থা সংকটজনক বলে ১৪ জনকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার কলেজটিলা ও ৭৯টিলা উচ্ছেদ ক্ষেত্র ঘুরে দেখেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। ছবি- নিজস্ব।

বিশ্রামগ' তিনদিনব্যাপী সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক কিষাণ মেলা ও প্রদর্শনী শুরু

২০২২ সালের মধ্যে ক'ষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারী।। আজ থেকে বিশ্রামগ' মিনি স্টেডিয়ামে তিনদিনব্যাপী সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক কিষাণ মেলা ও প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। বিকালে এই মেলা ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। কিষাণ মেলার উদ্বোধন করে উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২২ সালের মধ্যে ক'ষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। ক'ষি ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৫টি গুচ্ছ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ক'ষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। উন্নত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ক'ষিক্ষেত্রে উৎপাদন অনেক বাড়ানো যায়। সেই লক্ষ্যে দপ্তর নানা ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা ক'ষি প্রধান রাজ্য। ক'ষক এবং ক'ষি দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখতে হবে। তবেই এই ক্ষেত্রে কাঙ্খিত সাফল্য আসবে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সাধারণ মানুষের কাছে আরও বেশী করে পৌঁছে দেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করে উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, শুধুমাত্র ক'ষিজাত পণ্যের উৎপাদন করলে চলবে না, তা বাজারজাতও করতে হবে। রাজ্যের বর্তমান সরকার এই ক্ষেত্রে নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, শুধুমাত্র ধানই নয় ফুল, ফল, মাছ ইত্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। রাজ্য সরকার ক'ষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে জৈব সারকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা

করছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের উন্নয়নে ক'ষিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। রাজ্যের ব্যাপক অংশের মানুষ ক'ষি কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। ক'ষিক্ষেত্রের অগ্রগতি না হলে রাজ্যের অগ্রগতিও হবে না। ক'ষি ও উদ্যান চাষকে ভিত্তি করে এগিয়ে যেতে হবে। বি'নভিত্তিক চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানোর উপর ক'ষিমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে উৎকর্ষতার নিরিখে জেলার ৭টি ব্লক এলাকার ১৪ জন ক'ষককে ক'ষি সম্মান প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা ও বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের ক'ষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অজিত পোদ্দার। স্বাগত ভাষণ দেন ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ড. দেবপ্রসাদ সরকার। অনুষ্ঠানে ক'ষি উদয়ন সিনহা প্রমুখ। মেলা প্রতিদিন দুপুর ২টা থেকে শুরু হয়ে রাত ৮টা পর্যন্ত চলবে। সাংস্ক'তিক মং' প্রতি সন্ধ্যায় সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে। মেলায় সব মিলিয়ে ১৮টি প্রদর্শনী মণ্ডপ খোলা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর অতিথিগণ প্রদর্শনী মণ্ডপগুলি ঘুরে দেখেন।

ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণের অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে ঃ উপাধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারী।। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্যোগে আজ ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনের গ্যালারী হলে এক মেগা ঋণ প্রদান শিবির এবং ফিনান্সিয়্যাল লিটারেসি শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জলন করে ঋণ প্রদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধ সেন।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলাপরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস। মেগা ঋণ প্রদান শিবিরে উত্তর জেলার গ্রামীণ ব্যাংকের ১৬টি শাখার ১ হাজার ২৪৮ জন গ্রাহককে বিভিন্ন প্রকল্পে ১৫ কোটি ৪২ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

শিবিরে উদ্বোধকের ভাষণে বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধ সেন বলেন, ঋণের অর্থ সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে।

তিনি বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরোজগার যোজনায় অনেক প্রকল্প রয়েছে।

এই সব প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা মানুষ গ্রহণ করছেন এবং উপক'তও হচ্ছেন। উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, ব্যাংকের ঋণ নিয়ে সঠিকভাবে কাজে লাগালে মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। কুটিরশিল্প গড়ে উঠলে সেখানে মানুষ কাজ পাবে। মানুষ স্বাবলম্বী হতে পারবে।

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান মহেন্দ্র মোহন গোস্বামী বলেন, গ্রামীণ ব্যাংকের পরিষেবা প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দিতে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন ২০২২ সালের মধ্যে ক'ষকদের আয় দ্বিগুণ করার জন্য রাজ্যের ৬টি জেলায় এ ধরণের ঋণ প্রদান শিবির করা হয়েছে। ধর্মনগরে সপ্তম শিবিরের আয়োজন করা হলো।

শিবিরে এছাড়া বক্তব্য রাখেন গ্রামীণ ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার মনিপ্রসাদ হাজরা। গ্রামীণ ব্যাংকের ধর্মনগর শাখার বা' ম্যানেজার সুবীর সোম এবং উত্তর জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা নগেন্দ্র দেববর্মা। ঋণ প্রদান শিবিরে উত্তর জেলার গ্রামীণ ব্যাংকের ১৬টি শাখার মধ্যে ১১টি শাখার প্রায় ৯০ জন গ্রাহকের হাতে ঋণের অনুমোদনপত্র তুলে দেন অতিথিগণ।

কালাপানিয়ায় ২ দিনব্যাপী খুমপুই তের-র উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারী।। তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তর এবং সাবম মহকুমা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে আজ সন্ধ্যায় সাবম মহকুমার কালাপানিয়া ন্যাচার পার্কে ২ দিনের খুমপুই তের-এর উদ্বোধন করেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের ভাষণে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা বলেন, খুমপুই তের-র মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে প্রক'তির যে সম্পর্ক তা ফুটে উঠে। প্রক'তি আমাদের সব

ছয়ের পাতায় দেখুন

এনআরসি বাস্তবায়িত হলে আদিবাসীদের উপরও প্রভাব পড়বে : উদ্ধব ঠাকরে

মুম্বই, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) লাগু হলে হিন্দু ও মুসলিমদের পাশাপাশি আদিবাসীদের উপরও প্রভাব পড়বেউ কেন্দ্রীয় সরকার এখনও পর্যন্ত এনআরসি নিয়ে কোনও আলোচনাই করেনি। মঙ্গলবার এমনই মন্তব্য করেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী তথা শিবসেনা সুপ্রিমো উদ্ধব ঠাকরে। এদিন উদ্ধব ঠাকরে বলেছেন, 'সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) এবং জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) উভয়ই ভিন্ন প্রক্রিয়া, জাতীয় জনগণনা পঞ্জি (এনপিআর)-ও ভিন্ন। সিএএ বাস্তবায়িত হলে কারও চিন্তিত হওয়ার দরকার নেই।' একইসঙ্গে উদ্ধব ঠাকরে জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্রে এনআরসি লাগু হওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে বলেছেন, এনআরসি বাস্তবায়িত হলে হিন্দু ও মুসলিমদের পাশাপাশি আদিবাসীদের উপরও প্রভাব পড়বেউ কেন্দ্রীয় সরকার এখনও পর্যন্ত এনআরসি নিয়ে কোনও আলোচনাই করেনি। জাতীয় জনগণনা পঞ্জি (এনপিআর) হল জনগণনা, আমার মনে হয় না এজন্য কারও চিন্তিত হওয়ার দরকার আছে। কারণ প্রতি ১০ বছর অন্তর এনপিআর হয়।

এদিকে, সিএএ নিয়ে ভিন্নমত ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি)-র প্রধান শরদ পওয়ারের। শরদ পওয়ার জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে নিজস্ব অভিমত পোষণ করতেই পারেন, কিন্তু এনসিপি-র বিষয়ে বলতে পারি, আমরা সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধেই ভোট দিয়েছিলাম।

প্রথম রোবট-মানব সোফিয়াকে নিয়ে এক অনন্য সন্ধ্যা

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): ঢাকের বাদ্য। রঙবেরঙের আলোর ঝলকানি, 'সাইকেডেলিক' মূর্চনা। ধোঁয়ায় ভরা মঞ্চ। ধোঁয়া আবছা হতেই ঘোর কাটল। দেখা গেল মঞ্চে আবির্ভূত সোফিয়া। হাততালিতে ভরে গেল নজরুল মঞ্চ। হবে না-ই বা কেন, বিশ্বের প্রথম রোবট-মানবকে এ শহরে কাছ থেকে এভাবে দেখার আনন্দই যে অন্যরকম। আর সব কিছু দেখে হতভম্ব সোফিয়া। এদিক ওদিক মাথা ঘুরিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে কী হল? প্রায় ছ'ফুট দীর্ঘ কেশহীন সোফিয়া। পরণে আজ ছিল লাল কারুকাজ করা অফ হোয়াইট ঢাকাই শাড়ি, ম্যাচিং ব্লাউজ। বিভিন্ন ক্ষেত্রের নামী কিছু ব্যক্তিত্ব তাঁকে প্রশ্ন করলেন। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ কুনাল সরকার জানতে চাইলেন, ভবিষ্যতে কি চিকিৎসক হিসাবে মানুষকে সরিয়ে দিতে পারবে রোবট? সোফিয়া জবাব দিলেন, 'হোয়াই নট'? সুকুমার মুখোপাধ্যায়, অরূপ রতন দত্তর মত প্রথম সারির আরও দুই চিকিৎসক, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিট্যুটের অধিকর্তা সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাপুর এনআইটি-র অধিকর্তা অনুপম বসু, শিবপুর আইআইটি-র প্রাক্তন অধিকর্তা ডঃ পার্থপ্রতীম চক্রবর্তী প্রমুখ। পার্থপ্রতীম বলেন, "৩৫ বছর আগে আমি গবেষণা করেছিলাম 'আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স'-এর ওপর। তখন ভাবতে পারিনি যন্ত্র কখনও মানুষের জায়গা নিতে পারেউ আজ তা সম্ভব হচ্ছে।"

সোফিয়াকে পূর্ব ভারতে প্রথমবারের জন্য নিয়ে এল টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। সমবেতদের সিংহভাগ ছিল প্রযুক্তির নানা শাখার পড়ুয়া। প্রতিষ্ঠানের আচার্য তথা টেকনো ইন্ডিয়া গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম রায়চৌধুরী ঘোষণা করেন, সোফিয়ার যা বুদ্ধাঙ্ক, তার চেয়ে ৫ শতাংশ বেশি বুদ্ধাঙ্কের রোবট যে পড়ুয়া ভবিষ্যতে তৈরি করতে পারবে, তাকে নোবেল পুরষ্কারের চেয়ে পাঁচ শতাংশ বেশি অর্থ দেওয়া হবে।

২০১৬-তে হংকংয়ের হ্যানসন

ছয়ের পাতায় দেখুন

চা বাগান শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে কৈলাসহর মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারী।। দীর্ঘদিন ধরে কৈলাশহর মহাকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন চা বাগান গুলির মালিকপক্ষের অসহযোগিতার কারণে থমকে আছে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ। বাগান এলাকায় কেন্দ্রীয় প্রকল্প কিংবা রাজ্য প্রকল্পের উন্নয়ন মূলক কাজ বাস্তবায়ন করতে গেলে বাগান পক্ষের অনুমতির প্রয়োজন হয়, সে ক্ষেত্রে বাগান মালিক বিভিন্ন কারণে অনুমতি দিচ্ছে না। যার ফলে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বিভিন্ন কাজ সময়মতো শেষ করতে না পারায় ফিরে যাচ্ছে অর্থ।

অপরদিকে নির্দিষ্ট সময়ে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারছে না পঞ্চায়েতগুলি। এই পরিস্থিতিতে দাড়িয়ে মঙ্গলবার চন্ডিপুর ব্লকের অন্তর্গত পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও ১১ টি চা বাগান এলাকার শ্রমিকরা কৈলাশহর মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হয়। দীর্ঘদিনের চলে আসা এই সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানায় মহকুমা শাসকের নিকট। আইন অনুযায়ী চা-বাগান গুলিতে শ্রমিকরা বসবাসের সুযোগ পেলেও, সে ক্ষেত্রে কোন নির্মাণ করার জন্য বাগান মালিক পক্ষের অনুমতির প্রয়োজন হয়। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাগান এলাকায় সরকারি ঘর পুকুর নির্মাণের অনুমতি দিচ্ছে না বাগানমালিকরা। ফলে বাঁচার জন্য নূন্যতম যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন সেগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বাগান শ্রমিকরা। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাইছে পঞ্চায়েত ও বাগান শ্রমিকরা। মঙ্গলবার কৈলাশহর মহাকুমার চন্ডিপুর ব্লকের অধীন মনু ভ্যালি, মূর্তি ছড়া, রাং রুং, গোলকপুর, সরোজিনী এই পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নির্বাচিত প্রধান ও এলাকার ১১ টি বাগান শ্রমিকরা মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হয়। মহকুমা শাসকের এইদিন তাদের সমস্যা গুলি সমাধানের জন্য দাবি জানানো হয়। পরে তারা তাদের সমস্যার কথা সংবাদ প্রতিনিধিদের ক্যামেরার সম্মুখে তুলে ধরে।এইদিকে মহকুমা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার চা-বাগান শ্রমিকদের সমস্যা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন কিছুটা আইনি জটিলতা রয়েছে বাগান এলাকায়। এই সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য আইন পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। যা একমাত্র কেবিনেট করতে পারবে। বাগান মালিকরা শ্রমিকদের যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা, তা সঠিক ভাবে দিচ্ছে না।তবে এইদিন শ্রমিকরা যে সকল দাবি গুলি তুলে ধরেছে, তাদের সেই দাবি গুলি পূরণের চেষ্টা করা হবে বলেও জানান তিনি যতটুকু খবর চা-বাগান শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৭৬ টাকা, স্থায়ী পাকা ঘর ও সপ্তাহে পাঁচদিন কাজ দেওয়ার কথা থাকলেও কোনো কিছুই সঠিক ভাবে করছে না বাগান মালিকরা। তাই এই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের নজরদারি প্রয়োজন রয়েছে বলে অভিমত অভিজ্ঞ মহলের। এখন দেখার আগামীতে চা-বাগান শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান হয় কিনা।

আগরতলায় জব ফেয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারী।। ভারত সরকারের ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের অধিন রাজ্যের মডেল কেরিয়ার সেন্টার, ডিসট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ আগরতলার ব্যবস্থাপনায় মঙ্গলবার রাজধানীর উমাকান্ত একাডেমী স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় জব ফেয়ার। এইদিনের জব ফেয়ারে বহিঃরাজ্যের তিনটি বেসরকারি সংস্থা অংশগ্রহণ করে তাদের সংস্থার বিভিন্ন শূন্য পদ পূরণের জন্য। তাদের মোট শূন্য পদের সংখ্যা ২৪০ টি। অপরদিকে আরও একটি সংস্থা প্রশিক্ষণের জন্য ২৬০ টি শূন্য পদ পূরণের জন্য এইদিনের জব ফেয়ারে অংশ গ্রহণ করে। প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্যদিয়ে এইদিনের জব ফেয়ারের সূচনা করেন শ্রম দপ্তরের বিশেষ সচিব দীপা ডি নায়ার। উপস্থিত ছিলেন শ্রম দপ্তরের অধিকর্তা বলিন দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। এইদিনের জব ফেয়ারে কর্ম প্রার্থী বেকার যুবক যুবতিদের উপস্থিতি ছিল লক্ষনীয়। রাজ্যের বড় ধরনের শিল্প বা কারখানা নেই। তাই কর্ম সংস্থানের সুযোগ কিছুটা কম। তাই কর্মসংস্থানের জন্য এইদিক ওইদিক না ঘুরে বেকার যুবক যুবতিদের এই ধরনের জব ফেয়ারের মাধ্যমে বহিঃরাজ্যের বিভিন্ন কম্পানিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রহণ করার আহ্বান জানান শ্রম দপ্তরের অধিকর্তা বলিন দেববর্মা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।